# Mary Carpenter Series.

মেরী কার্পেণ্টার গ্রন্থাবলী

# মা ও ছেলে

প্রথম ভাগ।

'Morality may weep in anguish, Christanity may Preach
and pray, education may teach, and philanthropy
may labour ; but it will all be comparatively
in vain till parentage takes up the
herculean labour of human
reform and perfection."

*O. S. Fowler.*

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত।

( তৃতীয় সংস্করণ। )

ও

( চতুর্থসহস্র )

কলিকাতা;
সংস্কৃত প্রেস্ ডিপজিটরি হইতে প্রকাশিত
২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্।
১৮৯৫

CALCUTTA:
METCALFE PRESS:
PRINTED BY SASI BHUSHAN BHATTACHARYYA,
1, GOUR MOHAN MUKHERJI'S STREET.
1895.

# উৎসর্গ।

## ৺রামকমল সার্ব্বভৌম পিতৃঠাকুর মহাশয়।

দেব!

আমি যখন নবম বর্ষীয় বালক, তখনই আপনি আমাকে এই ভয়বিপদসঙ্কুল সংসার-পথে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। একাদশ বর্ষ বয়সে, জীবনের শেষ অবলম্বন জননীকেও হারাই। সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিলে, পিতা মাতার প্রাণে যে অপার্থিব আনন্দের সঞ্চার হয়, আপনাদের দুই জনের কাহারও ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই সত্য, তথাপি সেই শৈশবেই যাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, তাহাতে আমার জ্ঞান ছিল যে, আমাকে মানুষ করিবার জন্য আপনি সর্ব্বদাই চিন্তিত ছিলেন। বালস্বভাব-সুলভ চপলতানিবন্ধন যখন আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলিয়াছি, তখন আপনি যে কি দারুণ যাতনা অনুভব করিতেন, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে। সেই স্মৃতি আজিও আমার প্রাণকে আপনার দিকে টানিতেছে, চিরদিন টানিবে—কাল-স্রোতঃ কখনও সে স্মৃতি বিধৌত করিতে পারিবে না;—আমি যখন পঞ্চম বর্ষীয় বালক, আপনি বিজয়ার দিনে প্রাতে প্রতিমা বিসর্জ্জনের মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে চক্ষের জলে প্লাবিতবক্ষ হইতেন, আমি নিকটে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই পবিত্র মধুর দৃশ্য দেখিতাম;—আসন্নকাল নিকটস্থ হইলে, আপনি যখন আমার হাত দুইখানি আপনার হাতের ভিতর লইয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, বড় ইচ্ছা ছিল, তোমাকে মানুষ করিয়া যাইব, কিন্তু ভগবান্ সে ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন না, দেখো, যেন মানুষ হইতে চেষ্টা করিতে ভুলিও না।" আপনার সেই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা,—আপনার সেই ধর্ম্মভাবাপন্ন জীবনে চক্ষের জল,—আপনার সেই আসন্নকালের সদুপদেশ আমাকে নানাপ্রকার বিপদের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়া জীবনে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সহায়তা করিতেছে এবং চিরদিন করিবে। তাই আজ আমার প্রাণের ভালবাসার জিনিস "মা ও ছেলেকে" আপনার পবিত্র চরণে অর্পণ করিলাম। আপনি পরলোকের আবরণে আবৃত, তবুও বিশ্বাস করি, আপনি আমার এই সামান্য উৎসাহ ও উদ্যমের প্রতি স্নেহ দৃষ্টি করিবেন।

আপনার স্নেহের সন্তান।

## প্রথমবারের বিজ্ঞাপন।

"মা ও ছেলে" প্রকাশিত হইল। ইহাকে সাধারণের হস্তে অর্পণ করিবার পূর্ব্বে আমার দুই একটি কথা বক্তব্য আছে। বহুকাল হইতে এবম্বিধ একখানি পুস্তক লিখিবার বাসনা আমার প্রাণে উদিত হয়, কিন্তু নানা প্রকার প্রতিকূল কারণে এই অভিপ্রেত বিষয় আমি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি নাই। এই পুস্তকখানি প্রণয়ন পক্ষে আমার বন্ধুদের অনেকে পুস্তক, উপদেশ ও পরামর্শ দ্বারা এবং উৎসাহ দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন; তাঁহারা আমার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। এই পুস্তক খানি বঙ্গীয় যুবক যুবতীদের জন্য—বিশেষ ভাবে বঙ্গ জননীদের জন্য রচিত হইল। ইহাতে যে কোন দোষ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না; বরং অনেক অভাব ও ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যাইবে। কিন্তু যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া বইখানি লিখিত হইল, আশা করা যায়, পাঠক পাঠিকাগণ সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া গ্রন্থকারের সকল দোষ মার্জ্জনা করিবেন। এই বইখানি পাঠ করিয়া একজন লোকও যদি তাঁহার গৃহধর্ম্মের গুরুতর দায়িত্ব অনুভব করেন এবং নিজ সন্তানগণকে মানুষ করিবার জন্য উৎসাহিত হন, আমি আমার সমস্ত শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

২৮ এ আষাঢ়,<br>
সন ১২৯৪ সাল। — শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন।

এত অল্প দিন মধ্যে মা ও ছেলের এক সহস্র খণ্ড নিঃশেষ হইল, ইহাই আমার পরিশ্রমের যথেষ্ট পুরস্কার এবং এজন্য আমি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। শ্রদ্ধেয় বন্ধুগণের মধ্যে যাঁহারা এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের, বিশেষভাবে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্ এ মহাশয়ের উপদেশ ও পরামর্শ মত যতদূর সম্ভব ইহাকে সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে পাঠকমণ্ডলীর করে অর্পণ করা গেল।

২৫ শে জ্যৈষ্ঠ.<br>
ইং: সন ১২৯৫ সাল। — শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

## তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

২য় সংস্করণ "মা ও ছেলে" দুই সহস্র মুদ্রিত হইয়াছিল, এইজন্য নূতন আকারে নূতন করিয়া তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে কিছু বেশী বিলম্ব হইয়াছে। সংস্কৃত ও পরিবর্ত্তিত আকারে "মা ও ছেলে" পাঠক পাঠিকাগণের অধিকতর প্রীতিকর হইলে পরম তৃপ্তি অনুভব করিব।

২৫শে ভাদ্র,
সন১৩০২ সাল

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

# ‘বিদ্যাসাগর’।

## ( জীবন চরিত। )

বিদ্যাসাগর সুহৃদ্ সুপ্রবীণ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—“মাইকেল দত্তের জীবন চরিত এবং বিদ্যাসাগর চরিত এই দুই জীবন চরিত বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোত্তম, কিন্তু তোমার প্রণীত জীবন চরিতের বিশেষ গুণ এই দেখি যে, ইহাতে এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সংবাদ লওয়া হইয়াছে, যাহাতে চরিত নায়কের নিগূঢ় প্রকৃতি বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। এরূপ অন্য কোন বাঙ্গালা জীবন চরিতে দেখিতে পাই না।”

বিদ্যাসাগর-ভক্ত মাননীয় জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন :—“গ্রন্থখানি সর্ব্বাংশেই সুন্দর হইয়াছে। ভাষার সৌন্দর্য্য এবং আলোচনার গভীরতা উভয় গুণই ইহাতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় গত অর্দ্ধ শতাব্দীকাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালার সাহিত্য, শিক্ষা ও সমাজের বৃত্তান্ত বিদ্যাসাগরের জীবন বৃত্তান্তের সহিত যে ঘনিষ্টরূপে সম্বদ্ধছিল, এই কথার প্রতি সম্যক দৃষ্টি রাখিয়া আপনি এই জীবন চরিত লিখিয়াছেন। ইহা এই গ্রন্থখানির একটী প্রধান গুণ এবং এই জন্যই ইহা এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।” * *

বাঙ্গালা সাহিত্যের পরমসুহৃদ্ ও বিদ্যাসাগর-ভক্ত বান্ধবসম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেনঃ—“আপনার ‘বিদ্যাসাগর’ অতি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মোটের উপর একটি মহোজ্জল পুরুষ ছিলেন। আপনি তাঁহাকে চরিতালেখ্যে চিত্রিত করিয়া বাঙ্গালী ও বাঙ্গালা সাহিত্য উভয়েরই গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।” কালীপ্রসন্ন বাবু আর এক স্থানে বলিয়াছেন :—“আপনার গ্রন্থ বিষয়ের গৌরবে, বিষয় বিন্যাসের পারিপাট্যে অতি মূল্যবান বস্তু,( ভাষা ) উদ্দীপনায় আনন্দপ্রদ এবং রসপূর্ণ।”

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরম স্নেহভাজন প্রিয়পাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ মহাশয় লিখিয়াছেন :—“তুমি যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে এই মহৎ কার্য্যটী সম্পন্ন করাতে আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছি। * * আমরা যে স্বাধীনচেতা উদার-হৃদয় তেজীয়ান বিদ্যাসাগর

মহাশয়কে জীবনে ভাল বাসিতাম, তাহার ছবি অনেকটা তোমার গ্রন্থে পাওয়া যাইতেছে, ইহাই ইহার সর্ব্বোচ্চ প্রশংসার বিষয়।"

Extract taken from a long letter written by **Babu Brojendra nath Seal** M. A. Principal of the Berhampur College. "It may be fairly claimed that what Boswell was to the great English Doctor this biographer has been to our Vidyasagor,"

১৫ই আষাঢ়ের হিতবাদী একটী সুবৃহৎ প্রবন্ধে গ্রন্থের সমালোচনার স্থলে স্থলে বলিয়াছেনঃ—বস্তুতঃ বসওয়েল না থাকিলে জনসনের প্রকৃত চিত্র আমরা দেখিতে পাইতাম না * * বাবু চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গের আদর্শ পুরুষ বিদ্যাসাগরকে চিনিবার ও জানিবার উপায় করিয়া দিয়া বঙ্গবাসী জন সাধারণকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন। * * যে প্রণালীতে চণ্ডীবাবু এই জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা বঙ্গদেশ নূতন, এমন রীতিক্রমে বিন্যস্ত সুবিস্তৃত সুন্দর জীবন বৃত্তান্ত বঙ্গদেশে এপর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। ইহা কেবল বিদ্যাসাগরের জীবন বৃত্তান্ত নহে, ইহাকে বিদ্যাসাগরের সাম-সময়িক প্রাদেশিক ইতিবৃত্ত বলিলেও বলা যায়। * * গ্রন্থকারের উদ্যোগ, যত্ন, পরিশ্রম ও অনুশীলন শক্তি অসাধারণ। তিনি এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়া *বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়াছেন সন্দেহ নাই।* * * চণ্ডী বাবুর সহিত অনেক স্থলে আমাদিগের মতভেদ হইয়াছে. অনেক স্থলে আমরা তাঁহার সহিত মিলিয়া এক প্রকার মত প্রকাশ করিতে পারি না, তথাপি আমরা মুক্তকণ্ঠে চণ্ডীবাবুর প্রশংসা করিতেছি।

ভাদ্র ও আশ্বিনের নব্যভারত ঃ—তাঁহার এই কাজের জন্য আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিতেছি। এই পুণ্য সরসিতে নিমগ্ন করিতে তিনিই আমাদিগের প্রথম সহায়। তাঁহার নাম অক্ষয় হউক।

ভাদ্র মাসের বামাবোধিনী ঃ—বিদ্যাসাগরের জীবনের সকল বিভাগের ঘটনাবলী অতি সুবিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাঁহার সতেজ ও জীবন্ত ভাব ইহার পত্রে পত্রে জাজ্বল্যমান। যেরূপ যত্ন পরিশ্রম গবেষণা সহৃদয়তা ও দেশহিতৈষিতা সহকারে গ্রন্থকার পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে ইহা অতিশয় হৃদ্য হইয়াছে।

# মা ও ছেলে।

( প্রথম ভাগ )

## প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধচন্দ্র কলিকাতার একজন সামান্য গৃহস্থ। বয়ঃক্রম ২৫।২৬ বৎসর। কলিকাতার কোন আফিসে কর্ম্ম করেন। যাহা উপার্জ্জন করেন, তাহাতে এক প্রকারে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। লোকটি বেশ সৎপ্রকৃতিসম্পন্ন। সংসারে জননী, স্ত্রী ও একটি মাত্র পুত্র সন্তান। অপর কেহ নাই। ছেলেটি তিন মাস অতিক্রম করিয়া চারি মাসে পড়িয়াছে।

সুবোধচন্দ্র একদিন সন্ধ্যার সময়ে আফিসের কার্য্য শেষ করিয়া গৃহে আসিলেন। গৃহে আসিয়া আফিসের পরিচ্ছদ ত্যাগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন, এবং তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত ও বিষণ্ণ দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করায় সুবোধ-

চন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, না,—এমন বিশেষ কিছু বিপদ আপদ নহে।

স্ত্রী। তবু কি ভাবিতেছিলে তাহা প্রকাশ করিয়া বলিবে না, যেন তোমাদের মনের কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিলে সর্ব্বনাশ হইবে।

সুবোধ। সর্ব্বনাশ হউক আর না হউক, বিশেষ লাভও কিছু দেখি না। তোমাকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিলে, হয়ত তুমি সে সকল কথার মর্ম্মই ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিবে না।

স্ত্রী। কেন, আমি কি এমনই অপদার্থ যে কোন একটি কথা পড়িলে তাহা বুঝিতেই পারিব না?

সুবোধ। কোন একটি মন্দ কথা, কিংবা পরনিন্দার কথা পড়িতে না পড়িতে বুঝিতে পার, কিন্তু যাহাতে সাধুতার চিত্র, মহত্বের ভাব আছে, অথবা ব্যক্তি বিশেষের গুণগ্রহণের প্রয়োজন, তাহা তত শীঘ্র ও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পার না।

সরলা স্বামীর এই কথাগুলিতে প্রাণে বেদনা পাইলেন সত্য, কিন্তু স্বামীর উপর বিরক্তা হইলেন না; বরং আপনাদের দুর্দ্দশা স্মরণ করিয়া অন্তরে ক্লেশ পাইতে লাগিলেন, এবং যাহাতে প্রিয়তম স্বামীর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে সহায়তা করিতে পারেন, তাহার জন্য চিন্তিতা হইলেন।

সুবোধচন্দ্র আহারাদি করিয়া আবার সেইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সরলা আহারান্তে শ্বাশুড়ীর পরিচর্য্যা শেষ করিয়া শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। দ্বার অতিক্রম

করিতে না করিতে সরলার চক্ষু সেই গভীরচিন্তামগ্ন স্বামীর মুখমণ্ডলে পতিত হইল। তিনি সত্বর-পদে অগ্রসর হইয়া স্বামীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন এবং চিত্তের প্রসন্নতা প্রকাশক একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন,—যদি আমাকে এত অপদার্থ বলিয়াই বুঝিয়া থাক, তবেত আমাকে পরিত্যাগ করিলেই পার? যাহার দ্বারা জীবনের আশা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, সে অমাবস্যার চাঁদকে লইয়া তোমার গৃহ সাজাইয়া রাখিলে কি হইবে বল? আমার মতে, আমার মত লোককে বিদায় করিয়া দেওয়াই উচিত।

সুবোধ। না না, আমিত কেবল তোমাকে লক্ষ্য করিয়া ওকথাগুলি বলি নাই। আমি জানি, আমার আশা সিদ্ধির অনুরূপ অনেক গুণ তোমাতে আছে। আমি স্ত্রীজাতির সাধারণ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া ওকথাগুলি বলিয়াছি। সাধারণতঃ আমাদের দেশে স্ত্রীজাতির বড়ই শোচনীয় অবস্থা। মনে কর, আমি যাহা ভাবিতেছি, তাহা তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, কিন্তু আমার সে গভীর চিন্তার গুরুভার যাহাতে হ্রাস হয়, তুমি কি তাহাতে সহায়তা করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্পা হইতে পার? স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, যদি তাহাতে তোমাকে অবিশ্রান্ত শ্রম ও চিন্তা করিতে হয়, নানা প্রকারে তোমার ত্যাগস্বীকার করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কি নিজের সুখ ও আরাম বিসর্জ্জন দিয়া সেই কার্য্যেই নিযুক্তা থাকিতে পার?

সরলা। তুমি স্বামী, তোমার যাহাতে স্বার্থ, সুখ ও আনন্দ

আছে, তাহা বহু শ্রমসাধ্য হইলেও, তৎসাধনে প্রাণপণ যত্ন করা আমার কর্ত্তব্য, আমার তাহাই সুখ, তাহাই আরাম, তাহাই ধর্ম্ম!

সুবোধ। তবে যাহা ভাবিতেছিলাম, তাহা বলি শুন। আমাদের এই যে ছেলেটি হ'য়েছে, ইহার সম্বন্ধে কি কিছু ভাবিয়া থাক?

সরলা। ইহার সম্বন্ধে কি ভাবিব?

সুবোধ। কেন, কেমন করে ইহাকে মানুষ করিবে, সে বিষয়ে ভাবিবার কি কিছু নাই?

সরলা। কেন, ছেলেকে ভাল করিয়া খাওয়াব, যত্ন করিব, ভাল বাসিব, তাহ'লেই মানুষ হবে।

সুবোধ। খাওয়াইলে, যত্ন করিলে এবং ভাল বাসিলেই কি সন্তান সম্বন্ধে সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ হয়? তাহা ঠিক নহে— পশুপক্ষীরাও ত তাহাদের শাবকগুলিকে বেশ করিয়া খাওয়ায়, প্রাণের সহিত যত্ন করে ও ভাল বাসে। তবে কি এই ঠিক যে, আমাদের কার্য্যে আর পশুপক্ষীর কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই?

সরলা। কেন, আমরা আমাদের ছেলেকে লেখা পড়া শিখাইব, সে লেখা পড়া শিখিয়া বেশ টাকা কড়ি উপার্জ্জন করিবে, আর দশ জনের একজন হইয়া সংসারে সুখে কাল কাটাইবে। পশু পক্ষীরা ত আর তেমন করে না।

সুবোধ। আমাদের পাড়ার রাম বাবু ত বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছেন, এম্, এ, পাস করিয়াছেন, টাকাও অনেক উপার্জ্জন করেন, দশজনের একজনও হইয়াছেন। মনে কর

তোমার ছেলে যদি ঠিক দ্বিতীয় রাম বাবু হয়, তাহা হইলে তুমি কি সুখী হইবে?

সরলা। পোড়া কপাল আমার! আমার ছেলে অমন হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে এখনই মরিয়া যাক্, আমার তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। সে ছেলে থেকে সুখ কি, যে লেখা পড়া শিখিবে—দশ টাকা উপার্জ্জন করিবে—দশজনের একজন হইবে। অথচ তাহার মায়ের চক্ষের জল শুকাইবে না, স্ত্রীর দুঃখের দিন ফুরাইবে না। ও লোকটা অত টাকা আনে, তা কি করে?

সুবোধ। সে টাকা আনিয়া কি করে, সে জমা খরচ তোমার আমার রাখিবার প্রয়োজন নাই। এখন কথা এই যে, যদি সন্তান ওরূপ হওয়া প্রার্থনীয় না হয়, তবে কেমন ছেলে হ'লে তোমার আশা পূর্ণ হবে ব'লে মনে কর?

সরলা। কি জানি, আমি মনে মনে বেশ বুঝিয়াছি আমার ছেলেটি কিরূপ হ'লে আমার মনের মত হয়; কিন্তু ভাল ক'রে প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। তুমিই বল না।

সুবোধ। বড় সহজ কথা নহে। এ সংসারে যদি কিছু কঠিন কার্য্য থাকে, তবে শিশুপালনই সেই কার্য্য। তুমি হয়ত ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিতেছ না, আমি কি বলিতেছি; কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা। আমাদের ছেলেটিকে যদি মানুষ করিতে হয়, তবে আর কাল-বিলম্ব না করিয়া সর্ব্বাগ্রে নিজেদের সন্তান পালনের উপযুক্ত হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ তোমার জীবনে এমন অনেক অভাব রহিয়াছে, যাহা দূর না হইলে

তোমার দ্বারা, উপযুক্তরূপে দূরের কথা,—আংশিক ভাবেও শিশুপালন হইতে পারে না।

বিলাতের জনৈক দার্শনিক পণ্ডিত শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি সুন্দর বই লিখিয়াছেন, তাহার এক স্থানে লিখিয়াছেন, "সত্য সত্যই ইহা কি ভয়ানক বিস্ময়কর ব্যাপার নহে যে, যদিও সন্তান-দিগকে পালন করার উপরই তাহাদের জীবন, মৃত্যু এবং তাহাদের নৈতিক উন্নতি ও অধোগতি নির্ভর করিতেছে, তথাপি যাহারা অনতিকাল মধ্যে জনক জননী হইয়া শিশু-পালনরূপ মহাব্রতে ব্রতী হইবে বলিয়া দণ্ডায়মান, তাহাদিগকে এই শিশু-পালন সম্বন্ধে একটি কথাও শিক্ষা দেওয়া হয় না। ঠাকুরমায়ের কুসংস্কারাপন্ন-বুদ্ধি-প্রণোদিত পরামর্শ, অশিক্ষিতা দাসীদিগের বিচারবুদ্ধি-বর্জ্জিত মন-প্রসূত উপায় দ্বারা সংগঠিত কদর্য্য রীতি নীতি ও নিয়ম এবং তাহাদের মনের আবেগ ও কল্পনার ক্রোড়ে ভাবী বংশের ভাগ্য নিক্ষেপ করা কি ভয়ঙ্কর বিসদৃশ ব্যাপার নহে? ব্যবসায়ী যদি ব্যবসায় বিষয়ক হিসাব পত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ না করিয়া ব্যবসাতে প্রবৃত্ত হয়, আমরা সেই নির্ব্বোধ ব্যক্তির বাতুলতার উল্লেখ করিয়া কত বিদ্রূপ করিয়া থাকি, এবং সেই ব্যক্তি যে অচিরে বিফল-মনোরথ হইবে, ইহাও স্থির করিয়া রাখি। যদি দেখা যায়, একজন লোক অস্ত্র চিকিৎসাতে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হইয়াও তৎকার্য্যে অগ্রসর হয়, তবে তাহার ধৃষ্টতা দেখিয়া নিশ্চয়ই আমরা অবাক্ হই এবং তাহার হস্তে তাহার রোগীদিগের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া অন্তরে ক্লেশ পাই। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিলে শিশুর শরীর সবল ও সুস্থ থাকিবে, এবং দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট হইবে, কি উপায় অবলম্বন করিলে

তাহার মানসিক ও নৈতিক উন্নতি অতি সুন্দর রূপে ক্রমে ফুটিয়া উঠিবে, তাহার অনুরূপ কোন জ্ঞান লাভ না করিয়াই লোক কি রূপে পিতামাতা হইয়া ভবিষ্য-বংশের মঙ্গলামঙ্গল সম্বন্ধীয় গভীর দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য-কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকেন, দেখিয়াও কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হয় না, একবার ভাবেও না! আমাদের পশ্চাতে যাহারা আসিতেছে, তাহাদের দুর্দ্দশার কথা স্মরণ করিয়া কেহ ক্লেশ পায় না,—ইহাই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।"* সংসারে লোক সকল কার্য্যই শিক্ষা করে, কেবল এক সন্তানপালন এমনই সহজ কাজ বলিয়া মনে করে যে, এ বিষয়ে আর তাহাদের কোন শিক্ষার প্রয়োজন নাই। সরলা, এখন ভাবিয়া দেখ আমরা কতদূর অবিবেচক লোক।

সরলা। আচ্ছা, আমার কি কি অভাব আছে, তাহা দেখাইয়া দাও, আমি আমার দোষ দেখিতে পাইলে তাহা সংশোধন করিতে প্রাণপণে যত্ন করিব।

সুবোধ। আমি তোমার দোষ দেখাইতে বসি নাই। আমাদের এই ছেলেটিকে মানুষ করিবার জন্য চিন্তার উদয় হইয়াছে, ইহাই কেবল দেখিতে চাই। আমি আজ আফিস হইতে আসিবার সময়, পথে এই ভাবিতেছিলাম যে, সন্তানগণকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে ধর্ম্মেতে সুশোভিত করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া যে পিতা মাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যকার্য্য, তাহা কেহ চিন্তা করিয়া দেখে না। তুমি ত তোমার বিবাহের পূর্ব্বে পিত্রালয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষালাভ করিয়াছিলে,

---

*Education by Herbert Spencer. Page 23.

আমার গৃহেও তোমাকে শিক্ষিত করিবার জন্য কিছু চেষ্টা করিতেছি; এখন যদি তুমি অন্ততঃ তোমার নবকুমারের ভাবি মঙ্গলের অনুরোধে পরিশ্রম সহকারে শিশুপালনোপযোগী কিছু জ্ঞানসঞ্চয় করিতে পার, তাহা হইলেও যে কথঞ্চিৎ মঙ্গল। কেননা, শিশুকে মানুষ করিতে হইলে যে পরিমাণে আয়োজনের প্রয়োজন, আমাদের গৃহে এবং এদেশের গৃহে গৃহে তাহার সুব্যবস্থা হইতে এখনও বহুবিলম্ব আছে।

সরলা। তোমার কথার মধ্যে দুইটি স্থানের অর্থ ভাল করিয়া বুঝা গেল না; একস্থানে বলিলে "কথঞ্চিৎ মঙ্গল" আর এক স্থানে বলিলে "আমাদের গৃহে সুব্যবস্থা হইতে বহুবিলম্ব আছে।". কেন এমন কথা বলিলে; আমরা প্রাণপণে যত্ন করিলেও কি ছেলেকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতে পারিব না,—আমাদের আশা কি পূর্ণ হইবে না?

সুবোধ। আমার কথার তাৎপর্য্য তাই বটে, কারণ একবার একখানি ইংরাজী সংবাদ পত্রে পড়িয়াছিলাম, জনৈক ভদ্রমহিলার কথার উত্তরে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন, "শিশু জন্মগ্রহণ করিবার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার শিক্ষার আয়োজন করা উচিত!" কিছু কি বুঝিলে?

সরলা। না, বুঝিতে পারিলাম না। ছেলে হওয়ার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কেমন করিয়া তাহার শিক্ষার আয়োজন হইবে? বা! একি "রাম না হ'তে রামায়ণ?"

সুবোধ। ঠিক বলিয়াছ, রাম না হ'তে রামায়ণের সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক। ঐ দেশ-প্রচলিত প্রবাদবাক্য এই শিশুর শিক্ষা বিষয়েই ঠিক খাটে। শিশু জন্মিবার ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার শিক্ষা আরম্ভ করা উচিত, একথা বলিলে, এই বুঝিতে হইবে যে, নবকুমার ও নবকুমারী জন্মগ্রহণ করিয়া যে জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইবে এবং ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে যে জননীগর্ভে তাহাকে দশ মাস দশ দিন স্থিতি করিতে হইবে, সেই জননীকে বিশেষ সাবধানতার সহিত সুশিক্ষিত করিতে প্রয়াস পাওয়া উচিত। জননীর উদার বা অনুদার প্রকৃতি, তাঁহার কুসংস্কারের ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন, অথবা সুমার্জ্জিত জ্ঞানালোকে আলোকিত প্রবৃত্তিনিচয়ের দ্বারা শিশু জীবনপথে পরিচালিত হয় বলিয়া,—মায়ের এক একটি সদনুষ্ঠান বা অসদনুষ্ঠানের উপর, মায়ের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, স্বভাব ও চরিত্রের উপর শিশুর সমগ্র মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে বলিয়াই, সুকুমারমতি বালিকার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনের জন্য,—তাহার অনুন্নত জীবনে উন্নতির সোপানাবলী নির্ম্মাণের জন্য—তাহার জীবনক্ষেত্রে প্রকাণ্ড জ্ঞানবৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজগুলি বপন করার জন্য—অধিকাংশ সময় ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য, ঐ সম্ভ্রান্ত লোকটি তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এখন সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকটির কথার মর্ম্ম কি বুঝিতে পারিলে ?

সরলা। তুমি যাহা বলিলে সমস্তই বুঝিলাম ; কিন্তু যাহা বুঝিতে

পারিয়াছি, তাহাতে প্রাণে বড় দুর্ভাবনার উদয় হইতেছে। এখন ত আমি দেখিতেছি ছেলে মানুষ করা আমার কর্ম্ম নহে।

সুবোধ। এই একটি কথায় এত নিরাশ হইও না। এই শিশু-পালন সম্বন্ধে চিন্তাশীল পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার কিছু কিছু জানিতে পারিলে তুমি আরও বিস্মিত ও অবাক্ হইয়া যাইবে। আমি যখন একথা তুলিয়াছি, তখন এ সকল বিষয় তোমাকে ভাল করিয়া বলিব, তুমি মন দিয়া সকল কথা শুন।

সরলা। আমার শুনিতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তুমি বল।

সুবোধ। ফ্রান্সের সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্টির নাম কি কখন শুনিয়াছ ?

সরলা। আজ কয়েক দিন হইল, একখানি সংবাদ পত্রে একটি প্রবন্ধ পড়িতেছিলাম, তাহাতেই নেপোলিয়ন ও ফরাসি-বিপ্লবের বিষয় লেখা ছিল।

সুবোধ। হাঁ, সেই সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্টি একদিন মাদাম ক্যাম্পান নাম্নী ( Madam Campan ) এক মহিলার সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন,—"শিক্ষা দিবার যে সকল পুরাতন পদ্ধতি আছে, সেগুলি কোন কার্য্যেরই নহে। লোকদের শিক্ষা বিষয়ে এখন কি অভাব আছে ?" মাদাম ক্যাম্পান তদুত্তরে বলেন 'জননী।' মহিলার উত্তর শুনিয়া সম্রাট নেপোলিয়ন স্তম্ভিত হন এবং পরক্ষণেই বলেন, "হাঁ ঠিক কথা; 'জননী' এই কথাটিই শিক্ষার নামান্তর মাত্র, এবং

মাদামকে জননীগণের শিশুপালন সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার উপায় করিতে অনুরোধ করেন *।” এখন কি বুঝিতে পারিলে “মা” এই কথাটির পশ্চাতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের এক সুবিস্তৃত শিক্ষাক্ষেত্র বিদ্যমান রহিয়াছে? শিশুর পক্ষে মা যে কি পরম ধন, তাহা কি বুঝিলে? এই জন্যই লোকে বলে “জননী——স্বর্গাদপি গরীয়সী”। পরমেশ্বর মাকে তাঁহার প্রতিনিধি করিয়া সংসারে পাঠাইয়াছেন। মাতা পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধিরূপে সংসারে শিশু-সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন। তাঁহারা ভাল হইলে শিশুরা ভাল হইবে, তাঁহারা মন্দ হইলে সন্তানেরা কখনই সুপ্রকৃতি-সম্পন্ন হইতে পারে না।

সরলা অবাক্ হইয়া বসিয়া এতক্ষণ স্বামীর কথাগুলি শুনিতেছিলেন। এখন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন,—“আমি পূর্ব্বে কখন ছেলের সম্বন্ধে এত ভাবি নাই। এখন বুঝিতে পারিতেছি যে, সন্তান হওয়া সৌভাগ্যের বিষয় নহে, যদি সন্তান বড় হইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করে। আমার ত বড়ই ভয় হইয়াছে, কি করিয়া এই ছেলেটিকে মানুষ করিব।”

সুবোধ। দেখ, আজ এইখানে শেষ করা যাক; আর না, রাত্রি অনেক হইয়াছে। আবার অন্য সময়ে এই বিষয়ে আলাপ করা যাইবে।

সরলা। “অন্য সময়ে” অর্থ কি? আবার দুই চারি মাস পরে এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে বসিবে নাকি?

* Smiles' Character. Pag 31.

সুবোধ। তুমি কি বল প্রত্যহ আফিসে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া, পরে গৃহে আবার এই শুষ্ক বিষয়ের আলোচনায় রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত কাটাইব?

সরলা। তুমি কি আমার মন বুঝিবার জন্য আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছ? আমার প্রাণে যে কি চিন্তার আবেগ উঠিয়াছে, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও জ্ঞানের সমক্ষে যে কি এক নূতন ভাব খুলিয়া গিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছি না, ইহাই আমার ক্ষোভ। আমাকে এই বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য, আমাকে আমার এই স্নেহের ধনটিকে মানুষ করিবার উপযুক্ত হইতে যে সহায়তা করিবে, তাহার এক বিন্দুমাত্রও অপব্যয় হইবে বলিয়া মনে করিও না, ইহাই আমার একমাত্র অনুরোধ।

সুবোধ। আচ্ছা, তবে যখনই সময় পাব, তখনই আমার সুবিধা অসুবিধা ভুলিয়া এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানোন্নতির জন্য ভাবিব এবং সুপরামর্শ দিব। তুমি যত্নপূর্ব্বক সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করিলেই আমি শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন রবিবার আহারান্তে সুবোধচন্দ্র কোথাও গেলেন না। অনেক সময় পাইলেন; সুবোধ ও সরলা একত্রে বসিয়া শিশুপালন সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সু। বল দেখি সরলা, কাল রাত্রিতে যে সকল কথা হইয়াছিল, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি না?

স। হাঁ, সকল কথাই মনে আছে; আমি তাহার একটী কথাও ভুলি নাই। কাল ত "মা হওয়ার আগে মেয়েদের ভাল করিয়া শিক্ষা পাওয়া উচিত," এই বিষয়ে কথা বার্ত্তা হ'য়েছিল।

সু। হাঁ তাই বটে। আজ আমি, মা হওয়ার আগে স্ত্রীলোক-দিগের সুশিক্ষিতা হওয়ার আবশ্যকতা বিষয়ে আরও কিছু বলিব। এক খানি ইংরাজী পুস্তকের এক স্থানে লিখিত আছে—"জনৈক মহিলা তাঁহার চারি বৎসর বয়সের সন্তানের শিক্ষা কবে আরম্ভ করিবেন, এই কথা কোন ধর্ম্মযাজককে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,

"ভদ্রে! এখনও যদি সে বালকের শিক্ষা আরম্ভ না হইয়া থাকে, তবে ঐ চারি বৎসর বৃথা চলিয়া গিয়াছে।" বল দেখি ইহার মর্ম্ম কি?

স। বেশ, তা প্রথম চারি বছরে ছেলে কি শিখিবে? আমি ত কিছু বুঝিলাম না। আমাদের দেশে পাঁচ বছরের ছেলের 'হাতে খড়ি' হয়। এত ছোট বেলায় ছেলের উপর পীড়াপীড়ি করিলে, ছেলে বাঁচিবে কেন?

সু। ছেলেকে কি এমন শিক্ষা দিতে হবে, যাতে ছেলের উপর পীড়াপীড়ি হইবে? তুমি কি ভাবিতেছ, ছয় মাস বা এক বৎসরের ছেলেকে কাপড় পরাইয়া পাত্‌তাড়ি দিয়া পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট, অথবা বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ হাতে দিয়া স্কুলে পাঠাইয়া দিতে হইবে? শিশু যে ভূমিষ্ঠ হইয়াই অতি সহজে তাহার প্রয়োজন মত শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। লর্ড ব্রোহম নামক জনৈক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিয়াছেন:—"শিশু আঠার হইতে ত্রিশ মাসের মধ্যে (অর্থাৎ দেড় বৎসর হইতে আড়াই বৎসর পর্য্যন্ত এই এক বৎসরের মধ্যে) বহির্জ্জগতের বিষয়, তাহার নিজের ক্ষমতা, অন্যান্য বস্তুর প্রকৃতি, এমন কি নিজের ও অপরের মন সম্বন্ধে এত অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় যে, তাহার অবশিষ্ট সমগ্র জীবনে সে আর তত শিক্ষা লাভ করে না *।" এ কথার অর্থ এই যে, এই এক বৎসরে শিশু চির-জীবনের শিক্ষার বীজ সংগ্রহ করে। এই এক বৎসরের

* *Smiles' Character, Page 32.*

শিক্ষাই তাহার প্রধান শিক্ষা। পরিণামে যে কিছু শিক্ষা সে পায়, তাহা সেই শৈশবের এক বৎসরের প্রাপ্ত শিক্ষারূপ বৃক্ষের উপর শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ও ফলের ন্যায় শোভা পাইতে থাকে মাত্র।

স। একি ভয়ানক কথা! তোমার কথার ভাবে বোধ হইতেছে আড়াই বছরের ছেলে প্রায় সবই শিখিবে। আমি বুঝিতে পারিনা, কচি ছেলে কেমন করে এত শিখিবে!

সু। তবে শিশুর শিক্ষা কবে আরম্ভ হওয়া উচিত, তাহা বোধ হয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছ না। আচ্ছা, বল দেখি, আমরা যে শিক্ষার কথা বলিতেছি, সে কি শিক্ষা, শিশু কি শিখিবে?

স। ঐ ত আগে যাহা বলিলে, তাহা হইতে এইরূপ বুঝা যায়. যে, ছেলে যাহা দেখিবে তাহাই শিখিবে।

সু। আচ্ছা বেশ, যখন, শিশু যাহা কিছু দেখিবে, তাহাই শিখিবে, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে যাহা শিখিবে, কিছু পরিমাণে তাহার সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভও হইবে, সন্দেহ নাই।

স। তা একটু একটু জ্ঞান লাভ ত হবেই। তুমি কি বলিতেছ আমি এখন একটু একটু বুঝিতে পারিতেছি।

সু। ভূমিষ্ঠ হইয়াই শিশু জননীরূপিণী শিক্ষার ক্রোড়ে শয়ন করে। শিশু যাহা দেখে তাহাই তাহার নিকট নূতন। সে অবাক্ হইয়া জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে থাকে এবং অল্পে অল্পে সেই সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে।

এই যে শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র ক্রন্দন করিয়া থাকে, কেন সে কাঁদিয়া থাকে তাহা কি জান? ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র তাহার কিছু প্রয়োজন হইয়াছে এবং কাঁদিলে সে তাহা পাইবে, প্রকৃতি চুপে চুপে তাহার অন্তরে এই জ্ঞানের বীজ রোপণ করিয়াছেন। ক্ষুধা পাইয়াছে, নবজাত শিশুর ক্রন্দনই সম্বল। সহসা শিশুর অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে, কাঁদিলে সাহায্য পাইবে ও সেই আঘাতের যন্ত্রণা দূর হইবে, শিশুর প্রকৃতির মূলে এ জ্ঞান অলক্ষিত ভাবে যেন লুকাইয়া রহিয়াছে। এইরূপে শিশু ক্রমে ক্রমে কাঁদিতে শিখিল—শিশু হাসিতে শিখিল—সে তাহার কোমল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত পদ সঞ্চালন সহকারে ক্রীড়া করিতে শিখিল, এ সকল কি শিক্ষা নহে? বয়োবৃদ্ধি সহকারে শিশু আধ আধ মা—মা রবে জননীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিতে, জননীর আনন্দ-বিগলিত হৃদয়ে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিতে শিখিল, ইহা কি বিনা শিক্ষাতে হইতে পারে? ক্ষুধার সময়ে, পীড়ার সময়ে, কিংবা কোনরূপ আঘাত পাইলে, কাঁদিয়া মনের ভাব ব্যক্ত করিতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে শিশুকে কে শিখাইল? ক্ষুধা পাইয়াছে কাঁদিলে আহার আসিবে, এ জ্ঞান শিশুর জন্মিয়াছে। ক্ষুধা নিবারণে তৃপ্তি অনুভব ও তজ্জনিত আনন্দ কোলাহল শিশুকে কে শিখাইল? ঐ যে তোমার চারি মাসের শিশুর দোলার উপর একখানি রাঙ্গা রুমাল ঝুলাইয়া রাখিয়াছ, দেখি-

য়াছ কি, সে তাহা ধরিবার জন্য কত ব্যস্ত হয়? তাহার উত্থান শক্তি নাই, যেখানে রাখা হইয়াছে, সে সেই খানেই আছে; অথচ সেই রুমালখানি ধরিবার জন্য তাহার যে ব্যগ্রতা, তাহার যে বহুবিধ চেষ্টা, তাহার দ্বারা কি ঐ শিশুর অগঠিত মনের অপ্রস্ফুটিত বাসনার সুন্দর নিদর্শন প্রকাশ পাইতেছে না? এখন হইতে শিশুর সমক্ষে যেমন চিত্র ধরিবে, শিশু ঠিক তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া উত্তর কালে হয় সাধু, না হয় অসাধু লোক হইয়া, সংসারে হয় অশেষ কল্যাণ, না হয় অশেষ অকল্যাণ সাধন করিবে। ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্র শিশুর শিক্ষার সূচনা হয়, আর চির জীবন, সে হয় সুশিক্ষা, না হয় কুশিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শিক্ষার এক প্রবলতর স্রোতে মানব জীবন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ভাসিতে থাকে।

স। আমি বেশ বুঝেছি। কই আমাদের সুশিক্ষার আবশ্যকতা বিষয়ে যে আর কিছু বলিবে বলিলে, তাহা বলিলে না?

সু। এইবার বলিব। মনে কর লোকে যখন কোন একটি বৃক্ষের বীজ বপন করে, তখন দেখিয়া থাকে যে, যে স্থানে সেই বীজটি পোতা হইবে সেই স্থানটি কেমন। সে স্থানের মাটি বেশ সারাল কি না, যদি সে স্থানটি সারাল না হয়, এবং সেই ব্যক্তির সেই স্থান ভিন্ন আর দ্বিতীয় স্থান না থাকে, তবে সে কি করে?

স। কেন, সে সেই জায়গায় সার দেয়। সার দিয়ে সেই জায়গাটিকে বেশ তাজাল করিয়া তোলে।

স্থ। আচ্ছা বল দেখি, কাজটি কি খুব সোজা?

স। কেমন করিয়া গাছপালা পুতিতে হয়, জায়গাটি সারাল না হ'লে, কেমন করে সার দিতে হয়, এ সকল যারা জানে তাদের কাছে খুব সোজা। কিন্তু যাহারা এ সকল কাজ জানে না, তাহাদের কাছে ইহা খুব কঠিন কাজ।

স্থ। আচ্ছা এখন বল দেখি, কেমন লোকের ছেলে ভাল হয়?

স। যে মা বাপের শরীর বেশ সুস্থ ও সবল তাহাদেরই ছেলে ভাল হইয়া থাকে।

স্থ। তুমি কি দেখ নাই যে, সন্তানেরা অনেক সময়ে পিতা মাতার মুখাকৃতি প্রাপ্ত হয়?

স। হাঁ দেখিছি বইকি। আমার মা সেদিন বলিতেছিলেন, আমার ছেলের মুখখানি তোমার মুখের মত হইয়াছে।

স্থ সেইরূপ সন্তানেরা অনেক সময়ে পিতা মাতার প্রকৃতি ও গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়, তাহা কি জান?

হাঁ তাওত দেখিছি। আমার জেঠা মহাশয় বড় রাগী স্বভাবের লোক। তাঁহার বড় ছেলে (বিপিন দাদা) ভয়ানক রাগী। আমার ছোট কাকা বড় দয়ালু, গরীব দুঃখীকে দেখিলেই তাহাদিগকে খাইতে দেন, যার কাপড় নাই, তাকে কাপড় দেন; তাঁর একটি ছেলে (সে আমার ছোট, তার নাম শিশির) ঠিক কাকার মত হইতেছে। একদিন একজন লোক শীতে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল দেখিয়া, সে তাহার গায়ের কাপড়খানি দান করিয়া আসিয়াছে। কাকা শুনিয়া তাহাকে কত উৎসাহ দিলেন এবং আদর করিলেন।

স্থ। বেশ কথা, এখন ভাব দেখি, কেমন পিতা মাতার সন্তান হইলে, সংসারের অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইবে। যদি আমাদের শারীরিক রোগ না থাকে, আমরা সুস্থকায় ও সবল দেহ-সম্পন্ন হই, আমরা অতি শৈশবকাল হইতে সত্যানুরাগী ও ধর্ম্মপরায়ণ পিতা মাতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হই, এবং সুশিক্ষাগুণে তাঁহাদের দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের গুণাবলী সংগ্রহ ও জীবনে রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের গৃহে যে সকল শিশু জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের দ্বারাই এ সংসারের অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। আমি ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয় তোমাকে পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। শরীর সম্বন্ধে যেমন তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছ, পিতা মাতা বেশ সবলকায় হইলে সন্তানও বেশ সুস্থ ও সবল শরীর প্রাপ্ত হয়; সেইরূপ আবার যাহাদের শরীর ভাল নহে, নানা প্রকার শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যাহারা চিররোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে; মনে কর হাঁপানি যক্ষ্মা, ক্ষয় ও উন্মাদ প্রভৃতি আরও অনেক প্রকার রোগ আছে, যাহা মনুষ্য-শরীরকে একবার আক্রমণ করিলে আর সহজে ছাড়িতে চাহে না। এ সকল রোগে যাহাদের শরীর আক্রান্ত হয়, তাহাদের সন্তানেরা সেই সকল পীড়ার অধীন হইয়া পড়ে, ইহাত সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। এখন কতকগুলি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমাকে দেখাইব যে, ঐরূপ নানাবিধ কারণে, শরীরের ন্যায় মানুষের মন এবং প্রকৃতিও ঠিক পিতা মাতার অনুরূপ হইয়া থাকে।

তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তোমার খোকা ভূমিষ্ঠ হইবার

পূর্ব্বে তোমাকে অনেক সময় বিশেষ সাবধানে সময় কাটাইতে বলিয়াছি, তোমাকে যাহাতে বিরক্ত হইতে না হয়, তোমার মনে ক্লেশ ও দুঃখের ছায়া পড়িয়া তোমার প্রাণ অন্ধকার করিয়া না রাখে, এজন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছি; আবার তোমার পড়িবার জন্য বেশ সুন্দর সুন্দর পুস্তকাদিও আনিয়া দিয়াছি। বল দেখি, কি কি পুস্তক মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছিলে এবং তাহাতে কি উপকারই বা পাইয়াছিলে?

স। "মহৎ জীবনের আখ্যায়িকাবলী" নামে যে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়িয়াছি; তাহাতে ভগিনী ডোরা ও থিওডোর পার্কারের জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে লেখা আছে। আমি সেই বইখানি খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলাম। বইখানি অতি সুন্দর।

সু। বইখানি অতি সুন্দর বলিয়াইত তোমাকে পড়িতে দিয়াছিলাম। আহা, ভগিনী ডোরার লোকানুরাগ ও স্বার্থনাশ আর পার্কারের ন্যায়পরতা ও গভীর ধর্ম্মভাব যদি আমাদের গৃহে স্থান পায়, তাহা হইলে আমাদের মানব জন্ম লাভ করা সার্থক হয়। আচ্ছা বল দেখি, আর কি কি বই তোমাকে পড়িতে দিয়াছিলাম?

স। আর "ধ্রুব প্রহ্লাদ" পড়িয়াছিলাম। এখানিও অতি সুন্দর বই। পড়িতে পড়িতে কতবার যে চক্ষের জলে ভাসিয়াছি, তাহা বলিতে পারিনা। ধ্রুবের সরলভক্তি আর প্রহ্লাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা এ দুইটিই অতুলনীয়।

সু আর কি পড়িয়াছিলে?

"বুদ্ধদেব-চরিত" পড়িয়াছি। বুদ্ধদেবের প্রথম বৈরাগ্য ও শেষে প্রেম-প্রচার এ দুই ঘটনাই আমার প্রাণে চির-

কালের জন্য মুদ্রিত হইয়া থাকিবে। তুমি যে সকল বই আমাকে পড়িতে দিয়াছিলে, তাহার সকলগুলিই আমার বড় ভাল লাগিয়াছিল। আর তুমি অত পীড়াপীড়ি করাতে আমি আরও মনোযোগ দিয়া পড়িয়াছিলাম। এমন পড়িয়াছি যে তাহার অনেক স্থান আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে।

সু। কেন এই বইগুলিই পড়িবার জন্য আনিয়া দিয়াছিলাম জান?

স। বইগুলি ভাল বলিয়া,—স্ত্রীলোকদের পড়ার উপযুক্ত বলিয়াই আনিয়া দিয়াছিলে।

সু। কেবল তাহাই নহে। আরও কিছু কারণ ছিল।

স। আর কি কারণ ছিল? কই আমাকে ত বল নাই!

সু। সে সময়ে বলি নাই, তাহার কারণ এই যে, যদি তুমি প্রকৃত উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া তাহাকে সামান্য বোধে উপেক্ষা কর এবং অনাবশ্যক মনে করিয়া যদি না পড়, এইজন্য তখন প্রকৃত কারণ গোপন রাখিয়া কেবল পড়িবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলাম।

স। আচ্ছা, সে বই পড়ার পর এতদিন চলিয়া গেল, কই আমাকে ত কিছু বল নাই?

সু। তার পর আর সুবিধামত অবকাশ বড় পাই নাই। আর বিশেষতঃ এই সম্বন্ধে আলাপ করিবার ইচ্ছাটাও মনের মধ্যে বিশেষরূপে জাগিয়া উঠে নাই। আমরা যদি সর্ব্বদা কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নিষ্ঠাবান লোক হইতাম, তাহা হইলে আমাদের গৃহ, আমাদের দেশ স্বর্গের জীবন্ত চিত্রে পরিণত হইত। দুর্ব্বলতা, আলস্য ও উৎসাহের অল্পতা আমাদের হাড়ে হাড়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে। সকল সময়ে, সকল বিষয় দূরের

কথা, অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির জ্ঞানও ভাল করিয়া প্রাণে জাগিয়া উঠে না। এই জন্যই ত আমরা জীয়ন্তেও মরার মত জীবন যাপন করিতেছি। আজ কাল একটু অবকাশ আছে, আর বিশেষতঃ ছেলেটিকে মানুষ করার চিন্তাটাও আজ কাল একটু প্রবলভাবে আমার মনপ্রাণকে অধিকার করিয়াছে। এই যে সে দিন কয়খানি বই আনিলাম দেখিলে, উহার সকলগুলিই শিশুশিক্ষা বিষয়ক। ঐ সকল বই পড়িতে পড়িতে এক এক সময়ে প্রাণে যে কি এক বিচিত্র ভাবের উদয় হয়, তাহা কেবল নিজে অনুভব করিতে পারি মাত্র, আমার এমন ভাষা নাই, যাহাদ্বারা মনের সেই গভীর চিন্তা, গভীর আনন্দ ও সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের একপ্রকার আশা ও নিরাশার আবেগ প্রকাশ করিয়া কাহাকেও বুঝাইতে পারি। যে চিন্তা ও যে ভাব আমার সমগ্র মনপ্রাণকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, সেই সকল বিষয় তোমাকে বলিবার—তোমার প্রাণে সেই সকল ভাব গাঁথিয়া দিতে চেষ্টা করার, এই উপযুক্ত সময় বলিয়া বোধ হয়, কেন না এই সকল বিষয় ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিতে ও বুঝিতে তোমার ও আমার উভয়েরই অত্যন্ত ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে। তোমার মনের যেরূপ অনুকূল অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এ সময়ে যাহা কিছু বলিব নিশ্চয়ই তাহার সুফল ফলিবে। এখন বলি শুন, কেন ঐ পুস্তকগুলিই আনিয়া দিয়াছিলাম। যে সময়ে ঐ পুস্তকগুলি তোমাকে পড়িতে দিয়াছিলাম, সেই সময়ে গর্ভস্থ শিশুর প্রকৃতি, যাহা তাহার চিরজীবনের সম্বল, যাহা সেই গর্ভাবস্থায় প্রাপ্ত

হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার জীবনের উপর রাজত্ব করিবে, তাহার সেই প্রকৃতির ক্ষুদ্র অঙ্কুরটি তখন গঠিত হইতেছিল। এই সময়ে গর্ভধারিণীর স্বভাব প্রকৃতি যেরূপ থাকিবে, শিশু তাহারই ভাগী হইবে, এই জন্য তোমাকে ঐ সকল পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলাম। ঐ সকল পুস্তকে যে সকল সাধু চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত আছে, পড়িতে পড়িতে তাহার ছায়া তোমার অন্তরে পতিত হইবে, এবং তোমার মন সে সময়ে সেই সকল সাধুভাবে পূর্ণ থাকায় গর্ভস্থ শিশু যে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ঐ সকল ভাব পাইবে, তাহা আর বিচিত্র কি!*

স। এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! তবে তো আমাদের গুণে বা দোষে এ সংসারের অশেষ মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিবে!! এখন তবে দেখিতেছি আমরা ভাল হ'লেই এ সংসার ভাল হবে, আর আমরা মন্দ হ'লে, এ সংসারের ভাল হওয়ার আশা থাকিবে না! আমার ক্ষুদ্র মনে আমি ভাল করিয়া অনুভবই করিতে পারিতেছি না, কি গুরুতর কর্ত্তব্য-ভার ভগবান আমাদের মাথার উপর চাপাইয়া দিয়াছেন।

সু। এখন কি বুঝিতে পারিলে, কেন স্ত্রীলোকের সুশিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন? দেখ দেখি সুশিক্ষা সুনীতি এবং গভীর ধর্ম্মভাব নারীজীবনে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত না হইলে কি আর এ সংসারের মঙ্গল আছে?

স। আমি বুঝিয়াছি নারীজীবনের সাধু দৃষ্টান্তে সংসার সাধুতার

* *Human Physiology by Dr. Carpenter. Page 900. & 729.*

আলয় হইবে, আর ইহাদেরই দোষে সমগ্র মানবসমাজ রসাতল গত হইবে।

স্ব। বেলা গিয়াছে। আমি একটু কাজে যাব, তোমারও অনেক কাজ আছে, আজ এই পর্য্যন্ত। আবার সময় পাই-লেই আরম্ভ করিব। কিন্তু যে সকল বিষয় তোমাকে বলি-লাম এ গুলি যেন ভুলিও না। আমরা এমন অনেক বিষয় লইয়া আলাপ করিয়াছি যাহা বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিবার বিষয়।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইহার পর আর এক সপ্তাহকাল নানা প্রকার কার্য্যের গোলযোগ-নিবন্ধন সুবোধচন্দ্র ও সরলা একত্রে বসিয়া শিশুপালন সম্বন্ধে আলাপ করিতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু তাঁহারা এ বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই এক সপ্তাহ কাল তাঁহারা এত আগ্রহাতিশয্য সহকারে এ বিষয়ে ভাবিয়াছেন, এবং আলাপ ও আলোচনাতে যাহা কিছু সত্য লাভ করিয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এত সাবধানতার সহিত আপনাদের কার্য্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখিয়াছেন যে, কেহ দেখিলেই বুঝিতে পারিত যে তাঁহাদের দৈনিক জীবনের এক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাঁহারা যেন এক নূতন সত্য-রাজ্যে প্রবেশ লাভাকাঙ্ক্ষায় অতি পবিত্র ভাবে দ্বারে দণ্ডায়মান, যেন এমন কিছু পালন করিবার জন্য দৃঢ় ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে হইলে গভীর চিন্তা ও মৌনব্রত গ্রহণ করা আবশ্যক—সংসারে সকল কার্য্যই পূর্ব্বের ন্যায় যত্নপূর্ব্বক সম্পন্ন করিতেছেন সত্য, কিন্তু সে চঞ্চলতা, সে ব্যস্ততা, সে বাচালতা সে

পরিহাস-পটুতা যেন চিরদিনের তরে বিদায় দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইতেছেন। সুবোধচন্দ্রের বৃদ্ধা জননী, পুত্র ও পুত্রবধূর ঈদৃশ পরিবর্ত্তন দেখিয়া এক দিন বলিলেন ;—তোমরা কি চুপে চুপে মন্ত্র গ্রহণ করিলে না কি ? সহসা তোমাদের কাজকর্ম্মে এমন এক ভাব দাঁড়াইয়াছে যে দেখিয়াই আমার সেই মন্ত্র লওয়ার কথা মনে পড়িয়াছে। আঃ! বাবা, সেই এক দিন! ভয়, ভাবনা ও আনন্দ এই তিনটিতে মিশিয়া আমার প্রাণকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। যখন শ্বশুর আসিয়া আমাকে আর তাঁকে (স্বামীকে) এক ঘরে ডাকিয়া বলিলেন,—"গুরুদেব আসিয়াছেন তোমাদের দীক্ষিত হইতে হইবে"। তখন আমার প্রাণ চম্‌কে উঠ্‌ল, ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, ভাবিলাম মন্ত্র নিয়ে কি করে ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সম্পন্ন করিব। আমি ছেলে মানুষ এত দিন হেসে খেলে বেড়াইয়াছি, এখন এমন গুরুতর কর্ত্তব্য ভার আমার মাথার উপর পড়িবে, আমি কি আমার ইষ্ট দেবতার সেবা করিয়া আমার দেহ পবিত্র ও জীবনের সদ্গতি করিতে পারিব ? সহসা আর এক ভাবনার উদয় হইল, কোন্ দেবতা আমার ইষ্টদেবতা হইবেন তাহারই বা নিশ্চয়তা কি ? আমার পরিত্রাণের জন্য গুরুমুখে কোন্ নাম উচ্চারিত হইবে, তাহারই বা ঠিক কি ? তাহার পর অল্পে অল্পে প্রাণে আনন্দের সঞ্চার হইতে লাগিল ; তখন ভাবিতেছি, এত দিন পরে আমি ভগবানের নাম গ্রহণে অধিকারিণী হইব, এত কাল পরে নূতন জীবন পাইয়া নূতন পথে চলিব, মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিলাম ঃ—প্রভো! যেন আমার আশা পূর্ণ হয়। এই সময়ে আমার কাজ কর্ম্ম, চলা ফেরা ও কথা বার্ত্তার মধ্যে যে নূতন ভাব অনুভব করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যেও আজ কাল সেইরূপ ভাবটুকু দেখিতেছি। তোমরা

এমন কি নূতন জিনিস্ পাইয়াছ, য়াতে তোমাদের মধ্যে এমন পরিবর্ত্তন ঘটিল?

সু। মা, আমরা এক নূতন ধরণের মন্ত্র লইয়াছি, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন সেই মন্ত্র সিদ্ধ হইয়া সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি।

মা। সুবোধ! বল না বাবা কি মন্ত্র? হঠাৎ তোমাদের এমন পরিবর্ত্তন দেখে আমার জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হ'য়েছে।

সু। আচ্ছা মা, আজ ত রবিবার, খাওয়া দাওয়ার পর যখন আমরা মন্ত্র সাধন করিতে বসিব, তখন তুমিও আমাদের কাছে বসিবে, তাহা হইলেই আমাদের নূতন মন্ত্রের কথা শুনিতে পাইবে।

আহারান্তে সুবোধচন্দ্র তাঁহার জননীকে তাঁহার ঘরে আসিতে বলিলেন। সুবোধচন্দ্রের জননী আসিবার সময়ে তাঁহার পুত্র-বধূকে ডাকিয়া আসিলেন।

সরলা শ্বাশুড়ীকে বলিলেন, আপনি যান, আমি খোকাকে একটু দুদ খাওয়াব; ওখানে গিয়া বসিলে ত আর সহজে উঠিতে পাইব না, ছেলে কাঁদাকাটি করিলে কথা শুনিবার বড় অসুবিধা হইবে।

শাশুড়ী। বেশী দেরি ক'রো না।

স। না মা, বেশী দেরি হবে না। এখনই যাব।

মা। সুবোধ! বল দেখি তোমরা কেন এত সাবধান, এত শান্ত ভাব ধারণ ক'রেছ?

সু। মা! আমরা ত এমন কিছু করি না, যাহা শুনিয়া তুমি অবাক হবে, কিংবা তোমার পক্ষে সে সকল কথা নূতন হবে, তা ত আর হবে না। তোমার পক্ষে এ সকলই পুরাতন, বরং এই

কথাই ঠিক্ যে আমরা তোমার নিকট নূতন কিছু শিখিতে পারিব।

মা। তা বেশ, আগে শুনি, যদি আমি কিছু পরামর্শ দিতে পারি, তবে দিব।

সু। আমাদের এই যে ছেলেটি হয়েছে, কেমন ক'রে একে মানুষ করিব, কেমন ক'রে সুশিক্ষাগুণে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভীরু লোক হইয়া এই শিশু সংসারে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। মা! তোমাকে কি বলিব, এসম্বন্ধে যতই ভাবিতেছি, এ কাজটি আমাদের নিকট ততই গুরুতর বলিয়া বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের এসম্বন্ধে শিক্ষার বড়ই অভাব আছে।

মা। আমাদের পুরুষেরাই বড় এই সকল বিষয়ে ভাবিয়া থাকে, তা মেয়েরা আবার ভাবিবে। যেখানকার পুরুষেরা অপদার্থ, সে স্থানের মেয়েরা কি করিয়া এই সকল জ্ঞান লাভ করিবে, আবার যে দেশের মেয়ে আমরা, এইরূপ অবস্থাপন্ন, যাহাদের কোন জ্ঞান নাই বলিলেই হয়, সে দেশের পুরুষেরাও কোন দিন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না, এওত ঠিক কথা। তবুত বাবা! এখনকার মেয়ে ছেলে একটু আদটু লেখা পড়া শিখিতেছে, এরা যদি বাবুগোছ না হ'য়ে একটু ভেবে চিন্তে সংসারের কাজ কর্ম্ম করে, তাহলেই ভাল হয়। তা তোমরা যে ছেলেকে মানুষ করার জন্যে এখন থেকে ভাব্‌তে আরম্ভ করেছ, এ ভালই হ'য়েছে, ছেলে মানুষ করা সহজ নয়।

সু। বিলাতের একজন খুব বিখ্যাত লোক বলিয়াছেন—"ছেলে

হইতে না হইতে, তাহার এক রকম শিক্ষা হয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং এই মতটি ক্রমে ক্রমে লোকের মনে বিশেষরূপে স্থান পাইতেছে। যিনি শিশুর চারিদিকের দ্রব্যাদির উপর তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনিই জানেন যে অতি অল্প বয়সেই শিশুর শিক্ষা আরম্ভ হয়। ছেলের এই শিক্ষা পাওয়া আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। এ শিক্ষা আমাদের চেষ্টা নিরপেক্ষ। এই প্রকারে শিশু যখন যাহা কিছু পায়, তাহার তাহাই ধরা এবং মুখে দেওয়া, তাহার ব্যগ্রভাবে সকল প্রকার শব্দ শোনা প্রভৃতি সকল সামান্য ও ক্ষুদ্র কার্য্যগুলিই পরিশেষে আকাশের অদৃশ্য গ্রহগণের আবিষ্কার, গণনা কার্য্য সম্পন্নোপযোগী কল প্রস্তুত করা, সুন্দর ছবি আঁকিতে পারা, কিংবা নানা প্রকার সুরের মিলন সাধন এবং গীতাদি অভিনয় কার্য্যের উত্তমরূপ পারদর্শিতাতে পরিণত হয়,—শিশুর ক্ষুদ্র জীবনের সামান্য কৌতূহলই উত্তর কালের উন্নতি সাধনে সহায়তা করিয়া থাকে। শিশুর জন্ম হইতে এই প্রকার জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষা ও ব্যস্ততা যখন এত স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য, তখন যাহাদ্বারা তাহার জ্ঞানোন্নতির সহায়তা হইবে, এমন বিবিধ প্রকার আবশ্যকীয় বস্তু সময়মত তাহার সমক্ষে ধরা যে অবশ্য কর্ত্তব্য এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।" *

মা। তুমি যা বলিলে সবই ঠিক কথা। ছেলে আপনা আপনি

*Education by Herbert Spencer, Page 72.*

অনেক কথা, অনেক নাম শিখিয়া থাকে, অনেক বাহিরের সংবাদ নিজেই সংগ্রহ করে, আমরা যখন প্রথম তার মুখে ঐ সকল কথা শুনি, অবাক হইয়া বলি এতটুকু ছেলে কোথা হইতে এত শিখিল ? কচি ছেলে যেখানে যা শোনে, যেখানে যা দেখে, সবই শিখিয়া থাকে। সেই জন্যেই সর্ব্বদা ছেলেকে সাবধানে রাখা আবশ্যক। তোমার ছেলে আর একটু বড় হ'লে, দেখিবে, কত সাবধান হওয়া দরকার হবে। এই সকল কথা বলিতে বলিতে তোমার সেই ছেলেবেলার কথা মনে পড়িল। আঃ, বাবা! তোমার সেই "এটা কি, ওটা কি"র জ্বালায় এক এক সময়ে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইত। যদি হাজারটা জিনিস সাম্‌নে এসে পড়েছে, তবে এক এক করে সে সকলগুলি তোমাকে না বুঝাইয়া দিলে আর তোমার নিকট পার পাইবার উপায ছিল না। এমন বিষয় ছিল না, যাহার সম্বন্ধে অন্ততঃ দুই এক কথা তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারিতাম। ছেলেবেলায় তোমার জানিবার ও শিখিবার ইচ্ছাটা বড়ই প্রবল ছিল।

এখানে একথা বলা বাহুল্য যে সরলা অনেকক্ষণ হইতে ঠিক দরজাটির কাছে ছেলেটিকে নিজ ক্রোড়ে শয়ন করাইয়া বসিয়া আছেন। শ্বাশুড়ীর মুখে নিজ স্বামীর শৈশবের প্রশংসার কথা শুনিয়া অৰ্দ্ধাবৃত মুখ খানিকে একটুকু তুলিলেন। এবং সাবধানে স্বামীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দুইজনের চক্ষে চক্ষু পড়িল, সরলা একটু মৃদু হাসি হাসিলেন। সুবোধচন্দ্র মাকে বলিলেন, দেখ মা! তোমার ছেলের ছেলেবেলার কথা শুনিয়া তোমার বউ হাসিতেছে। হাঁ মা! আমি ছেলেবেলায় বড় দুরন্ত ছিলাম, না ?

মা। বাবা, ছেলেরা ছেলেবেলায় একটু দুরন্ত থাকে, সে ভাল। দুরন্ত না হলে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার কিছু শিবিখার ইচ্ছা প্রবল হয় না। তুমি ভয়ানক দুরন্ত ছিলে, কিন্তু তুমি আমাদের কথা শুনিতে। আমরা তোমাকে যে কাজটি যেমন করিতে বলেছি, যে কাজ করিতে নিষেধ করেছি, তুমি তা অনেক শুনিতে, কিন্তু তোমার দৌরাত্ম্যে বাড়ী কাঁপিত, ঘর নাচিত, লোক জন সময়ে সময়ে জ্বালাতন হইত। তোমাকে মানুষ করিবার জন্য আমরা কত ভাবিয়াছি, কত সময়ে নির্জ্জনে বসিয়া তোমাকে মানুষ করার জন্য পরামর্শ করিয়াছি, তাহার সংখ্যা হয় না।

সু। আচ্ছা মা, আমাকে মানুষ করার জন্যে যে সকল চিন্তা তোমাদের মনে উদয় হইত এবং যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহার কিছু যদি মনে থাকে তবে আমাদিগকে তাহা বল না। আমরা সেই সকল উপায় অবলম্বন করিব।

মা। সে সকল কি আজও আর আমার মনে আছে? আমি কোথায় তোমাদের কথা শুনিবার জন্যে তোমাদের ঘরে এসে বসিলাম, তা তুমি আবার আমার কাছে শুনিতে চাও। আমার সকল কথা মনে নেই, তবে যা মনে আছে তাই বলি।

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মা। যে যেমন লোক, সচরাচর তাহার ঘরে সেইরূপ ছেলেই হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, বাহিরের লোকের সঙ্গে মিশিবার আগে সে কেবল তাহার বাড়ীর লোকদের স্বভাব চরিত্র ও আচার ব্যবহারই শিক্ষা করিয়া থাকে। এই জন্যই যে যে ব্যবসা করে, তাহার সন্তানেরা সহজেই সেই সকল ব্যবসার জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে। এক জন দোকান-দারের অল্পবয়স্ক ছেলেকে দোকানের সকল কাজ কেমন সুন্দররূপে করিতে দেখিয়াছি; এক জন কৃষকের অতি অল্প-বয়স্ক বালককে মাঠে ধানের ক্ষেতে লাঙ্গল লইয়া কাজ করিতে দেখিয়াছি; আমাদের পুরোহিত ঠাকুরের তিন বৎসরের ছেলে পাড়ার আর কয়েকটী ছেলেকে লইয়া খেলা করিতে করিতে পুরোহিত হইয়া বসিয়াছে, এবং তার বাপের মত আসনে বসিয়া পূজা করিতেছে, সে দিন তাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া আমি অবাক হইয়া গেলাম। এইরূপে যদি অনুসন্ধান করা যায়, তবে জানা যাইবে যে, পিতা মাতা আত্মীয় স্বজন ও

প্রতিবেশীগণের অজ্ঞাতসারে শিশুরা তাঁহাদিগকে অনুকরণ করিয়া থাকে।

সু। এই জন্য এবং এইরূপ নানা প্রকার কারণ-নিবন্ধন পিতা-মাতার সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র লোক হওয়া আবশ্যক। আমরা ভাল না হ'লে আমাদের এই ছেলেটি কি কখন মানুষ হইবে?

মা। তাত ঠিক কথা, আমরা যদি মন্দলোক হই, আমাদের হাতে যে মানুষ হবে, সে মন্দ লোক হইবেই, তাহাতে কি আর কোন সন্দেহ আছে? যাক্, আমি তোমাকে মানুষ করিবার সময়ে যে সকল বিষয় ভাবিয়াছিলাম, এবং যে পথে চলিয়া তোমাকে আজ এই অবস্থায় দেখিতেছি, তাহার কিছু কিছু বলি শুন:—তোমরা বোধ হয় দেখিয়া থাকিবে যে, যখন ছয় মাসের শিশু দুগ্ধ পানে বিরত হইয়া বল প্রকাশ করে, তখন দাস দাসী অথবা সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলের মূর্ত্তিমতী দেবতা জননী শিশুর ভাবী স্বাধীনতার অঙ্কুরটিকে বিদলিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া গম্ভীর স্বরে বলিয়া থাকেন "ঐ জুজু—" এবং এইরূপে শিশুর নির্ভয় অন্তরে ভয়ের সঞ্চার করিয়া দেন। কল্পিত জুজু আহ্বানে শিশুর ক্রীড়া কৌতুক, বল বিক্রম ও আত্মরক্ষার ভাব সকলই অপহৃত হয়। সুন্দর শিশুর বিমল চিত্ত কল্পিত জুজুর ভয়ে কলুষিত হইয়া থাকে। কি ঘোর পরিতাপের বিষয়, জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই শিশুটি প্রকৃতি-বিচ্যুত হইয়া জুজু-স্বভাব প্রাপ্ত হয়।

সু মা! তুমি ঠিক বলিয়াছ, আমি স্বকর্ণে অনেক মাকে এই-

রূপ বলিতে শুনিয়াছি। এরূপ করিলে, শিশুর সাহস ও বিক্রম যে লোপ পাইবে ইহা আর বিচিত্র কি? উত্তর কালে লোক এই সকল কুশিক্ষা-নিবন্ধন নানা প্রকার হীনতা প্রাপ্ত হয়। এই শৈশব কাল হইতেই এইরূপ শিক্ষা-দোষে শিশুজীবনে মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির বীজ সকল প্রবেশ লাভ করিতে থাকে।

মা। সে দিন আমার বৌমা খোকাকে দুদ খাওয়াইবার সময় ঐ রকমে ছেলেকে ভয় দেখাইতে ছিলেন, আমি বৌমাকে নিষেধ করিয়া বলিলাম "মা! কচি ছেলেকে ও রকম ক'রে ভয় দেখাইলে, ও ছেলেটা জুজু হ'য়ে যাবে। অমন কাজ কখনও করিও না।"

সরলা শ্বশুড়ীর নিকট একটু অগ্রসর হইয়া আস্তে আস্তে বলিলেন "আমি সেই দিন হইতে ঐ অভ্যাস ছাড়িয়াছি। আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাহাতে ছেলেদের বড় ভয়ানক অনিষ্ট হয়।"

মা। আমরা জানি না ও ভাবিনা বলিয়া আমাদের কত দোষ ও ত্রুটি রহিয়াছে, আমরা জানিতে পারিয়া তাহা সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেই বড় সুখের বিষয় হয়। কেবল এই একটি দোষ নহে, আমি এক এক করিয়া দেখাইব যে, আমরা আমাদের আচরণ দ্বারা সন্তানদের কত অনিষ্ট করিয়া থাকি। মনে কর একটি শিশু তাহার কোন প্রিয় দ্রব্য পায় নাই বলিয়া রোদন করিতেছে, তাহাকে আকাশের চাঁদ, বনের হরিণ, রাজবাড়ীর হাতী ঘোড়া, দোকানের মিঠাই মণ্ডা দিবার প্রলোভন দেখাইয়া শান্ত করা ভিন্ন আর যে কোন উপায় আছে, ইহা আমাদের দেশের মায়েদের জ্ঞানাতীত, ইহার

বিষময় ফল এই হয় যে, শিশুরা সহজেই মিথ্যা কথা ও শঠতা শিক্ষা করে; আরও এক ভয়ানক ক্ষতি এই হয় যে, ছেলেরা অতি সহজেই অন্য সকলকে অবিশ্বাস করিতে শিখিয়া থাকে।

সু। মা! তুমি ঠিক বলিয়াছ। এইরূপ একটি ঘটনা আমাদের একজন অতি পূজনীয় ব্যক্তির গৃহে ঘটিয়াছিল। তিনি স্বয়ং এই ঘটনাটি আমাদের কোন বন্ধুর নিকট বলিয়াছেন। এক দিন তাঁহার শিশু সন্তানকে দাসী মিষ্টান্ন দিবার আশা দিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, শিশু খাবার পাইবার আশায়, চক্ষের জল সম্বরণ করিল, কিন্তু চতুরা দাসী অন্য নানা প্রকার কথা তুলিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখিল, শিশু খাবারের কথা ভুলিয়া গেল। এই ঘটনাটি গৃহ কর্ত্তা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, অল্পক্ষণ পরে তিনি সেই দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, বাছা! আমিত তোমার কোন অনিষ্ট করি নাই; তবে তুমি কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করিতেছ? দাসী শুনিয়া অবাক হইয়া রহিল; ক্ষণেক পরে সভয় অন্তরে ধীরে ধীরে বলিল, "আমি ত জানি না এমন কি অপরাধ করিয়াছি।" তখন গৃহ কর্ত্তা তাহার কৃত কর্ম্ম স্মরণ করাইয়া দিয়া বলিলেন, আমার ছেলেটিকে এখন হইতেই মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা ও শঠতা শিক্ষা দিতেছ, ইহা অপেক্ষা আমার আর কি সর্ব্বনাশ করিবে বল? গৃহ কর্ত্তা পয়সা দিয়া তখনই দাসী দ্বারা খাবার আনাইয়া দিলেন। *

---

* ভক্তিভাজন রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে এইরূপ একটি ঘটনা ঘটে, আমরা তাঁহার নিকট এই ঘটনার কথা শুনিয়াছি।

মা। দাসী বেচারা ত এসকল বিষয় কিছু বুঝেনা, সে ত ঐ প্রকার করিতে পারে, মায়েরাই কি এই সকল গুরুতর বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারে, না ঐ সকল বিষয় ভাল করিয়া ভাবিয়া থাকে? তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে আমার কত কথাই মনে পড়িতেছে। তোমরা দেখিয়াছ কি না, জানি না, আমি কিন্তু অনেক দেখিয়াছি, এবং যাহাতে দৈবযোগে অসাবধানতাবশত ও আমাদের দ্বারা এরূপ কার্য্য না হয়, তাহার জন্য প্রাণপণে সতর্ক ছিলাম। মনে কর সকল লোকেরত আর সকল দ্রব্য থাকে না, সংসার করিতে গেলে অনেক সময়ে অনেক দ্রব্য চাহিয়া আনিতে হয়, আবার কাজ সারা হইলে যাহার দ্রব্য তাহাকে ফেরত দিয়া থাকে। আমাদেরই কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে দেখিয়াছি একজন প্রতিবেশী একখানি কুড়ুল চাহিতে আসিলে, অমনি তাঁহাদের চারি বৎসরের বালকের সম্মুখে বলিলেন, "সে কুড়ুলের বাঁট খুলিয়া গিয়াছে, তাহাতে কাট কাটা যায় না।" কিন্তু হয়ত তাহার ঘণ্টা দুই পূর্ব্বে সেই বালকের সম্মুখে সেই কুড়ুল দ্বারা বাড়ীর কাট কাটা হইয়াছে। উঁকি মারা ছেলেদের ধর্ম্ম, ছেলে হয়ত ঘরের কোণে কুড়ুল খানিকে বেশ ভাল অবস্থায় দেখিয়া আসিল। আবার এমনও ঘটিয়া থাকে যে পাওনা টাকা আদায়ের জন্য লোক আসিয়াছে, বাপ বাড়ীর ভিতর হইতে তিন বছরের ছেলেকে বলিয়া দিলেন যে, ব'লে আয় 'বাবা বাড়ী নেই।' ছেলে কি তখন এই শিখিবে না যে প্রয়োজন হইলে মিথ্যা কথা কহিতে কোন বাধা নাই? কিন্তু এমন কত শত ঘটনা নিত্য শিশুর সম্মুখে ঘটিতেছে; এই

সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াও শিশু সত্যবাদী হইবে কিরূপে আশা করা যায় ?

স। এক খান্ দা, এক খান্ কুড়ুল, একপলা তেল, একরত্তি নুন্ ধার দিতে না পারিয়া মেয়েরা যে মিথ্যা প্রবঞ্চনা করেন, ইহা সত্য কথা। আমিও এমন অনেক লোককে দেখিয়াছি, কিন্তু তাই বলিয়া সকল লোকই যে এরকম তা নয়।

সু। যাহারা ওরূপ নহে তাহাদের সন্তানেরাও ভাল লোক হয়। যাঁহারা ধর্ম্মনিষ্ঠ, সচ্চরিত্র ও সাধু, তাঁহারা আপন আপন স্বভাব ও প্রকৃতি গুণে গৃহে সুসন্তান লাভ করিয়া থাকেন। যদিও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে সত্য, কিন্তু তাহার বিশেষ বিশেষ কারণও থাকে, পরে বলিব।

মা। অনেক সময়, দেখিয়াছি পিতা মাতা একমাত্র সন্তানের অথবা সর্ব্ব কনিষ্ঠ শিশুর সকল প্রকার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে গিয়া তাহার অসঙ্গত আবদার সকলও সঙ্গত বোধে রক্ষা করিয়া থাকেন। বালক যাহা বলিবে, তাহা করা বিজ্ঞ পিতা মাতার পক্ষে কতদূর সম্ভব ? "রাত্রি দ্বিপ্রহরে রোদ পোয়ানে" ছেলের সকল প্রকার অভিলাষ পূর্ণ করা কর্ত্তব্য-জ্ঞানশূন্য উন্মত্ত পিতামাতার পক্ষেই সম্ভবপর।

স। আমি আমার মামার এক ছেলেকে এইরকম আবদার করিতে দেখিয়াছি। মামা মামী তার সকল কথা শুনে শুনে, তার সকল আবদার রক্ষা ক'রে ক'রে, তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন। সে লেখা পড়া শিখিল না, কেবল লোকের অপকারে নিযুক্ত। লোকে কোন কথা বলিতে আসিলে, তাঁহারা ছেলের হইয়া সেই সকল লোকের সহিত বিবাদ করিয়া থাকেন।

মা। কচিছেলে যদি দেখে যে, তাহার মা তাহার বাপকে অগ্রাহ্য করিতেছে, কিংবা বাপ, মাকে তুচ্ছ তাচ্ছল্যের ভাবে দেখিতেছে, তাহা হইলে, সে ছেলে কখনই তাহার মা বাপের বাধ্য হইবে না; এই জন্য আমরা কখনও তোমার সম্মুখে বিবাদ করি নাই, কোন প্রকার অপ্রিয় ভাষা ব্যবহার করি নাই, কিংবা কোনও অসাধু ভাব দেখাই নাই। কেবল তাহাই নহে, কখন কখন এরূপও দেখা যায় যে, মা হয়ত সন্তানকে পিতার অপমান করিতে শিক্ষা দিতেছেন, আবার বাপ হয়ত মাকে ঘৃণা করিতে ও গালাগালি দিতে শিখাইতেছেন। ঐ সকল ব্যাপার যে খুব বিরল এমন ভাবিও না।

সু। আমার কোন বন্ধুর মুখে শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোন খ্যাতনামা অথচ দরিদ্র গৃহকর্ত্তা তাঁহার পুত্রের জন্য একটি পিরাণ প্রস্তুত করাইয়া আনিয়াছিলেন; সেটি মোটামোটী দেখিতে সুন্দর হইলেও গৃহকর্ত্তার অসঙ্গতি নিবন্ধন তত জাঁকজমক বিশিষ্ট হয় নাই বলিয়া, বালক তাহা গ্রহণ করিবে না, অবজ্ঞা সহকারে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল এবং অপর একজনের নাম উল্লেখ করিয়া বলিল, তাহার সেই কারুকার্য্যখচিত পিরাণের মত একটি চাই। দরিদ্র পিতা সন্তানকে অনেক প্রকারে বুঝাইতেছেন যে তাঁহার অবস্থা ও সেই বালকের পিতার অবস্থাতে অনেক প্রভেদ; তাঁহার ন্যায় দরিদ্র পিতা যাহা দিয়াছেন তাহার অধিক হইবে না। এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী আপনার সাংসারিক অবস্থা বিস্মৃত হইয়া বালকের পক্ষ সমর্থন করিতে অগ্রসর হইলেন এবং পুত্রকে বলিলেন "তুমি ও পিরাণ নিও না।" তখন গৃহকর্ত্তা গৃহিণীর

ঈদৃশ আচরণে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, আমরাই আমাদের সন্তানদের কুশিক্ষা ও অধোগতির কারণ। আমি অবস্থানুরোধে বাধ্য হইয়া ইহার অধিক দিতে অক্ষম; তুমি কোথায় বালককে তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিবে এবং যাহাতে সে ঐটি গ্রহণ করে তাহার চেষ্টা করিবে; তা না করিয়া তুমি তাহার বালস্বভাব-সুলভ-চপলতা ও দৌরাত্মোর সহায়তা করিতে আসিলে! তুমি তোমার ঐ একটি কথায় অশেষ প্রকারে বালকের অমঙ্গল সাধন ও পরিবারে অশান্তি আনয়ন করিলে। তুমি বালককে যে পরামর্শ দিলে তাহার ফল অতীব ভয়ানক। যে সন্তান বাল্যকালে সম্পূর্ণরূপে তোমার ও আমার পরামর্শ ও আদেশে চলিয়া দিন দিন জীবনে উন্নতি লাভ করিবে, সে যদি আজ এই ঘটনাটিতে তোমার অভিপ্রায় মত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহাকে আমার আদেশ উপেক্ষা করিতে হয়; যদি আমার আদেশ পালন করে, তাহা হইলে তোমাকে অবজ্ঞা করা হয়, এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, তোমার একটি কথায় তুমি উহাকে কি ভয়ানক অবস্থাতে নিক্ষেপ করিলে! এখন তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, বালক কাহার ইচ্ছামত কার্য্য করিবে? বল দেখি, এক জনের আদেশ পালনে অপরের মর্য্যাদা হানি হইতেছে কি না? বালকের চক্ষে আমি তোমার, তুমি আমার এবং উভয়েই তাহার অবজ্ঞার পাত্র হইলাম কি না? এই জন্যই আমাদের দেশে সন্তানেরা অধিকাংশ সময়ে পিতামাতার অবাধ্য হইয়া উঠে।* তখন পিতা পুত্রকে মিষ্ট বচনে

* আমরা স্বচক্ষে এই ঘটনাটি দেখিয়াছি।

ডাকিয়া ঐ পিরাণটি লইয়া গায়ে দিতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে উহা অপেক্ষা ভাল পিরাণ দিবার আশা দিলেন এবং আরও বলিলেন, যদি সে তাঁহার কথা না শুনে, তাহা হইলে তাহাকে এপর্য্যন্ত যতগুলি সুন্দর সুন্দর দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা ফেরত লওয়া হইবে। তখন বালক সেই নিক্ষিপ্ত পিরাণ তুলিয়া লইয়া পরিধান করিল।

মা। তুমি যে গল্পটি বলিলে, তাহাতে ঐ ছেলের বাপের কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগিল। কথাগুলি যেন একজন বিজ্ঞ লোকের কথার মত বলিয়া বোধ হইল।

সু। হাঁ মা, তিনি বাস্তবিকই একজন বিজ্ঞলোক।

মা। তার পর আর দুই একটা কথা মনে পড়িয়াছে, এই বেলা তোমাদিগকে বলিয়া ফেলি। বুড়ো মানুষ, সকল কথা সকল সময়ে মনে থাকে না। . . .

যে ছেলে বা মেয়ে একটু লেখা পড়া শিখিতেছে—একটু সুশীল ও শান্তভাব দেখাইতেছে, অমনি পিতা মাতা ও পরিজনবর্গ যদি সেই অল্পবুদ্ধি ও চঞ্চলমতি সন্তানের সম্মুখে তাহার শীলতা, কার্য্যদক্ষতা ও বুদ্ধি চাতুর্য্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন, যদি তাহার বুদ্ধিমত্তার জন্য তাহাকে "জজ দ্বারিক মিত্র" কিংবা অল্প বয়স্কা কন্যার অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শীতা দেখিয়া তাহাকে "খনা" কিংবা "লীলাবতী" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে তাহার সেই ক্ষুদ্র জ্ঞানের গরিমা কি তাহার সর্ব্বনাশের কারণ হয় না? আমি দেখিয়াছি অনেক ছেলে আত্মপ্রশংসায় উৎফুল্ল হইয়া জীবন-পথে উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।

স। তবে কি সন্তানদের সৎকাজের জন্য প্রশংসা করা উচিত

নহে? এরূপ উৎসাহ না পাইলে, তাহারা উন্নতি লাভে কি রূপে উৎসাহিত হইবে?

মা। না না, আমি এমন বলি না যে, তাহাদিগকে উৎসাহ দেওয়ার প্রয়োজন নাই, তাহাদের কোন সদনুষ্ঠান দেখিয়া তাহাতে সায় দেওয়া, উন্নতি করিতে যত্ন দেখিলে, আদর ও সস্নেহ ভাব দেখান অতীব কর্ত্তব্য ; কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে হইবে যে, বালক বালিকার জীবনে যে সকল সাধুভাব স্থান পাইলে, আমাদের আশা পূর্ণ হইবে, তাহা হইতেছে কি না।

তারপর আর একটা কথা বলিব। তোমাদের বোধ হয় মনে আছে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, তোমার দৌরাত্ম্যে বাড়ী কাঁপিত, ঘর নাচিত, অনেক সময়ে লোক সকল জ্বালাতন হইত, কিন্তু আমরা কখন বলি নাই, "তোমাকে শাসনে রাখা আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে।" তাহার কারণ এই যে, যদি ছেলেরা জানিতে পারে যে তাহারা এতই অশান্ত ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, যে তাহাদিগকে আর শাসনে রাখা যায় না ; তাহা হইলে, এই ক্ষতি হয় যে, সেই ছেলেরা আপনাদিগকে দুর্দ্দমনীয় ও স্বেচ্ছাচারী বলিয়া মনে করে ; আর তেমন অবস্থায় সেই সকল সন্তান যে পিতামাতার অনভিমতে সকল প্রকার অন্যায় কার্য্য করিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

আর একটা কথা মনে পড়িল। বালক বালিকা যদি তাহাদের জননীকে কলহকারিণী ও মন্দভাষিণী এবং পিতাকে নিষ্ঠুর অত্যাচারী ও নৃশংস রাক্ষস বলিয়া প্রতীতি করিয়া থাকে, তবে আর তাহাদের মানুষ হইবার আশা কোথায় ?

সু। মা! তুমি ঠিক বলিয়াছ। আমি এইরূপ একটি ঘটনার

কথা নিজেই অবগত আছি। আমি যখন উত্তর অঞ্চলে কাজ করিতাম, তখন সেই স্থানের অনেকগুলি যুবকের সহিত আমার আলাপ ও আত্মীয়তা হয়। একদিন অনেকে দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে সেই দলের একজন অসাবধানতাবশতঃ কয়েকবার অতি অপবিত্র ভাব-মূলক কয়েকটি কথা কহিবামাত্র আমি স্বয়ং তাহাকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলাম। আমি জানিতাম যে, কোন সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলে সে যুবক জন্মগ্রহণ করিয়াছে! আমি তাহার পারিবারিক মান মর্য্যাদার কথা এবং সে যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া তাহাকে অত্যন্ত তীব্রভাবে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলাম, তখন সে অত্যন্ত লজ্জিত ও অপদস্থ হইয়া কৃত অপরাধের জন্য বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। যুবক তাহার বাল্য সহচরদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"দেখ ভাই! তোমাদিগকে ত বলিয়া রাখিয়াছি, যখনই আমার এরূপ ত্রুটি দেখিবে, তখনই আমার দুই গালে চারিটি চড় লাগাইয়া দিবে। তোমরা আমাকে শাসন করিতে পার না, তবে পরিবর্ত্তনের আশা কর কেন?" যুবকের অপরাপর বন্ধুগণ আমাকে বলিলেন,—"ও বেচারী পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে অনেক সংশোধিত হইয়াছে।" তখন যুবক নিজ পরিবারের কর্ত্তৃপক্ষগণের ঘৃণিত ভাষা ও অসদ্দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া বলিল—"মহাশয় আমার অপরাধ কি? আমি বহুচেষ্টা করিয়াও আমার বাল্যাভ্যাস ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। আমি যখন শিশু, তখন হইতেই, জননী, জ্যেষ্ঠা ভগিনী প্রভৃতি গুরুজনের সম্মুখে (ক্রোধান্ধ হইলে ত কথাই নাই) সামান্য কারণে

বিরক্ত হইলে, পিতা যেরূপ জঘন্য ভাষা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমাদের পক্ষে এরূপ শিক্ষা পাওয়া বিচিত্র নহে। যে গৃহ কুশিক্ষার প্রশস্তক্ষেত্র, তথায় উৎপন্ন ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া আমি উন্নতমনা লোক হইব, ভদ্রভাষায় কথা কহিব, এ আশা কখনই করিতে পারি না। যে ভাষা আমার বাল্য শিক্ষার প্রধান সহায়, তাহার কুভাব সুভাব সকলই আমার হৃদয় মনকে অধিকার করিয়া রাখিয়াছে, আমার প্রাণে তাহা চিরমুদ্রিত হইয়াছে। আমি বহুযত্নেও তাহা হইতে মুক্তি পাই কি না, জানি না।"

মা। আর একটা বিশেষ কথা এই যে, সন্তান অতি শৈশবকাল হইতে সর্ব্বদা কিরূপ প্রকৃতির বালকদের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে রত থাকে, পিতামাতা যদি সে বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না রাখেন, তাহা হইলে সেই শিশুর ভাবী মঙ্গলের আশা অতি অল্পই থাকে। সে ছেলে যে কুসঙ্গে মজিয়া আপনার সর্ব্বনাশ করিবে, তাহাতে আর এক তিল সন্দেহ নাই। তোমাকে মানুষ করার সময়ে আমি যে সকল বিষয়ে সতর্ক হইয়া চলিয়াছি, এবং যে সকল বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলাম বলিয়া, আজ আমি তোমার মত সুসন্তানের জননী হইয়া কত আনন্দ অনুভব করিতেছি, তাহার অধিকাংশই তোমাদিগকে বলিলাম। এখন আমার বৌমা এগুলিকে যত্ন পূর্ব্বক স্মরণ রাখিয়া ছেলেটিকে মানুষ করিতে প্রয়াস পাইলেই, আমার পরম সুখ হয়। আর যদি কিছু মনে পড়ে, পরে বলিব।

সু। মা! তুমি যে সকল কথা বলিলে, এগুলি যে আমাদের চিন্তার বিষয়, এবং বিশেষরূপে ঐ সকল বিষয়ে যে সতর্ক হইয়া

চলা আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এই স্থলে এক জন খ্যাতনামা ইংলণ্ডীয় পণ্ডিতের লিখিত পুস্তক হইতে কয়েকটি কথার উল্লেখ আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন ঃ—সে মায়ের নিকট হইতে শিশুর শিক্ষার অনুরূপ কি নীতি আশা করা যাইতে পারে, যিনি শিশুর স্তন পানে অনিচ্ছা দেখিয়াও ক্রোধভরে তাহাকে বার বার নাড়া দেন ও স্তন-পানে রত করাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, অথচ এরূপ ঘটনা বিরল নহে ; আমরা স্বচক্ষে এরূপ ব্যাপার দেখিয়াছি। সে পিতা সন্তানের মনে কতটুকু কর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মাইয়া দিবার উপযুক্ত লোক, যিনি শিশুর কোমল অঙ্গুলিটী দরজা ও চৌকাটের মধ্যে আটকাইয়া যাওয়াতে সে কাঁদিয়াছে বলিয়া, তাহাকে যন্ত্রণা-মুক্ত না করিয়া, তাহারই উপর প্রহার করিতে আরম্ভ করেন ? এমন ঘটনাও আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি। ইহাত সামান্য কথা, ইহা অপেক্ষা গুরুতর ঘটনা সকল আমরা নিজেরাই অবগত আছি। এমনও ঘটিয়াছে যে, সন্তান খেলা করিতে করিতে পা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে, এবং সেই অবস্থায় গৃহে আনিত হইবামাত্র তীব্র তিরস্কার ও গুরুতর দণ্ড পুরস্কার পাওয়াতে, বেচারার যাতনা শতগুণে বৃদ্ধি হইয়াছে। এমন অবস্থায় সে বালক তাহার পিতামাতার আচরণ দর্শনে কোন সুশিক্ষা ত পাইবেই না, পরন্তু অনেক অধিক পরিমাণে কুশিক্ষাই পাইবে। সে ছেলে কখনই তাহার পিতামাতার অনুগত হইবে না, পিতামাতার প্রতি প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিবে না। এরূপ ঘটনা অস্বাভাবিক হইলেও যে অনেক সময়ে অনেক পরিবারে ঘটিয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। অনেক

ঘটনা দেখা গিয়াছে, যাহাতে ছেলেরা শারীরিক পীড়া ও অঙ্গহীনতা নিবন্ধন যে অশান্ত ভাব প্রকাশ করে, তাহার জন্য দাসী কিংবা মা তাহাদিগকে প্রহার করিয়া থাকে। পতনোন্মুখ শিশুকে সাম্‌লাইয়া লইবার সময়ে, তাহার মা তাহাকে যে অতি বিকট ভাবে ও তীব্র ও কর্কশ ভাষায় বলিয়া থাকেন, "তুই বোকা কোন কাজের না, অপদার্থ," ইহাও অনেকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। এইরূপ নিষ্ঠুর ভৎসনা বাক্য যে, শিশুর ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত অমঙ্গলকর ইহা কি ঠিক কথা নহে? যেরূপ ক্রোধভরে পিতা সন্তানকে শান্ত হইতে বলেন, তাহাতে কি শিশুরা পিতাপুত্রের মধ্যে অনাত্মীয়তার ভাব দেখিতে পায় না? ছেলে যখন পূর্ণ উৎসাহ সহকারে ক্রীড়া কৌতুকে নিযুক্ত এবং তাহাই তাহার বড় ভাল লাগিতেছে, সেই সময়ে তাহাকে বলপূর্ব্বক ক্রীড়া হইতে বিরত করিয়া অথবা তাহার অপর কোন নির্দ্দোষ আমোদ সম্ভোগ হইতে নিরাশ করা এবং তাহাকে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিতে আদেশ করা কি নিতান্ত অসঙ্গত—সম্পূর্ণরূপে অনাবশ্যক নহে? এরূপ করিলে চঞ্চলমতি ও ক্রীড়াপ্রিয় শিশুর মনে ভয়ানক অশান্তি উৎপন্ন হইবে, ইহা কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। সন্তানাদি লইয়া স্থানান্তরে যাইবার সময়ে শিশুরা যে গাড়ীর দরজাতে আসিয়া নানাবিধ নূতন জিনিস দেখিবার জন্য লালায়িত হয়, তাহাদিগকে সেই সকল জ্ঞাতব্য বিষয় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া পিতামাতার কর্ত্তব্য কার্য্য, তা না করিয়া, তাহাকে গাড়ীর দরজায় যাইতে নিষেধ করিয়া নিশ্চিন্ত

হওয়াতে সন্তান পিতামাতার আচরণের ভিতর সদ্ভাব ও স্নেহ মমতার ভয়ানক অভাব অনুভব করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক পরিমাণে জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। *

মা। তুমি বিলাতের সাহেবের কথা বলিলে বটে, কিন্তু ওগুলি সকল দেশেই ঘটিয়া থাকে, আমাদের দেশেও ঐগুলি ঠিক ঐরূপ ভাবেই ঘটিয়া থাকে, তুমি ত গোপাল বসুকে চেন। ঐ গোপাল যখন ছোট ছেলে, তখন এক দিন দোল খেতে খেতে পড়িয়া যায়, প'ড়ে উহার মাথা ফাটিয়া যায়, তাহাকে বাড়ীতে আনা হইলে, তাহার বাপ সেই আধ্‌মরা ছেলেকে এমন মারিয়াছিল, যে, সে ছেলেটার বাঁচিবার আশা ছিল না। অনেক লোক তার বাপকে গালি দিয়াছিল। সুবোধ ! তুমি ঠিক বলিয়াছ, মা বাপের নিষ্ঠুর ব্যবহার ও কুদৃষ্টান্তে ছেলেরা বড়ই কুশিক্ষা পাইয়া থাকে।

* *Education by Herbert Spencer, Page 98.*

# পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আবার আর এক সপ্তাহ চলিয়া গিয়াছে। রবিবারে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, সরলা এত মনোযোগ সহকারে তাহা শুনিয়াছেন যে, সেগুলি অতি সুন্দররূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই সেই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া থাকেন। অদ্য রবিবার হইলেও দিনের বেলা একত্রে বসিয়া আলাপ করিবার সুবিধা হয় নাই। সুবোধচন্দ্রের নিমন্ত্রণ ছিল, সুতরাং তিনি বাড়ী ছিলেন না। আর সুবোধচন্দ্রের জননীরও একটু অসুখ হইয়াছে। তিনি আজ আর সন্ধ্যার সময়েও পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে শিশুপালন সম্বন্ধে পরামর্শ দিতে পারিলেন না।

স। সে দিন মা ত অনেকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছিলেন, যাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে আমাদের দোষেই আমাদের সন্তানেরা মানুষ হইতে পারে না। তুমিও কয়েকটি ঘটনা দ্বারা দেখাইয়াছিলে, আমরাই আমাদের সন্তানদের সর্ব্বনাশ করিয়া থাকি। এ সম্বন্ধে আর কিছু কি বলিবে?

সু। বলিব বইকি, আমাদের শিক্ষার অভাবে আমাদের পরি-

বারে যে সকল অনিষ্ট নিয়ত ঘটিতেছে এবং যাহাতে শিশুর কোমল মন ও সরল প্রাণ সততই কলুষিত হয়, তাহা নিবারণের জন্য যত বিস্তৃতরূপ আলোচনা হয় এবং আমরা যতই সেই সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারি ততই মঙ্গল। দুই চারিটি কথায় এ গুরুতর বিষয় শেষ হইবার নহে। মা সে দিন যাহা বলিয়াছেন, তাহা কেবল আমাকে মানুষ করিবার সময়ে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহারই কয়েকটি মাত্র। আমাকে মানুষ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল এবং যে সকল পন্থাবলম্বনে আমি অদ্য এইরূপ জীবন যাপন করিতেছি, তাহা অনুকরণের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট নহে। কারণ আমার মত লোক জনসমাজের গৌরবের বস্তু নহে। হইতে পারে, শিক্ষাগুণে আমি এইটুকু মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছি যে, আমার দ্বারা জনসমাজের কোন অপকার হইতেছে না, কিন্তু জনসমাজের পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট ? প্রকৃত পক্ষে এরূপ অবস্থাকে উন্নতিই বলা যাইতে পারে না। "আমি মন্দ কাজ করি না" ইহা কি আবার একটা গৌরবের বিষয় ? মানুষ হইয়া পশুর মত কার্য্য করি না, ইহাই কি একটা প্রশংসার বিষয় ? ইহার আবার প্রশংসা কি ?

স। মন্দ কাজ করিলে যখন লোক নিন্দাভাজন হয়, তখন তাহা হইতে বিরত থাকিয়া যে ব্যক্তি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করে, সে ত অবশ্যই প্রশংসাভাজন হইবে, তাহার মনুষ্যত্বের গৌরব কেন হইবে না ?

সু। মন্দ কাজ না করা এবং মনুষ্যত্ব লাভ করা এদুইটিতে অনেক প্রভেদ। কোন অসদনুষ্ঠানে যোগ না দিয়া নিতান্ত ভালমানুষটির মত জীবন যাপন করিলাম, ইহা এক প্রকার, আর জ্ঞানরত্নে জীবন-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া পরে তাহার তিল তিল ব্যয় করতঃ লোকসমাজের কল্যাণ সাধন ও নিজ জীবনের উন্নতি এবং স্বার্থকতা সম্পাদন অন্যবিধ বস্তু। আমার মত লোকের শিক্ষা, চরিত্র ও জীবনে এমন কিছু নাই, যাহা পরিণামে শেষোক্ত আদর্শে ফুটিয়া উঠিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম ইহা যথেষ্ট নহে। এমন কিছু চাই যাহাতে মানব-মন আপনাকে প্রকৃত লাভবান মনে করে। যাহা হউক আমি এ সকল ক্রমে ক্রমে বলিব।

স। সে দিন মা এখানে ছিলেন বলিয়া আমি অনেক কথা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারি নাই। সেই যে একজন সাহেবের নাম করিয়া বলিলে তাঁহার পুস্তকে লেখা আছে যে "কচি ছেলের দেখা, শুনা ও যা পায় তাই মুখে দেওয়াই শেষে বড় বড় কাজে গিয়া দাঁড়ায়" ইহার অর্থ কি, আমি সে দিন ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

সু। একটী সুন্দর ফুল শিশুর সম্মুখে ধরিলে, অথবা কোন বাজনা বাজাইলে, কিংবা গান করিলে, শিশু যে অবাক হইয়া তাহা দেখে ও শুনে ইহা ত দেখিয়াছ? শিশুকে ঘুম পাড়াইবার সময়ে গান গাওয়া সকল দেশেই প্রচলিত আছে। এই সকলের তাৎপর্য্য এই যে শৈশবে শিশুরা অতিমাত্র ব্যগ্রভাবে পৃথিবীর বিবিধ বস্তু ও ব্যাপারের জ্ঞান লাভ করিতে ব্যস্ত থাকে, সৌভাগ্যক্রমে পিতা মাতা ও

আত্মীয়গণের গুণে যাহাদের সেই জ্ঞান লাভাকাঙ্ক্ষা দিন দিন প্রজ্বলিত অগ্নিশিখাবৎ বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই সকল শিশু চিরদিন প্রকৃতির ক্রোড়ে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়, সে সকল ছেলে উদ্যানের ফুল, আকাশের চন্দ্রমা ও নক্ষত্রমণ্ডল, সূর্য্যের কিরণজাল দেখিয়া অবাক হয় এবং তাহার তত্ত্ব-নির্ণয়ে ব্যস্ত থাকে। এই ধরাধাম ও অনন্ত বিশ্বরাজ্য তাহাদের নিত্য শিক্ষার বস্তু হয়, এইরূপ হইয়াছে বলিয়াই আজ পৃথিবী স্যর আইজাক্ নিউটনের নামে,গ্যালিলিওর নামে,আর্য্যভট্ট ও মিহিরের নামে এত গৌরবান্বিতা। এই সকল মহাত্মা প্রকৃতির ক্রোড়ে শিক্ষা পাইয়া প্রকৃতির অন্ধকার গৃহের অমূল্য রত্ন সকল আবিষ্কার করিয়াছেন। শৈশবের জ্ঞান-লালসাই ইহাঁদিগকে উত্তর কালে লোক-সমাজে প্রতিষ্ঠাভাজন করিয়াছে। এখন কি বুঝিলে ?

স। এইবার বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন শিশুপালন সম্বন্ধে আর যাহা বলিবার আছে তাহা বল।

সু। বলিবার অনেক আছে, কিন্তু সকল কথা এক কালে স্মরণ হয় না। আলাপ করিতে করিতে যেমন স্মরণ হইবে, অমনি তোমাকে বলিয়া দিব। আপাততঃ দুইটি বিষয় মাত্র এখানে বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। আমাদের দেশে শিশু সন্তানকে লক্ষ্য করিয়া,অনেক পিতামাতাকে বলিতে শুনিয়াছি যে "বাবা মন দিয়া লেখা পড়া শিখ, তাহা না হইলে খাবে কি ক'রে ? দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে না পারিলে, শেষে অন্ন মিলিবে না।" উন্নত চরিত্র গঠন, জ্ঞানের মনোহর জ্যোতিলাভ, ধর্ম্ম ও নীতির সুদৃঢ় প্রস্তরে জীবন-স্তম্ভ প্রতি-

ষ্ঠিত করা, এই সকলের পরিবর্ত্তে অর্থোপার্জ্জনই মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য, এই কুশিক্ষার বিষময় বীজ শিশুর কোমল মনে রোপণ করিয়া আমরা আমাদের দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছি। শিক্ষিত ব্যক্তি যে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে ? তবে কেন তাহার শিক্ষারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে, অর্থোপার্জ্জনের কূট চিন্তা তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দিব ? আমাদের দেশে যাঁহারা শিক্ষিত সম্প্রদায় বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা শিক্ষাগুণে যে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, বিদ্যাকে অর্থকরী বলিয়া তাঁহাদের জ্ঞান জন্মাইয়া না দিয়া, জ্ঞানলাভের জন্য বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন এ ভাব যদি আমরা ভালরূপে তাঁহাদের প্রাণে প্রবেশ করাইয়া দিতাম, তাহা হইলে, তাঁহারা কি ইহাপেক্ষা অধিকতর উন্নত পদবীতে আরোহণ করিতেন না ? তাঁহারা মনুষ্য-জীবনের উচ্চ ও গভীর দায়িত্ব সকল অনুভব করিয়া তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য যে সতত চিন্তিত থাকিতেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই ; এই জন্য আমার অনুরোধ, যে, সন্তান যেন কখন জানিতে না পারে, যে অর্থোপার্জ্জনের জন্যই পিতামাতা এত অল্প বয়স হইতে শিশুর শিক্ষার আয়োজন করিতেছেন। আর একটি কথা এই, স্নেহ-ভালবাসা-বর্জ্জিত কঠোর শাসন যে কোমলমতি শিশুর পক্ষে অতীব অনিষ্টকর তাহা ত সে দিন বলিয়াছি, প্রয়োজন হইলে শিশুকে শাসন করিবার সময়ে প্রাণের স্নেহ মমতা দ্বারা চালিত হইয়া তাহাকে শাসন করিতে যাওয়াই বিধেয়, কিন্তু সচরাচর আমরা আত্মবিস্মৃত হই ; এইজন্য আমাদের শাসন অত্যন্ত কঠোর

হইয়া পড়ে, কখনই এরূপ হওয়া বিধেয় নহে। এখানে আর একটি বিশেষ কথা বলিবার প্রয়োজন আছে. সেটি এই যে, এমন অবস্থায় সামান্য অপরাধের জন্য কঠিন দণ্ড দিয়া, পরে গুরুতর অপরাধে অপরাধী দেখিয়া উপেক্ষা করা আরও ক্ষতিজনক; এরূপ করিলে পাপাচারে রত হওয়া শিশুর পক্ষে ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসে। এইজন্য শাসনের সময়, স্থান ও কারণগুলি বিশেষরূপে নির্ণয় করা বিজ্ঞ পিতা মাতার অবশ্য কর্ত্তব্য।

সুবোধচন্দ্র সরলাকে একটু চিন্তিতা ও বিষণ্ণা হইতে দেখিয়া বলিলেন, তোমার নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। আমরা আশাপূর্ণ অন্তরে নিরন্তর খাটিব, যাহা কিছু কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইবে, তাহারই অনুসরণ করিব, আর কি উপায় অবলম্বন করিলে, কোন্ কোন্ পুস্তক পাঠ করিলে, এ বিষয়ে বিস্তৃত জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহারই অনুসন্ধানে ও তাহাই কার্য্যে পরিণত করিতে প্রাণপণে প্রয়াস পাইব। আমরা যদি সর্ব্বদা এ বিষয়ে চিন্তা করি, আমাদের প্রাণে যদি ব্যাকুলতা থাকে, তাহা হইলে ঈশ্বর-কৃপায় আমরা অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

স। আজ এখনও কাজের কথা বেশী কিছু হয় নাই। এমন কিছু বল, যাহা আমার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

সু। কেন এই ত দুই তিনটি বিষয় বলিয়াছি, যাহা সন্তান পালন সম্বন্ধে নিতান্ত আবশ্যকীয়।

স। একবারে কিছুই হয় নাই এমন কথাত আমি বলিতেছি না; আমার মনের ভাব এই যে, আরও কিছু চাই।

সু। তাই বল। আচ্ছা আমি সেই পূর্ব্বোল্লিখিত ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিতের শিক্ষা * বিষয়ক পুস্তক হইতে কতকগুলি অতি সহজ সহজ উপায় এখানে উল্লেখ করি, তুমি সেইগুলি স্মরণ করিয়া রাখ, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ করিবে। মনে কর, ছেলে পড়িয়া আঘাত পাইয়াছে, কিংবা ছুরিতে হাত কাটিয়াছে, রক্ত পড়িতেছে, অথবা কাহারও সহিত খেলা করিতে গিয়া আপনার অতি প্রিয় খেলনাটি ভাঙ্গিয়া আসিয়াছে, এমন অবস্থায় তাহাকে প্রহার করিবার কি প্রয়োজন?

* *Herbert Spencer's Education.*

স। যে ছেলে অসাবধান, পড়িয়া গিয়া অথবা হাত কাটিয়া তাহার শরীরে আঘাত লাগাইয়া, কিংবা রক্ত পাত করিয়া পিতা মাতাকে ক্লেশ দিয়াছে, সময়ে সময়ে বেশী যাতনাদায়ক হওয়াতে ঔষধাদির জন্য অর্থ-ব্যয় করত তাহাকে আরোগ্য করিতে হইয়াছে. তাহার খেল্না হারাইয়া গেলে পুনরায় তাহা কিনিয়া দিতে হইয়াছে, এই সকল কারণেই পিতা মাতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সন্তানদিগকে প্রহার করিয়া থাকেন। এরূপ প্রহার বন্ধ করাই কি ভাল ?

স্থ। তাহাকে শিক্ষা দিবার এই কি সহজ ও স্বাভাবিক উপায় ?

স। এই রকম অবস্থায় বাপ মা না মারিয়া কি করিবেন ?

স্থ। কেন, আর কোন্ উপায় নাই ? মনে কর, একটি ছেলে অত্যন্ত অসাবধান, এই জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতে করিতে পড়িয়া গিয়াছে এবং তাহার পায়ের এক স্থান একেবারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া গিয়াছে। দুই তিন জনে তাহাকে ধরিয়া উঠাইল এবং বাড়ীতে আনিল। জ্ঞানবান ব্যক্তি তাহার অসাবধানতার যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে মনে করিয়াই শান্ত হন এবং কি করিলে সে বালক অত্যল্প সময় মধ্যে যন্ত্রণা-মুক্ত হইতে পারে, তাহারই উপায় করিতে সচেষ্ট হন। এ সম্বন্ধে সহজ ও স্বাভাবিক শিক্ষার সঙ্কেত এই যে, সে কোন অন্যায় কার্য্য করিলে, অথবা কোন ভ্রম করিলে, তাহার ফল সেই সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছে। শিশু আপনি শিক্ষা পাইয়া সাবধান হইবে।

স। যখন শিশুর কাজ ক্ষুদ্র ও সামান্য না হইয়া গুরুতর হইবে তখন কি হইবে ? মনে কর, শিশু প্রদীপের আলোতে

এক টুক্‌রা কাগজ পোড়াইতে গিয়া একবারে পুড়িয়া গিয়াছে। এমন স্থানে শিক্ষা যে একবারে সাংঘাতিক রকমের হইবে?

স্থ। এমন সকল অবস্থায় তাহাকে তিরস্কার অথবা প্রহার না করিয়া, তাহাকে সেই কাগজ খণ্ড, অথবা সে যাহা পোড়াইতে অগ্রসর হইয়াছে তাহাকে তাহাই করিতে দেওয়া উচিত, কেবল দূর হইতে তাহার উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, যেন সে এমন কিছু না করে, যাহাতে তাহার প্রাণ নাশ হয়। আমি আমার একটি বন্ধুর ছেলেকে বড় ভাল বাসিতাম, সে সর্ব্বদাই প্রদীপের নিকটে যাইত, আমাকে জিজ্ঞাসা করিত "এ কি" আমি তাহার কৌতূহল চরিতার্থ করিবার ও তাহাকে অগ্নির প্রকৃতি বুঝাইয়া দিবার সুযোগ পাইয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি বল না, ও কি, কাছে যাও, হাত দিয়া দেখ ও কি?" আমি প্রজ্বলিত দীপশিখাতে অঙ্গুলি দিয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে বলিলাম, সে অগ্রসর হইয়া তাহাতে হাত দিল, তাহার হাতে উত্তাপ লাগিল, উত্তাপ লাগিবামাত্র সে কাঁদিতে লাগিল, আমি সেই আলোতে আবার হাত দিলাম, শিশু আমার দেখাদেখি চক্ষের জল সম্বরণ করিয়া আবার হাত দিল, তাহার আবার লাগিল, সে আবার কাঁদিল, আমি আবার হাত দিলাম, সে অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল, কিন্তু আর সে প্রদীপে হাত দিল না; সে দূর হইতে কেবল আধ আধ মিষ্ট কথায় বলিতে লাগিল "আবার কর", আমি বলিলাম, "খোকা তুমি কর" সে আর তাহার কাছে যাবে না,—কিছুতেই যাবেনা, কেমন সহজে সে সাবধান হইতে শিখিল,

দেখ দেখি, এই সহজ শিক্ষা, না তাহাকে ধমক দিয়ে, তাহার পেটের পিলে চম্‌কে দিয়ে, তাহার সরল মনে অশান্তি আনিয়া, তাহাকে প্রদীপের নিকট হইতে দূরে রাখা সহজ উপায় ?

স। আচ্ছা, ছেলে যদি কাহারও বাড়ী হইতে না বলিয়া কোন দ্রব্য লইয়া আসে, এবং জিজ্ঞাসা করিলে যদি মিথ্যা কথা বলিয়া আত্ম-দোষ গোপন করে, তবে ত শিশুর কাজ অত্যন্ত গুরুতর হইয়া পড়ে, এমন সকল অবস্থায় কি করিতে চাও ?

সু। আমি আমার কোন বন্ধুর নিকটে শুনিয়াছি ঃ—কোন গৃহ-কর্ত্তা আপনার পরিবার পরিজন সঙ্গে লইয়া তাঁহার কোন বন্ধুর গৃহে গমন করেন। দুই একদিন তথায় যাপন করিয়া যখন গৃহে আসিতেছেন, তখন দেখিলেন যে তাঁহার শিশু সন্তান, তাঁহার বন্ধুর গৃহের সকলের অজ্ঞাতসারে কয়েকটি খেল্‌না লইয়া আসিয়াছে। বালককে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল তাঁহারা আমাকে দিয়াছেন, গৃহকর্ত্তা আর কিছু না বলিয়া গৃহে আসিলেন এবং পত্র দ্বারা তাঁহার বন্ধুর নিকট হইতে সংবাদ আনিলেন যে, তাঁহারা চলিয়া আসিলে ঐ খেল্‌না গুলির খোঁজ লওয়া হয়, কিন্তু পাওয়া যায় নাই, সেগুলি জ্ঞাতসারে কাহাকেও দেওয়া হয় নাই, তখন তিনি তাঁহার বালককে ডাকিয়া বলিলেন, সেখান হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ঐ দ্রব্যগুলি তোমাকে দেওয়া হয় নাই, তুমি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া তাঁহাদের বাড়ীতে যাও এবং বাবুর হাতে দিয়া তাঁহাদের বাড়ীর সকলের নিকট ক্ষমা চাহিয়া, একখানি

পত্র লইয়া বাড়ী আসিবে। বালক যাইতে অসম্মত হইল। অনেক প্রকারে বুঝাইয়া পিতা পুত্রকে পাঠাইলেন। পুত্র গিয়া সজল নয়নে সেই দ্রব্যগুলি গৃহকর্ত্তার সমক্ষে রাখিয়া ক্ষমা চাহিল, তাঁহারা সকলে তাহাকে ক্ষমা করিয়া একখানি পত্র দিয়া বিদায় করিলেন।

স। ছেলে যদি অপেক্ষাকৃত শিশু হয়, তাহা হইলে কি করিবে?

সু। তাহা হইলে পিতা স্বয়ং পুত্রকে লইয়া যাইবেন, এবং যথা-স্থানে পুত্রকে তাহার কার্য্যের ফলাফল যতদূর সম্ভব বুঝাইয়া দিবেন, এবং তাহা দ্বারা ক্ষমা চাওয়াইবেন। শিশুরা যদি দেখিতে পায় যে তাহাদের কোন অন্যায় কাজ প্রশ্রয় পায় না, তখনই সংশোধিত হয়, তাহা হইলে অতি অল্পে এ সকল কুশিক্ষা নিবারিত হয়। কথা এই যে, সহজ সদুপায় সকল অবলম্বন করিতে হইলে চিন্তা করিতে হয়। আমরা এ সকল বিষয় ভাবি না।

স। তা তুমি যে উপায়গুলি বলিলে, ঐগুলি সহজ ও সদুপায় বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু লোকে অত ভাবে কই?

সু। লোকে অত ভাবে না, এইত ক্ষোভের বিষয়; একটি ধমকে কচি ছেলের যে কি অপকার হয়, তাহা যদি লোকে জানিত, তাহা হইলে কি আর লোক কথায় কথায়, উঠিতে বসিতে শিশুকে ধমক দিত ও প্রহার করিত?

স। একটা ধমকে কি একটা চড়ে ছেলের কি ক্ষতি হয়, তাহা আমাকে বল না?

সু। তাহার মনের উৎসাহ ও তেজ ম্লান হইয়া যায় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আলস্য ও ভীরুতা আসিয়া শিশুর মন অধিকার করে;

পুণঃ পুণঃ এরূপ ঘটিলে শিশু ক্রমে জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় ও তাহার মনুষ্যত্ব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখ নাই, তোমার আমার জীবনে কোন স্পৃহনীয় কার্য্য করিতে গিয়া বাধা পাইলে, প্রাণে কিরূপ ক্লেশানুভব করি, যখন আমাদের পরিপক্ক মন বাধা বিঘ্নের তরঙ্গে পড়িয়া পদে পদে অবসন্ন হয়, তখন কোমলমতি শিশুর কচি মন, গ্রীষ্মের উত্তাপে বৃক্ষের কচি পাতাগুলি যেমন ঝলসাইয়া যায়, ঠিক যে সেইরূপ হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? পরাধীনতায় মনুষ্যত্ব লোপ পায়, এ সত্য বৃদ্ধের পক্ষে যেমন, শিশুর পক্ষেও ঠিক সেইরূপ,—এক জাতির পক্ষে যেমন, একগৃহে প্রতি-পালিত শিশুর পক্ষেও ঠিক সেইরূপ!

স। তবে কি শিশুকে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে দিব, তাহার উপর কোন শাসন থাকিবে না?

সু। শিশু যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে, ইহাও যেমন ঠিক, আবার আমরাও তাহাকে শাসন করিব ইহাও তেমনই ঠিক।

স। বেশ, তা কি ক'রে হবে? সে ইচ্ছামত চলিবে, আমিও তাহাকে শাসনে রাখিব, এও কি কখন হইতে পারে? এ দুইটা যে পরস্পর বিরোধী।

সু। শাসন কথাটার অর্থ কি?

স। কেন, আমার ইচ্ছামত চালাইতে চেষ্টা করা, আমার ইচ্ছামত না চলিলে, তাহাকে আমার ইচ্ছা অথবা নিয়মের অধীন করার নামই শাসন।

সু। তবে বেশ হইল। এখন দেখ দেখি, তুমি আমি আমা-দের নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের ইচ্ছামত

কার্য্য করিতেছি কি না? আমি এমন অনেক ঘটনা জানি, যাহাতে তোমার স্বাধীন ইচ্ছাকে রক্ষা করিয়াও আমার ইচ্ছা-মত কার্য্য করাইয়া লইয়াছি। তুমি এরূপ মনে করিতে পার নাই যে, কোন কলে কৌশলে, অথবা বলপূর্ব্বক তোমার দ্বারা আমার অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করাইয়া লইলাম। বল দেখি, মানব-প্রাণে কোন্ বস্তু থাকিলে এক জন নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া অন্যের অধীন হইতে পারে, এবং এরূপে অধীন হইলে উপকার ভিন্ন এক তিল অপকার হয় না?

স। আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি কথায় কথায় আমাকে এমন এক স্থানে আনিয়াছ, যাহার চারিদিক ভালবাসাময়!

সু। একটু আদটু ভালবাসা নয়, গভীর ভালবাসা—গাঢ় প্রেমই মানুষকে আপনার হইতেও আপনার করিয়া লয়, এবং তখন প্রেমের রাজ্যে এমন কোন কাজ নাই, যাহা করাইয়া লওয়া যায় না। দেখ নাই, যে ব্যক্তি শিশুকে নাচায়, হাসায়, আদর করে, শিশু দূর হইতে তাহাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া আটখান্ হয়, আর তাহার কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া তাহার আগমন প্রতিক্ষা করে! শিশু যেমন ভালবাসার বশ এমন আর কেহই নহে। এখন শেষ কথাটি বলি,—শিশুকে তাহার ইচ্ছামত ছাড়িয়া দিব, কিন্তু আমার চক্ষু নিরন্তর তাহার উপর থাকিবে, এমন ভাবে তাহার উপর চক্ষু রাখিব যে, সে বুঝিতেই পারিবে না যে, আমি তাহার উপর চক্ষু রাখিয়াছি, সে যখন আমাদের দিকে তাকাইবে তখন সে দেখিবে যে স্নেহ মমতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার এক প্রবল স্রোতঃ আমাদের দিক হইতে প্রবাহিত হইয়া

তাহাকে প্লাবিত করিতেছে! এমন সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা স্থাপন করিতে পারিলে, যখনই তাহাকে যাহা বলিব, সে প্রসন্ন মনে তাহারই অনুসরণ করিবে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইবে না, তাহার মনুষ্যত্ব বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না।

স। আমি এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, স্নেহ মমতা ও প্রেমের শাসনই প্রকৃত শাসন, ইহাতেই মানুষ মানুষকে ঠিক পথে চালাইতে পারে।

সু। এইরূপ সুন্দর সুশাসনে রাখিয়া শিশু সন্তানগুলিকে মানুষ করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে আপনাদিগকে এই সুশাসনে আনা আবশ্যক। মনে কর, যাহারা কথায় কথায় বিরক্ত হয়, ক্রোধে অন্ধ হইয়া পড়ে, অভিমান এবং অহঙ্কার যাহাদের মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদিগকে সুপ্রকৃতি সম্পন্ন হইতে হইলে, সংযতচিত্ত ও বিবেকী হইতে হইলে, রীতিমত শিক্ষা ও সাবধানতার প্রয়োজন, চিন্তা ও আলাপের প্রয়োজন, পরামর্শ ও উপদেশের প্রয়োজন।

স। এক এক স্থানে তুমি এমন সকল গভীর দায়িত্বের কথা উপস্থিত কর, যাহা শুনিলে আর আমার কোন আশা ভরসা থাকে না, আমি সহজেই নিরাশ হইয়া পড়ি, তুমি আমাকে নিরাশ করিও না।

সু। আমি কি আর ইচ্ছা করিয়া তোমাকে নিরাশ করি? আমি সময়ে সময়ে, তোমাকে এই সকল বিষয় বলিতে বলিতে, নিজেই নিরাশ হইয়া পড়ি। মনে কর তুমি সংসারে রন্ধনাদি কার্য্যে ব্যস্ত আছ, ওদিকে আমার আফিসের বেলা হইয়া

গিয়াছে বলিয়া আমি ব্যস্ত হইয়া ভাত চাহিতেছি, ধোপা কাপড় লইবার জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এক জন ভিখারী ভিক্ষা চাহিতেছে, তোমার আড়াই বৎসরের ছেলে "মা খিদে পেয়েছে, মা খিদে পেয়েছে" বলিয়া অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, অথবা শিশু একটি সুন্দর দ্রব্য পাইয়া হৃষ্টমনে তোমাকে দেখাইবে বলিয়া, বার বার বিরক্ত করিতেছে—এমন অবস্থায় সচরাচর মায়েরা কি করিয়া থাকেন? এই বিবিধ প্রকার কর্ত্তব্যের এক কালীন আহ্বান গৃহিণীকে ধৈর্য্যচ্যুত করে এবং জননী ক্রোধভরে সেই নিরপরাধী শিশুর কোমল পৃষ্ঠেই সকল রাগের ঝাল মিটাইয়া থাকেন। এমন অবস্থায় চিত্তের প্রশান্ত ভাব রক্ষা করিয়া হাসিমুখে শিশুকে খাইতে দেওয়া অথবা তাহার কৌতূহলপূর্ণ ব্যগ্র মুখের দিকে তাঁকাইয়া তাহার কথার উত্তর দেওয়া, বিশেষ সাধনের কর্ম্ম, সহজে হইতে পারে না। এই স্থলে বলিতে পারি, মা হওয়া সহজ কথা নহে। অনেক শিক্ষা—অনেক আয়োজনের প্রয়োজন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ আলাপ ও আলোচনা করিতে করিতে প্রায় মাসাধিক কাল চলিতেছে। অধিকাংশ সময়ে এইরূপ ঘটিয়াছে যে, ৭ | ৮ দিন অন্তর ভিন্ন স্নুবোধচন্দ্র ও সরলা একত্র হইয়া এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে উপযুক্তরূপ চিন্তা করিতে পারেন নাই; আলাপ দ্বারা এই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিবার অবকাশ অতি অল্পই পাইয়াছেন। স্নুবোধচন্দ্র বড়দিন উপলক্ষে পাঁচ দিন ছুটি পাইয়াছেন। আজ আর সরলার আনন্দ ধরে না, ক্ষুদ্র প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, কারণ, কঠোর ব্রত পালন করিয়া লোক যে পথে অগ্রসর হইতে পারিলে, সুসন্তান লাভে আপনার ও বংশের মুখোজ্জ্বল করে ও মানব জন্ম লাভ করা স্বার্থক বলিয়া মনে করে, সরলার হৃদয় মন আজ অনুক্ষণ সেই সুখ-কল্পনার পথে ধাবিত হইতেছে। আজ সরলা গৃহে প্রবেশ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দেখ, এ কয়দিন আর কোথাও যেও না। এই বিষয় সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতে বাকি আছে, তাহা আমাকে বল, আমি সেগুলি ক্রমে ক্রমে হৃদ্গত করিতে চেষ্টা করি।

স্নু। তোমাকে অনেক কথা বলিয়াছি, কিন্তু একটি অতি গুরুতর

কথা বলিতে ভুলিয়াছি, আজ সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে পারিবে, পিতা মাতার অজ্ঞতা-নিবন্ধন এ সংসার কি ভয়ানক দুঃখ দুর্দ্দশার আবাস হইয়া পড়িয়াছে।

স। তুমি কোন কিছু বলিবার পূর্ব্বে এমন ভাব কর যে, মন হইতে সকল চিন্তা একবারে চলিয়া যায়, আর তোমার কথা শুনিবার জন্য মন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠে, তুমি যাহা বলিবে, তাহা শীঘ্র বল। শুনিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।

সু। লোক ভাবে না, শরীর ও মনের কিরূপ অবস্থা থাকিলে সন্তান উৎপাদন করা উচিত। এই সন্তান উৎপাদন সম্বন্ধে কোন দায়িত্ব বোধ থাকিলে, আজ সংসারে যে সকল বিকলাঙ্গ ও চিররোগীকে দেখিতেছ, ইহাদিগকে দেখিতে হইত না। এই সকল লোক জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারে দুঃখ কষ্টের স্রোতঃ যে অনেক অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার জন্য দায়ী কে? যাহাদের সংযোগে এই সকল হতভাগ্য ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। সেই সকল ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন ও অবিবেকী পিতা মাতাই ইহাদের জন্য দায়ী।

স। তুমি কি বলিতে চাও যে সেই সকল লোকের বিবাহ করা উচিত নহে?

সু। তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে! মাতা পিতার বিচেতন-প্রায় অবস্থায় একবার কোন এক শিশুর জীবন-সঞ্চার হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই হতভাগ্য সন্তান জন্মাবধি উন্মাদ রোগগ্রস্ত হইয়া রহিল। সে যখন ছয় বৎসরের ছেলে তখনও সে তাহার মাকে কিংবা অপর কাহাকেও চিনিতে, অথবা মনের কোন প্রকার ভাব প্রকাশ করিতে পারিত না,

কেবল ক্ষুধার সময়ে অস্পষ্ট শব্দের দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিতে জানিত মাত্র। আর একটি ঘটনাতে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, একজন সুবিখ্যাত বিচারপতি কোন এক দিন পরিবার পরিজনসহ কোন আনন্দোৎসবে যোগ দান করিয়া নিজের ও স্ত্রীর প্রাণের সকল প্রকার সদ্ভাবগুলিকে জাগাইয়াছেন, প্রফুল্লতার স্রোতে মন প্রাণ ভাসিয়াছে, সুখমগ্ন মনে আনন্দ ধারা বর্ষিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে, এমন এক দিনে তাঁহাদের কনিষ্ঠা কন্যার জীবন-সঞ্চার হয়। এই শিশু এমন সুন্দর প্রকৃতি পাইয়াছে, যে শুনিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। সে কাঁদে না, গোলোযোগ করে না, বসাইয়া রাখিলে অনেকক্ষণ একস্থানে বসিয়া নিজে নিজে খেলা করে, মুখখানিতে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, মেয়েটির এমনি সুন্দর স্বভাব হইয়াছে যে দেখিলেই সুপ্রকৃতির আদর্শ স্থল বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বের ঘটনাটি আর পরের ঘটনাটিতে কি বিচিত্র বৈষম্য!! * সরলা, এখন ভাবিয়া দেখ, শরীর মনের কেমন অবস্থা হইলে পিতা মাতা সন্তান উৎপাদনের সম্পূর্ণ উপযোগী। এই চিন্তাবিহীনতাই সংসারকে অশান্তির আলয় করিয়া তুলিতেছে,এই জন্যই দুঃখ কষ্টের হাহাকারে চারিদিক পূর্ণ হইতেছে, এই জন্য বলি, সে স্ত্রীলোকই হউক আর পুরুষই হউক, সে ব্যক্তির কখনই বিবাহ দেওয়া বা বিবাহ করা,

* *Love and Parentage applied to the Improvement of offspring. By O. S. Fowler. Page 33.*

উচিত নহে, কারণ তাহার বিবাহে যে পরিবারের সৃষ্টি হইবে তদ্দ্বারা সংসারের ইষ্ট না হইয়া প্রচুর অনিষ্ট সাধন হইবে। পৃথিবীর অনিষ্ট সাধন করিয়া বিকলাঙ্গ বা রুগ্ন সন্তান উৎপাদন করতঃ, কলঙ্কের ভাগী হওয়া অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? মৃত্যু-শয্যাতে শয়ন করিয়া যদি একজন দেখে, যে তাহার পশ্চাতে যাহারা রহিল তাহারা চিরদিনই নিজ নিজ ভাগ্যকে নিন্দা করিবে, তাহা হইলে কি আসন্নকালাপন্ন ব্যক্তির মৃত্যু-যাতনা শত গুণে বৃদ্ধি হয় না? সুস্থকায়, সবলদেহ, ধর্ম্মনিরত ও চরিত্রবান্, সাধু সন্তানকে পশ্চাতে রাখিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে যে সুখ, ইহাতে যে ঠিক তাহার বিপরীত অবস্থা ঘটিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

স। তোমার কথার মর্ম্ম এই যে সুস্থ শরীর ও সুপ্রকৃতিসম্পন্ন পুরুষ ও রমণীরই বিবাহ হওয়া উচিত।

সু। আমার কথার মর্ম্ম তাহাই বটে। ইহা কি স্বতঃসিদ্ধ সত্য নহে? লোক কি করে? নিজের পুত্র বা কন্যা যেরূপই হউক না কেন, অপরের নিকট তাহাদের অবস্থা গোপন করিয়া তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর পাত্র বা পাত্রী সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে। এরূপ না করিয়া যদি লোক আপনার আপনার সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে মানুষ করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলেই এ সংসারের অশেষ মঙ্গল সাধন হইতে পারে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স। তাহা হইলে মোট কথা এই যে পিতা মাতার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইবে, তাহারা সুশিক্ষিত হউক আর না হউক,

তাহাদের প্রকৃতিতে মানব জীবনের সাধারণ গুণগুলি থাকা চাই। ইহাইত তোমার অভিপ্রায় ?

স্থ আমার কথার মর্ম্ম তাহা অপেক্ষা আরও গভীর। যাঁহারা সুসন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের পিতা মাতা হইবার পূর্ব্বে আত্মোন্নতির জন্য বিধিমতে চেষ্টা করা উচিত। এই কথাটি বার বার বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, এমন অনেক কুভাব কুশিক্ষা ও কদাচার আছে, যাহা বংশপরম্পরাগত হইয়া এক পুরুষ হইতে পুরুষান্তরে সংক্রামিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রোগ যেমন পিতা মাতা হইতে সন্তানে বর্ত্তিয়া থাকে, এবং সুস্থ দেহ পিতা মাতা যেমন সবলকায় সন্তান উৎপন্ন করিয়া থাকেন, ঠিক সেইরূপ মনের উন্নত বা অনুন্নত ভাব, কুটিলতা বা সরলতা, বুদ্ধিহীনতা বা প্রতিভা প্রভৃতি হৃদয় মনের ভাব সকলও সন্তানের চরিত্রে অবিকল প্রতিফলিত হয়, কেবল তাহাই নহে, এমনও ঘটিয়া থাকে যে পিতামাতার মনের অত্যল্পকালস্থায়ী ভাবও হয়ত সন্তানের চিরনিরয়গামী হইবার অথবা সর্ব্ববিধ মঙ্গলের সোপান স্বরূপ হইয়া থাকে।

স। সে কি ! এক দিনের এক মুহূর্ত্তের চিন্তা বা মনের ভাব কি করিয়া সন্তানের মঙ্গলামঙ্গলের কারণ হইবে ?

স্থ। এক জন খ্যাতনামা ইংরাজ চিকিৎসক বলিয়াছেন :—এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, কেবল পিতামাতার স্বভাব চরিত্রের উপর সন্তানের ভাল হওয়া নির্ভর করে তাহা নহে, কিন্তু সন্তানের জীবন সঞ্চারকালে জনক জননীর মনের অবস্থা যেরূপ থাকে, সন্তান উত্তরকালে তাহারও ভাগী হইয়া

থাকে।* আর একজন ইংরাজ দার্শনিক এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে সন্তান ভাল হওয়া বা মন্দ হওয়া পিতার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; একথা সত্য হইলেও, মায়ের স্বভাব প্রকৃতি যে সন্তানে প্রতিফলিত হয়, এ সত্য লোপ পায় না। মায়ের নিজ শরীর ও মন হইতে যে দেহ মন গঠিত ও পরিপুষ্ট হয়, তাহা যে সেই জননীর স্বভাব চরিত্রের ভাগী হইবে না, এ কথা কখনই সম্ভব নহে। প্রকৃত পক্ষে ইহাই সত্য যে, শিশু তাহার শরীর ও মন এই উভয়বিধ সম্পত্তি, তাহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে, পিতা মাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়, বিনি যে দিক দিয়া বিচার করুন না কেন, ভ্রূণসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে মাতা পিতা তাঁহাদের নিজ নিজ শরীর মনের সর্ব্ববিধ অবস্থার অল্পাধিক অংশ সন্তানকে প্রদান করিয়া থাকেন, ইহাতে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। †

স। সর্ব্বনাশ! তবে ত মানুষ ইচ্ছা করিলে এ সংসারকে নরকে পরিণত করিতে পারে! আবার ইচ্ছা করিলে ইহাকে দেবতার আলয় করিতে পারে!! তবে ত মানুষের সুখী হইবার পথ অতি সহজ হইয়া রহিয়াছে, মানুষ কেবল নিজ দোষেই আপনার ও সংসারের এত অপকার করিতেছে।

সু। এই জন্যই সাধুর গৃহে অসাধু ও মন্দলোকের ঘরে সুসন্তানের জন্মগ্রহণ দেখা যায়। কোন স্বামী স্ত্রী হয়ত অত্যন্ত

*Human Physiology by Dr. Carpenter. Page 905. Para 728.*

† *Love and Parentage applied to the Improvement of offspring. By O. S. Fowler. Page 31.*

অসচ্চরিত্র, কিন্তু যে দিন ভ্রূণসঞ্চার হইল, সে দিন হয়ত নানা প্রকার অনুকূল কারণে তাহাদের মনের ভাব খুব ভাল ছিল বলিয়া, আশ্চর্য্য উপায়ে অশেষ কল্যাণের নিদানরূপ এক রত্নসম পুত্রের জনক জননী হইল! আবার হয়ত কোন স্বামী স্ত্রী অতি সুন্দর প্রকৃতির লোক, কিন্তু যে দিন গর্ভ-সঞ্চার হইল, নানাবিধ কারণে সে দিন হয়ত তাঁহারা বিকৃত মনে ছিলেন বলিয়া, অজ্ঞাতসারে গরল উৎপন্ন করিলেন। এই জন্যই এক পিতামাতার গৃহে পাঁচটি সন্তানও সময়ে সময়ে পাঁচ প্রকার প্রকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। এই প্রকারে ধার্ম্মিকের গৃহে মন্দমতি ও কদাচারী সন্তানের জন্মগ্রহণ সম্বন্ধে স্থিরতর মতে উপনীত হইবার জন্য আর একজন ইংরাজ দার্শনিক বিশেষ চেষ্টা করিয়া ঠিক উপরোক্ত রূপ মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছেন! তিনি বলেন, পিতা মাতা ধর্ম্মগত প্রাণ হইয়াও যদি চঞ্চল প্রকৃতি প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের সন্তান-দের মধ্যে যাহারা তাঁহাদের ধর্ম্ম ভাবের অধিকারী না হইয়া কেবল মাত্র চঞ্চল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিজ চরিত্রের দোষে তাহাদের পরিবারের নামে কলঙ্ক আনয়ন করে! *

স। সচরাচর লোক যেরূপ ভাবে দিন কাটায়, তাহাতে কেহ যে এ সম্বন্ধে কিছু ভাবে এমন ত বোধ হয় না।

সু। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, আমি যে বলিয়াছিলাম মানুষ না হইলে শিশুকে মানুষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, ইহা কতদূর সত্য কথা! আর নিজেদের মানুষ হওয়া কতদূর কঠিন কথা, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখ।

* *Galton's Hereditary Genius. Page 282.*

স। তাইত, যে সকল ভাব লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাহা কুভাব হউক আর সুভাব হউক চিরদিন আমাদের জীবনের উপর কার্য্য করিবে। এমন অবস্থায় এই সকল বিরোধী ভাবের ভিতর দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে হইবে, আবার যাহারা আমাদের ঘরে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের জন্মগ্রহণের পূর্ব্ব হইতে তাহাদের মঙ্গলের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে, যখন তাহাদের জীবন সঞ্চার হইবে, তখন অতি সাবধানে নিজ নিজ জীবনের সাধু ভাব গুলিকে উজ্জ্বল রাখিতে হইবে, তাহার পর যে দশ মাস দশ দিন শিশুকে গর্ভে ধারণ করিতে হইবে, সে সময়েও অতি সাবধানে চিত্তের প্রসন্নতা, মনের উচ্চ ভাব গুলিকে রক্ষা করিতে হইবে, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে পর সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাদের জীবনের সদ্গতির জন্য চিন্তা করিতে হইবে। কি ভয়ানক ব্যাপার!

সু। তুমি যে কয়েকটী কথা বলিলে, ইহাই মানব জীবনের একটি মহাব্রতের মূল-মন্ত্র। এখন কি বুঝিলে, অল্প চেষ্টায়, অল্প যত্নে ও সামান্য ভাবে সন্তানাদি লালন পালন করিয়া কেন আশানুরূপ ফল লাভ করা যায় না? এখন কি বুঝিলে, আমরা প্রাণ পণে চেষ্টা করিয়াও কেন সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবার আশা করি না? এখন ভাবিয়া দেখ, সংসারে মায়ের মত মা হওয়া ও বাপের মত বাপ হওয়া কত সৌভাগ্যের বিষয়।
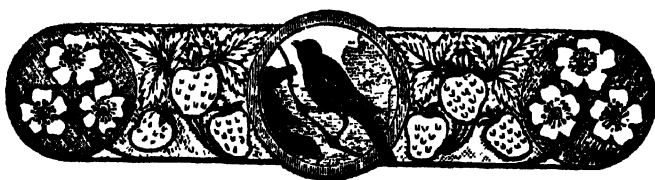
# অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আজ ছুটি আছে। বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হয়, এমন সময়ে সরলা সংসারের সমস্ত কাজ কর্ম্ম শেষ করিয়া স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। সুবোধচন্দ্র এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে শিশুশিক্ষা-বিষয়ক একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন, সরলাকে প্রসন্নমনে গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, বলিলেন, অনেক পরিশ্রম করিয়াছ, একটু বিশ্রাম কর, একটু পরে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করা যাইবে।

স। বিশ্রাম সুখ অনেক ভোগ করিয়াছি। যে চিন্তা আমার সমস্ত মন প্রাণকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছে, এ জনমে কখন এক মুহূর্ত্তের জন্য সে চিন্তার হাত হইতে মুক্তি পাইব না। আমার নিজের সুখ ও আরামের দিন ফুরাইয়াছে, এখন আমার এই প্রাণের ধনটিকে মানুষ করিয়া মরিতে পারিলে পরম লাভ বলিয়া মনে করিব। তুমি আর বিলম্ব করিও না যাহা বলিবার তাহা আরম্ভ কর।

সু। আজ মাকে ডাক না, তিনি আমাদের নিকট বসিলে অনেক উপকার হইবে।

স। তুমি ডাক। আমি কি বলিয়া ডাকিব?

সুবোধচন্দ্র ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিলেন তাঁহার জননী রৌদ্রে বসিয়া রামায়ণ পড়িতেছেন, তিনি মাকে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইবামাত্র বৃদ্ধা উঠিয়া সুবোধচন্দ্রের ঘরে প্রবেশ করিলেন।

সু। আমি ঐ যে বইখানি পড়িতেছিলাম, তাহা হইতে আমার মনে আপনাপনি এই ভাবের উদয় হইতেছিল যে মানুষের জীবন, তাহার গম্যপথ—সংসার ও সেই সংসার পথে বিচরণের জন্য যে অবশ্য প্রয়োজনীয় সময়, ইহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ চিন্তা করিলে, দেখিতে পাওয়া যায় যে শৈশবাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া লোকে জ্ঞান-যোগে সংসার-সূত্রে মুহূর্ত্ত পরে মুহূর্ত্ত বসাইয়া ঠিক যেন ফুলের মালা গাঁথিতেছে। যাহার জ্ঞানাঙ্কুর শিক্ষার প্রথম জল সেচনে সুপথগামী হইয়াছে, তাহার পরিশ্রম সার্থক, তাহার পুষ্প-মালা আদরের ধন, জাতীয় সম্পত্তি, সে ফুলের মালার সুসৌরভ সংসারকে সুগন্ধপূর্ণ ও চিরপ্রসন্ন করিয়া রাখে, পৃথিবীর লোকে সে মহারত্নের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া থাকে। আর যাহার জীবনক্ষেত্রে শিক্ষার প্রথম প্রবাহ জ্ঞানাঙ্কুরকে বিপরীত দিকে অঙ্কুরিত করিয়াছে, তাহার জীবনাভিনয় মলিন, হীনপ্রভ ও দুর্গন্ধপূর্ণ, লোকে প্রাণান্তেও সে দিকে দৃষ্টিপাত করে না, ভ্রমেও তাহার আলোচনা করে না, স্বপ্নেও তাহার চিন্তা করেনা। যখন সংসার-পথ মানবের এত প্রিয়, সেই সুখের পথে ভ্রমণ করা যখন মানবের প্রার্থনার বিষয়, সেই ভ্রমণে যখন জীবনের সমগ্র সময় অতিবাহিত হইয়া থাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মানব-

মন শিক্ষা লাভ করে ; যখন মানব জীবনে শিক্ষা ও সময় একাকারে আরম্ভ হইয়াছে, তখন মানব জীবনের প্রথম মুহূর্ত্ত হইতে যে শিক্ষার সূচনা হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

স। আমি বেশ বুঝিয়াছি যে আমরাই জনসমাজের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী। স্ত্রীজাতির সুপ্রকৃতির উপর জনসমাজের কল্যাণ নির্ভর করে। ঐ যে সে দিন বলিয়াছিলে "মা" এই কথাটিই শিক্ষার নামান্তর মাত্র, ইহা বড় সত্য কথা।

সু। জগতে যত স্বাধীন-চিত্ত ও নীতিপরায়ণ ধর্ম্মবীরগণ জন্মগ্রহণ করিয়া মানব জীবনের মহত্ত্ব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এই পৃথিবী-বক্ষে যত সুনীতিপরায়ণ, সাহসী ও সদাশয় রাজা ও সেনাপতি জন্মগ্রহণ করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা, স্বাধীনতা ও গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, এই সুবিস্তৃত ধরণীবক্ষে অসংখ্য নরনারী তাঁহাদের জীবন পথে কর্ত্তব্য জ্ঞানের প্রদীপ্ত প্রদীপ হস্তে লইয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা সহকারে সংসারে প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে যে অগ্রসর হইতেছেন এবং জীবনে যে স্বর্গীয় দৃষ্টান্তের জলন্তরেখা পাত করিয়া অলক্ষিত ভাবে অদৃশ্য হইতেছেন, সরলা তুমি নিশ্চয় জানিও যে তাঁহাদের সেই শৈশবের আশ্রয়-স্থল—জননী-ক্রোড়ই তাঁহাদিগকে ধর্ম্মে বীর, নীতিতে সুদৃঢ়, অধ্যবসায়ে বদ্ধপরিকর ও উৎসাহে জ্বলন্ত অগ্নিশিখাবৎ গঠিত করিয়াছে।

মা। তুমি ঠিক বলিয়াছ। যাহারা সংসারে বড় লোক হয়, তাহারা মায়ের গুণেই বড় লোক হয়, আবার যাহারা সংসারে কোন উন্নতি করিতে পারে না, নীচ, স্বার্থপর

অপদার্থ লোকের ন্যায় যে সংসারের কলঙ্কভার বৃদ্ধি করিয়া থাকে, তাহাও মায়ের দোষে। মা'ই শিশুর পরম মঙ্গলের আধার, মা'ই শিশুর সর্ব্বনাশের মূল।

স। দেখ, তুমি যে মধ্যে মধ্যে আমাদের দেশের অনেক বড় লোকদের কথা বলিয়া থাক, তাঁহারা কি তবে মায়ের গুণেই জীবনে উন্নতিলাভ করিয়াছেন ?

সু। তা কি তুমি জান না ? আমি এখনই এক এক করিয়া আমাদের দেশের অনেক লোকের নাম করিতে পারি, যাঁহাদের অতুল কীর্ত্তি ও প্রতিভা লাভে, তাঁহাদের জননীগণের সদ্গুণসকল ও ধর্ম্মভাব বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছে। প্রথমতঃ মনে কর, রাজা রামমোহন রায়।

স। হ্যাঁ তাওত বটে।

মা। শুনিয়াছি রামমোহন রায়ের মা বড় ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক ছিলেন। তাঁহার ইষ্টদেবতা ও নিজধর্ম্ম বিশ্বাসের উপর এমন প্রগাঢ় আস্থা ছিল যে, তাঁহার শাক্ত পিতা পূজার প্রসাদী বিল্বপত্র শিশু রামমোহনের মুখে দিবা মাত্র কন্যা অত্যন্ত ব্যথিত হন ও পিতাকে তিরস্কার করিতে করিতে শিশুর মুখ হইতে সেই দেব-প্রসাদী বাহির করিয়া ফেলিয়া দেন। শেষ দশাতেও রামমোহন রায়ের ধর্ম্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "বাবা রামমোহন, যাহা বল, যাহা কর, সকলই সত্য; কিন্তু আমার বিশ্বাসের ধর্ম্ম, আমি আর বৃদ্ধ বয়সে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করিতে পারিনা।" ইনি সে সময়ের এমন একজন সম্ভ্রান্ত, মর্য্যাদাশালী ও ধনবান লোকের জননী হইয়াও, শেষ দশায় শ্রীক্ষেত্রে

জীবন যাপন করিয়াছিলেন এবং পরলোক প্রাপ্তির আশায় সেই বিদেশেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

সু। দেখ দেখি, ধর্ম্মে এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও অটল আস্থা এবং জীবনে এমন উদারতা ও সদাশয়তা না থাকিলে কি তিনি রামমোহন রায়ের ন্যায় ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধীশক্তিসম্পন্ন ও বংশের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান-রত্নের জননী বলিয়া জগতে চিরস্মরণীয়া হইতেন? রামমোহন রায় উত্তর কালে যে সকল সদ্‌গুণে সুশোভিত হইয়াছিলেন, তাহার অধিকাংশই তিনি শৈশবে জননী-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া স্তনদুগ্ধ পান করিতে করিতে লাভ করিয়াছিলেন।

তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয়, ইনিও জননীর গুণে আজ এই মহাব্রতে ব্রতী। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে হিন্দুশাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করতঃ বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও বৈধতা প্রমাণিত করেন, তাহারই জন্য কতদিন গৃহত্যাগ করিয়া সংস্কৃত কালেজের পুস্তকাগারে দিবাযামিনী অবিশ্রান্ত শাস্ত্রাধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। শেষে সমাজের নানাবিধ উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়া পূর্ণ উৎসাহ ও উদ্যমের সহিত প্রথম বিধবাবিবাহ দিয়াছিলেন। এসকলের মধ্যে তাঁহার সেই স্নেহময়ী জননীর উৎসাহ বচন অনেক পরিমাণে তাঁহার অন্তরে বলবিধান করিয়াছিল। দেখাও দেখি, কোন্ জননী পুত্রকে এমন সমাজ-বিপ্লবকারী আন্দোলনের প্রধানতম নেতা হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া, সমাজের সর্ব্ববিধ অত্যাচার ও ভর্ৎসনা প্রসন্ন মনে বহন করিতে দেখিয়া কাতর হন না?

মা। বিধবাবিবাহে বিদ্যাসাগরের মায়ের কোন যোগ ছিল না কি?

সু। তা বুঝি জান না ? বিদ্যাসাগর বড় পিতৃ-মাতৃ-বৎসল। পিতা মাতার জীবদ্দশায় এমন কোন কাজ করিতেন না, যাহাতে তাঁহাদের প্রাণে ক্লেশ হয়। বিধবাবিবাহবিষয়ক একখানি শাস্ত্রসম্মত ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করিয়া সর্ব্বপ্রথমে পিতার নিকট গিয়া বলিলেন,—"দেখুন, আমি শাস্ত্রাদি হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থনের জন্য এই পুস্তকখানি প্রণয়ন করিয়াছি। আপনি শুনিয়া এ বিষয়ে আপনার মত না দিলে, আমি ইহা প্রকাশ করিতে পারি না।" পিতা পুত্রকে বলিলেন,"যদি আমি এ বিষয়ে আমার মত না দিই, তবে তুমি কি করিবে ?" পুত্র বলিলেন, "তাহা হইলে আমি আপনার জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ প্রচার করিব না। আপনার মৃত্যুর পর আমার যেরূপ ইচ্ছা হইবে, সেইরূপ করিব।" পিতা বলিলেন, "আচ্ছা, কাল্ একবার নির্জ্জনে বসিয়া মনোযোগসহকারে সকল বিষয় শুনিব, পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা বলিব।" পরদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় পিতার নিকট বসিয়া গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। পিতা সমস্ত শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর, যাহা লিখিয়াছ তাহা সমস্ত শাস্ত্রসঙ্গত হইয়াছে ?" পুত্র বলিলেন, "হাঁ, আমার তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।" তখন পিতা বলিলেন, "তবে তুমি এ বিষয়ে বিধিমতে চেষ্টা করিতে পার, আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই।" পিতার আদেশ পাইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয় হৃষ্টমনে জননীর নিকট গমন করিলেন এবং মাকে বলিলেন, "মা তুমি ত শাস্ত্র টাস্ত্র কিছু বুঝিবে না, আমি এই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একখানি বই লিখিয়াছি, কিন্তু

তোমার মত না পেলে এ বইখানি ছাপাইতে পারি না। শাস্ত্রে বিধবাবিবাহের বিধি আছে।” উন্নতমনা সহৃদয়া জননী অমনি বলিলেন, “কিছুমাত্র আপত্তি নাই, লোকের চক্ষু-শূল,—মঙ্গল কর্ম্মে অমঙ্গলের চিহ্ন,—ঘরের বালাই হইয়া নিরন্তর চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতে যাহার দিন কাটিতেছে, তাহাকে সংসারে সুখী করিবার জন্য উপায় করিবে, আমার সম্পূর্ণ মত আছে। তবে এক কাজ করিবে, যেন ওঁকে (কর্ত্তাকে) বলিও না।” পুত্র বলিলেন, “কেন মা ?” জননী বলিলেন “তাহা হইলে উনি বাধা দিতে পারেন। কারণ তুমি বিধবাবিবাহের গোলযোগ তুলিলে ওঁর অনেক ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা।” বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, “বাবা মত দিয়াছেন।” জননী একথা শুনিবামাত্র আরও দশগুণ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, “তবে বেশ হইয়াছে, তবে আর ভয় কি ?”

মা। বিদ্যাসাগরের মা ত তবে খুব বড় মনের লোক ছিলেন।

সু। কেবল এই একটি গুণের কথা শুনিয়া এত আশ্চর্য্যান্বিত হইলে, না জানি তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু শুনিলে হয় ত তাঁহাকে অতুলনীয়া রমণী বলিয়া মনে করিবে। একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীর নিকটস্থ কয়েকটি বিধবা ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহের পর তাঁহার বাটীতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। নবীনা বধূরা প্রাণ খুলিয়া ইহাদিগের সহিত মিশিলেন না, বরং একটু দূরে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিলেন এবং সেই মেয়ে কয়টিকে তাহাদের জাতি গিয়াছে বলিয়া এবং ঐরূপ আরও নানা প্রকার ঠাট্টা তামাসা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের ঈদৃশ আচরণে মর্ম্মাহতা হইয়া মেয়ে কয়টি রোদন করিতেছে দেখিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সকল কথা শ্রবণানন্তর সেই স্নেহময়ী জননীসদৃশা প্রবীণা গৃহিণী কন্যাদের হস্ত ধারণ করতঃ বলিলেন "মায়েরা কাঁদিও না, উহারা ছেলেমানুষ, তাতে পরের মেয়ে, তোমাদের সমাদর কি বুঝিবে? উহাদের কথায় কি দুঃখ করিতে আছে?" এই বলিয়া তিনি সেই কন্যাগুলিকে লইয়া নিজে একপাত্রে আহার করিতে বসিলেন এবং তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, এখন তোমরা বুঝিতে পারিলে, যে তোমাদের জাতি যায় নাই, তা হ'লে আমি কি তোমাদের সঙ্গে একপাতে ভাত খাইতাম?" মা, দেখ দেখি কেমন সুন্দর উদারতা!

মা। অমন মা না হ'লে কি এমন সন্তান কখন হয়?

সু। আর একটি ঘটনা উল্লেখ করিলে, তোমরা বুঝিতে পারিবে তিনি কিরূপ সদয়হৃদয়া ও পরদুঃখকাতরা রমণী ছিলেন। ভদ্রলোকদের ত কথাই ছিল না; হাড়ী ডোম প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর লোকদের বাড়ীতে কাহারও পীড়া হইলে, অকাতরে দিবানিশি তাহাদের সেবা করিতেন, পথ্যের প্রয়োজন হইলে, বাড়ী আসিয়া পথ্য রাঁধিয়া লইয়া যাইতেন। * মা, দেখ দেখি কেমন প্রাণ!! এমন মায়ের সন্তান বলিয়াই বিদ্যাসাগর মহাশয় আজ আমাদের সমাজের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অটল ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন।

* আমরা এগুলি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের মুখে শুনিয়াছি তাঁহার জননীদেবীর আখ্যান গুলির প্রুফ্ তিনিই দেখিয়া দিয়াছিলেন।

পরের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় যে অমনি সেখানে গিয়া উপস্থিত হন, অন্যের চক্ষে জলধারা দেখিলে, তখনই যে তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে,—চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, সে কেবল সেই দয়াবতী জননীর কোমল হৃদয়ের গুণে। বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজে বলিয়াছেন, "আমি যদি আমার মায়ের গুণরাশির শতাংশের একাংশ মাত্রও পাইতাম, তাহা হইলে কৃতার্থ হইতাম। আমি এমন মায়ের সন্তান, ইহা (Glory) * গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি।

মা। বুড়ি কি বাঁচিয়া আছেন ? আমার ইচ্ছা হইতেছে, একবার দেখিয়া চক্ষু সার্থক্ করিয়া আসি।

সু। না মা, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মা বাপ অনেক দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁহার পিতা মাতার দুইখানি অতি সুন্দর ছবি আছে। যদি ছবি দেখিতে চাও, তাহা হইলে একদিন দেখাইয়া আনিতে পারি।

মা। আচ্ছা একদিন যাব। এমন দিনে নিয়ে যাবে যে দিন বিদ্যাসাগর বাড়ী থাকেন। বিদ্যাসাগরকে কখন দেখিনি, দেখে আস্‌ব।

স। আর দুই একটী লোকের নাম কর না।

সু। তার পর আমাদের জাতীয় গৌরবের ধন কেশব বাবু, যাঁহার উদার ধর্ম্মভাব ভারতবর্ষে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে, ইউ-

* আলাপের সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় *"Glory"* কথাটি ব্যবহার করিয়াছিলেন।

রোপ ও আমেরিকা যাঁহার ধর্ম্মমত জানিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, সেই মহামতি কেশবচন্দ্র, তাঁহার শৈশবের আশ্রয়স্থল, স্নেহ মমতার মূর্ত্তিমতী দেবতা জননী-ক্রোড়েই বিবিধ সদ্‌গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মাতা উভয়েই ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন ছিলেন। কেশবচন্দ্র মরিবার সময় মায়ের পায়ের ধূলা লইয়া বলিয়াছেন, "মা! তোমার মত মা সকলের হয় না। আমি তোমারই গুণগুলি পাইয়া মানুষ হইয়াছি।" * কেশবচন্দ্র যে মনুষ্যত্ব ও বীরত্বের ছবি সংসারে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শৈশবের কোমল মনে সেই ধার্ম্মিকা জননীই তাহার অঙ্কুরোৎপাদনে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি সযত্নে স্বহস্তে সেই শিশু কেশবের প্রাণের ভাবগুলিকে গঠন করিয়াছিলেন বলিয়া, আজ কেশব-চন্দ্রের নামে ভারত গৌরবান্বিত,—আজ পৃথিবীর লোক বুঝিতে পারিয়াছে যে, ভারতে এখনও অমিততেজসম্পন্ন সাহসী ধর্ম্মবীর সকল জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

মা। এই সকল কথা শুনিলে একদিকে প্রাণ, আশা ও আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে, আবার নিজেদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিলে প্রাণে বড়ই ক্লেশ হয়। বাবা! তোমার কথা শুনিতে শুনিতে কতবার ভাবিয়াছি, যে আমাতে ঐ সকল গুণ থাকিলে আমিও তোমাকে উপযুক্তরূপে মানুষ করিয়া সংসারে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম, তাহা পারি নাই, কিন্তু একটা সান্ত্বনা এই আছে যে, সামান্য বুদ্ধি ও জ্ঞানে যতটুকু বুঝিয়াছিলাম, তোমাকে মানুষ করিবার সময়ে সেটুকু করিতে ত্রুটি করি নাই।

---

* সখা, দ্বিতীয় ভাগ ২৭ পৃষ্ঠা।

সু। ও কথা থাক্। আর একটি ঘটনার কথা বলি শুন। আমি একটি যুবকের বিষয় এইরূপ জানি যে, তিনি শৈশবে পিতা মাতার যে সকল সদ্‌গুণ দেখিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ফলাইতে চেষ্টা করিবার সময় আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা মাতার মৃত্যু হয়। যুবক গ্রাম্য সঙ্গীদের হাতে পড়িয়া একেবারে নিরয়গামী হইয়া যায়, তাহার আর পাপাচারের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার,—অপহৃত মনুষ্যত্বরত্ন ফিরিয়া পাইবার কোন আশা রহিল না। হতভাগ্য একেবারে ইতরের ইতরত্ব প্রাপ্ত হইল, এবং বন্ধু-বান্ধব ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া দিবা যামিনী দুঃখে কষ্টে জীবনের দিন কাটাইতে লাগিল। কিন্তু সেই বেচারীর অন্তর হইতে তাহার পিতা মাতার মহত্ব, উদারতা, ন্যায়পরতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠার স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; সে যখন এইরূপ অবস্থায় পড়িয়া সংসারের লোকের অত্যাচারে মর্ম্মাহত হইত এবং নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিত, তখন তাহার প্রাণে এক মাত্র এই স্মৃতিই সর্ব্বোপরি জাগিয়া উঠিত—"এমন সদাশয় ও ধর্ম্মভীরু পিতা মাতার সন্তান হইয়া আমি আজ এত হীন ও অপদার্থ হইয়াছি! আমি এমন ধর্ম্মময় গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পরিশেষে সর্ব্বপ্রকার পাপানুষ্ঠানে রত হইয়া পড়িয়াছি, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে শতগুণে শ্রেয়স্কর ছিল—এমন পিতা মাতার নামে অগৌরব ও কলঙ্ক আনিবার পূর্ব্বে আমি মরিলে আমার আনন্দের সীমা থাকিত না।" দেখ মা, এ যুবকের শৈশবের সুকোমল প্রাণে পিতা মাতার চরিত্রের

মহোচ্চ ভাব সকল অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া এই ব্যক্তি সেই সকল পাপানুষ্ঠানের হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া আজ আবার নূতন ভাবে জীবন গঠন করিয়া সংসারের পথে দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছেন, এখন তাঁহাকে দেখিলে, যে কত আনন্দ হয়, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিবার নহে।

পণ্ডিত ৺ দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তাঁহার পিতা মাতার চরিত্রগুণে উচ্চ ভাব সকল জীবনে লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার মাতা অতিশয় উদার-হৃদয়া রমণী ছিলেন, তাঁহার পিতার চরিত্রে অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা ও মিতব্যয়িতা গুণ প্রচুর পরিমাণে ছিল, তিনি উত্তরকালে জনক জননীর গুণগুলির অধিকারী হইয়াছিলেন।*

স। এইরূপ আরও দুই চারি জন লোকের নাম উল্লেখ কর না। এগুলি শুনিতে বড় ভাল লাগিতেছে। এগুলি বড় কাজের কথা, শুনিলে আশা বাড়ে, সাহসও হয়।

মা। আমার হরিনাম করিবার সময় হইল, আমি উঠি, তোমরা দুজনে আলাপ কর।

সু। মা, আর একটু বস না।

মা। না বাবা, আর বস্‌লে বেলা যাবে, কাজ কর্ম্ম সব পড়ে আছে, বৌমা একা ত সব পার্‌বে না। আমি উঠিলাম। তোমারা আর একটু বসে কথা কও।

* সখা, চতুর্থ ভাগ।

## নবম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ কি এদেশে, কি বিদেশে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া জাতীয় মহত্ত্ব ও লোকসমাজের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, সরলা, নিশ্চয় জানিও তাঁহাদের অনেকেই অল্লাধিক পরিমাণে ধর্ম্মগতপ্রাণ ও নিষ্ঠাবান্ পিতা মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের অঙ্কে লালিত পালিত হইয়াছেন। জননী সুপ্রকৃতি-সম্পন্না ও ধার্ম্মিকা হইলে সন্তান যে সচ্চরিত্র ও ধর্ম্মভাবপূর্ণ হয়, ইহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাইলাম। এ বিষয়ের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত চক্ষুর সমক্ষে পড়িয়া আছে। সকল বলিব না, তবে আরও কয়েকটা বলি শুন। তুমি থিওডোর পার্কারের নাম শুনিয়াছ ত?

স। থিওডোর পার্কারের নাম কি কেবল শুনিয়াছি? তাঁহার জীবনচরিত পড়িয়াছি।

সু। পার্কার যখন বালক ছিলেন, বল দেখি, তখন তাঁহার জীবনে কি এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল?

স। ইঁহার সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে যে, ইনি যখন পঞ্চম

বালক, তখনই একদিন পিতার গোলাবাড়ী হইতে গৃহে আসিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি একটি কচ্ছপের ছানা, একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের পরিষ্কার জলে, রৌদ্রে খেলা করিতেছে দেখিয়া তাহাকে প্রহার করিতে গেলেন। তাহাকে মারিবার জন্য হাত তুলিতে না তুলিতে, কে যেন তাঁহার অন্তর হইতে ডাকিয়া বলিল "পার্কার মারিও না।" তখন পার্কার চমকিত চিত্তে চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। তিনি সভয়ে দৌড়িয়া জননীর নিকট আসিলেন এবং তাঁহার ক্রোড়ে উঠিয়া সকল কথা তাঁহাকে বলিলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কে কোথা হইতে নিষেধ করিল? তখন পার্কারের মাতা বলিলেন, "বাবা, লোকে উহাকে 'বিবেক' বলে, আমি উহাকে 'ঈশ্বরের বাণী' বলি, তুমি যতই ঐ কথা শুনিয়া চলিতে চেষ্টা করিবে, ততই উহা স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইবে, এক সময়ে উহাই তোমার জীবনের পথ প্রদর্শক হইবে।"

সু। এই দেখ পার্কার এইরূপ ধর্ম্মগত-প্রাণা রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি আজ উন্নতিশীল আমেরিকার উজ্জ্বলতম রত্ন। আমেরিকায় কেন, পৃথিবীর বক্ষে অক্ষয় অক্ষরে মহাত্মা পার্কারের নাম চির অঙ্কিত থাকিবে। "টম্ কাকার কুটীর" পড়িয়াছ কি?

স। হ্যাঁ, তাহাতে দাস ব্যবসায় সম্বন্ধে অনেক ভয়ানক ঘটনা লেখা আছে। সেই বই ত?

সু। এই দাস ব্যবসায় উঠাইবার জন্য, যে সকল লোক জীবন

উৎসর্গ করিয়াছিলেন, মহাত্মা পার্কার তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর এক জন। ইহাঁর উৎসাহ ও উদ্যম, অধ্যবসায় ও ধর্ম্মভাব আমেরিকাতে এক বিচিত্র পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। এখন ভাবিয়া দেখদেখি, কয়জন জননী এই প্রকারে সন্তানদের অবিকশিত বিবেক ও ধর্ম্মভাবকে ফুটাইবার জন্য চিন্তিত? পার্কার এইরূপ ধার্ম্মিকা জননীর ক্রোড়ে পালিত ও তাঁহার দ্বারা শিক্ষিত হইয়াছিলেন বলিয়াই, আজ জগতের উন্নতমনা ও চিন্তাশীল পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যস্থলে আসন পাইয়াছেন।

শিক্ষিত জননী ভিন্ন সন্তান যে সুশিক্ষিত হইতে পারে না, এই সহজ সত্যের অসংখ্য প্রমাণ আমাদের সমক্ষে পড়িয়া আছে, অথচ আমরা জনসমাজের সর্ব্বপ্রধান মঙ্গলের নিদানভূমি নারী-জীবনের উন্নতি সাধনে অগ্রসর নহি।

স। অনেক লোকের মুখে শুনিতে পাই, স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে, পারিবারিক শান্তির অভাব হয়, স্ত্রীলোকেরা বাবু হইয়া যায়, তাহারা আর শাসনে থাকে না।

সু। ক্ষুদ্রমনা লোকদের কুসংস্কার দূরীকরণের জন্য কেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, সুশিক্ষার নির্ম্মল বায়ুপ্রবাহ কখন অশান্তির বীজ বহন করে না। আমাদের কুচিন্তালব্ধ কুভাব সকলই তোমাদের শান্তি-প্রিয়তা ও উদারতাকে ধ্বংস করিয়া থাকে, নারী-জীবনের যে দুর্গতি হইয়াছে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাহার জন্য আমরাই দায়ী—আমরাই তোমাদের এই শোচনীয় অবস্থার মূল কারণ। যে দিন নিজ পরিবারের, নিজ গ্রামের এবং স্বদেশের মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রাণ কাঁদিবে, সেই দিন বুঝিতে পারিব যে, আমাদের সর্ব্ব প্রধান

কর্ত্তব্য কার্য্যই স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা লাভের সদুপায় উদ্ভাবন করা,—যাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের গুরুভার অনুভব করিতে ও তাহা সুন্দররূপে বহন করিতে পারেন, তাহার উপায় বিধান করা অবশ্য কর্ত্তব্য কার্য্য,—না করিয়া থাকিতে পারিব না। তোমাদের উন্নতি না হইলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইবে না, এদেশে পৌরুষ ও মনুষ্যত্ব ফুটিয়া উঠিবে না। এদেশের লোকের দুর্দ্দশাও ঘুচিবে না।

আর এই যে তোমার বাবা তোমাকে একটু আধটু লেখাপড়া শিখাইয়াছেন, তাহাতে ত আমার গৃহে কোন অশান্তি বা বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই, বরং আমার এই ক্ষুদ্র সংসারে শান্তি ও আরাম বিরাজ করিতেছে বলিয়াই সর্ব্বদা অনুভব করি। কই আমার বৃদ্ধা মাতা, যিনি নিরন্তর হরিনাম জপ করিতেছেন, তিনি ত কোন দিন তোমার উপর বিরক্তি প্রকাশ কিংবা তোমার লেখাপড়া শিক্ষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন নাই ?

স। যেরূপ অবস্থার ভিতরে বাস করিয়া তুমি নিয়ত সুখ ও শান্তি ভোগ করিতেছ, তাহা কয়জন লোকের ভাগ্যে ঘটে, আর ঘটিলেও কয়জন লোকই বা তাহা রক্ষা করিয়া ভোগ করিতে পারে ? তুমি যে অবস্থাকে সুখের বলিয়া মনে কর, অনেক লোক হয়ত তাহাতে সন্তুষ্ট নহে। আর বিশেষতঃ তোমার সংসারে যে শান্তি ও সুখ বিরাজ করিতেছে, তাহার প্রধান কারণ এই যে, তোমার মায়ের মত শান্তস্বভাবা ও ধার্ম্মিকা স্ত্রীলোক অতি অল্প দেখা যায়। না বুঝিয়া কত দিন কত অন্যায় কাজ করিয়াছি, কিন্তু এক দিনের জন্য

একটিও মন্দ কথা শুনিতে হয় নাই। যাহা কিছু বলেন, এমনি মিষ্টি করিয়া বলেন যে, কেহ বিরক্ত হইতে পারে না।

সু। এ সংসারের সমগ্র সুখের অর্দ্ধাংশের অধিক তোমাদের উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। তোমাদের জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিতে পারিলে, জনসমাজ যে সকল বিষয়ে লাভবান হইবে, সেই সকলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা তাহাই এই শিশু-পালন। কুসংস্কারের অন্ধকারে আবৃত, ভূত প্রেতের আবাস-ভূমি নারী-হৃদয়ের পরিবর্ত্তে সুশিক্ষার শুভ্রালোকে আলোকিত রমণীর মন যদি কখন কোমলমতি বালক বালিকার পরিচালক হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ অন্যবিধ আকার ধারণ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

স। আরও যে কত বড় বড় লোকের নাম করিবে বলিলে, যাঁহারা মায়ের গুণে সংসারে মনুষ্যত্ব ও অতুল প্রতিভার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন?

সু। আমেরিকার জন্ র‍্যাণ্ডল্‌ফ নামক একজন রাজনৈতিক পণ্ডিত বলিয়াছেন ঃ—"আমার পরলোকগতা জননী আমাকে আমার হাঁটুর উপর বসাইয়া আমার হাত দুখানি তাঁহার হাতের মধ্যে ধরিয়া বলাইতেন 'আমাদের পিতা স্বর্গেতে আছেন।' আমার শৈশবের সেই স্মৃতি নিয়ত যদি আমার স্মরণপথে উদয় না হইত, তাহা হইলে আমি ঈশ্বর-দ্বেষী নাস্তিক হইয়া যাইতাম।"

জননীর ধর্ম্মভাব ও চরিত্র যে সন্তানের জীবনে কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন আনিতে পারে, ইংরাজ কবি কাউপারের

বন্ধু রেভারেণ্ড জন্ নিউটনের জীবনে তাহার এক চমৎকার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইনি পিতামাতার মৃত্যুর পর নাবিকের কার্য্য করিতে করিতে যখন যৌবনের চঞ্চলতা-বশতঃ পাপপথে পদার্পণ করেন এবং বহুকাল সেই পাপ-হ্রদে ডুবিয়া আত্মনষ্ট করিতেছিলেন, তখন সহসা এক দিন শৈশবে জননীর নিকট প্রাপ্ত সদুপদেশের স্মৃতি তাঁহার সমগ্র মন প্রাণকে অধিকার করিয়া ফেলিল! তাঁহার বোধ হইল, যেন জননী পরলোকের আবরণ উন্মোচন করিয়া তাঁহার প্রাণে প্রকাশিত হইলেন এবং ধীরে ধীরে তাঁহাকে ধর্ম্ম ও সাধুতার পথ দেখাইয়া দিয়া গেলেন।*

বোষ্টন্ নগরে কোন বিদ্যালয়ের বালিকাদিগের পরীক্ষার সময়ে আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রধান রাজকর্ম্মচারী (Ex-President Adams) উপস্থিত ছিলেন। বালিকারা তাঁহাকে যে অভিনন্দন পত্র দেয়, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বড় আর্দ্র হয়, অভিনন্দন-পত্রের উত্তরে, তাঁহার নিজ জীবনের উপর, স্ত্রী-চরিত্রের বল কতদূর কার্য্যকরী হইয়াছিল, তাহা তিনি নিম্ন-লিখিত কয়েকটি কথায় অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন :—"মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখের নিদান যে সুশিক্ষিতা ও সম্পূর্ণরূপে সন্তান পালনে সক্ষমা জননী, শৈশবে আমি তাহাই লাভ করিয়াছিলাম, তাঁহারই নিকট ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, যে শিক্ষা চিরজীবন আমার সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে। আমি এ কথা বলি না যে, তাঁহার সাধুতা ও

* *Smiles' Character, page 39.*

ধর্ম্মভাব যাহা আমাতে থাকা উচিত, তাহা আছে, তথাপি ইহা স্বীকার করা আবশ্যক, না করিলে, সেই পূজনীয়া জননীর পরলোকগত আত্মার উপর অবিচার করা হয়। আমার এ জীবনে যাহা কিছু ত্রুটি লক্ষিত হয়, তাহা তাঁহার দোষে নহে, আমি যে সকল বিষয়ে তাঁহার পরামর্শানুসারে চলি নাই, ইহা তাহারই ফল মাত্র। *

ফ্রান্সের সম্রাট্ নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলিতেন:— "শিশুর ভাবী মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে মায়ের উপর নির্ভর করে, তাঁহার নিজের জীবনে তিনি যে উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন; তাহা অত্যধিক পরিমাণে তাঁহার ইচ্ছার সুবিকাশ ও সুপরিচালন, উদ্যম ও আত্মশাসন প্রভৃতি গুণে লাভ করিয়াছিলেন—ঐ সকল গুণলাভে তাঁহার জননী যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত-প্রণেতাদের মধ্যে এক জন বলিয়াছেন, তাঁহার জননী ভিন্ন অপর কাহারও আদেশ তাঁহার উপর চলিত না, যিনি সদুপায় অবলম্বনপূর্ব্বক স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ শাসন ও ন্যায়ানুষ্ঠান দ্বারা সন্তানকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইতে, তাঁহাকে ভালবাসিতে, সম্মান করিতে এবং তাঁহার আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন, সেই জননীর নিকটই তিনি বাধ্যতাগুণ শিক্ষা করিয়াছিলেন।" †

সরলা, সুশিক্ষা ও সদনুষ্ঠান সকল এইরূপে বংশপরম্পরাগত হইয়া লোক সমাজকে অশেষ কল্যাণ ও মঙ্গলভাবে পূর্ণ

* *Smiles' Character, page 47.*
† *Smiles' Character, page 42.*

করিয়া থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ স্ত্রীজাতির ক্ষমতা সকল কালে, সকল দেশে সমান কি না। লোকসমাজের রীতিনীতি ও চরিত্র স্ত্রীজাতীর অবস্থার উন্নতি ও অবনতির উপর নির্ভর করে। যেখানে রমণীকুল যে পরিমাণে উন্নতা ও শিক্ষিতা, সেখানে লোক সমাজও সেই পরিমাণে উন্নতির সোপানে অগ্রসর, যেখানে স্ত্রীচরিত্র কুশিক্ষা, কুসংস্কার ও কদাচারের মধ্যে ডুবিয়া আছে, সেখানে দেখিবে, মনুষ্যসমাজও অধোগতি প্রাপ্ত—হীনদশাগ্রস্ত।
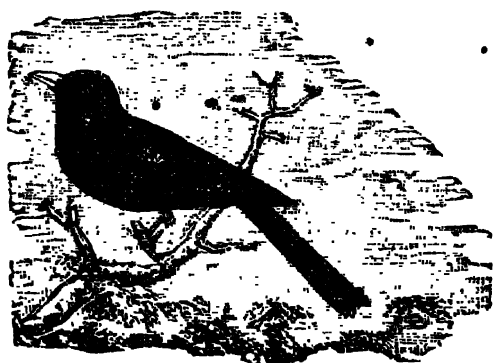
## দশম পরিচ্ছেদ।

এইরূপ আলাপ ও আলোচনা দ্বারা যে সকল কথা সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে, যে সকল বিষয় কার্য্যে পরিণত করা উপযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে, সরলা ও সুবোধচন্দ্র সেগুলি অতি যত্নে সংগ্রহ ও সাধন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। অল্প কথায় এই বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের জীবনের গতি ফিরিয়াছে, আকাঙ্ক্ষা আশার পথে অগ্রসর হইতেছে, প্রাণের লুক্কাইত সাধু ভাবগুলি ফুটিয়া উঠিতেছে, ঊষা সমাগমে অন্ধকার যেমন দূরে পলায়ন করে, সাধু সঙ্কল্পের বলে অপবিত্র ভাবগুলি তাঁহাদের জীবন-ভূমি হইতে ক্রমশঃ বিদায় গ্রহণ করিতেছে। কর্ত্তব্য-জ্ঞানের এমনই প্রভাব যে, মানুষের জড়তা ও আলস্য চিরদিনের মত দূর করিয়া দেয়। ইহাঁদের প্রাণে কি এক আশ্চর্য্য উৎসাহ ও উদ্যম জন্মিল যে, ইহাঁরা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ইঁহারা শিশু সন্তানটিকে মানুষ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইতিমধ্যেই এমন অনেক সঙ্কেত, অনেক উপায় জানিতে পারিয়াছেন, যাহা তাঁহাদের চারি পাঁচ মাসের সন্তানের উন্নতিকল্পে নিয়োগ করিতে পারেন। অদ্য আবার সন্ধ্যার

সময়ে সুবোধচন্দ্র তাঁহার জননী ও স্ত্রীকে লইয়া এই সম্বন্ধে আলাপ করিতে বসিয়াছেন।

সু। মা, তুমি আমাকে মানুষ করিবার সময়ে যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলে, সে দিন তাহার অল্প কয়েকটি মাত্র বলিয়াছিলে।

মা। যে সকল কুশিক্ষানিবন্ধন শিশুর জীবন কুপথগামী হয়, আমি তাহাই কেবল উল্লেখ করিয়াছিলাম এবং কি উপায়ে তোমাকে সেই সকল হইতে দূরে রাখিয়াছিলাম, তাহাই দেখাইয়াছিলাম। আমি এমন কিছু বলি নাই, যাহা সাক্ষাৎভাবে তোমার বাল্যশিক্ষার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে। আজ সেই সম্বন্ধে কিছু বলিব। আর তোমাকে যে সময়ে মানুষ করিতে হইয়াছিল, তখন জ্ঞানের অল্পতাবশতঃ যে সকল বিষয় ভাল বুঝিতাম না, এক্ষণে বৃদ্ধ হইয়াছি, শিশুকে মানুষ করিবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা অনেক অধিক জানিতে পারিয়াছি।

দেখ সুসন্তান কর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মের প্রদীপ হস্তে লইয়া জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইবে, এ ইচ্ছা সকল পিতামাতার মনে জাগরূক থাকে। কীর্ত্তিমান্ সন্তান বংশের গৌরব। যে পরিবার সুসন্তানের গুণে পবিত্র হয়, সুসন্তানের যশঃসৌরভে যে পরিবারের মুখ প্রসন্ন হয়, সে পরিবার,—সে গৃহ যে এই কুশিক্ষা-মরুভূমে শান্তি, পবিত্রতা ও সদাচারের উৎস, তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে? কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে প্রাণ ফাটে, সেরূপ নির্দ্দোষ ও বিমল শিক্ষার উপযোগী আদর্শ পরিবার আমাদের দেশে অতি বিরল। তুমি

ইংরাজী শিখিয়াছ, অনেক ইংরাজী বই হইতে শিশুশিক্ষার উপযোগী অনেক কথা সংগ্রহ করিয়াছ এবং তাহা বৌমাকে বলিয়া দিতেছ। আমি ইহার বিরোধী নহি, যেখানে যাহা কিছু সদুপদেশ পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু আমাদের ছেলেদের মানুষ করার জন্য আমাদের দেশীয় আদর্শ চরিত্র সকলও গল্পচ্ছলে তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।

সু। মা, আমার মনে হয়েছে, আমি যখন খুব ছোট, তুমি আমাকে নিকটে বসাইয়া, রাজা হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান, রত্নাকরের মুক্তি প্রভৃতি গল্প করিয়া শুনাইতে, আমি এমন অবাক্ হয়ে তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া, সেই সকল কথা শুনিতাম যে, তাহা আর কখন ভুলি নাই, দেখ আজও আমার সেই সকল কথা বেশ মনে আছে।

মা। রাজা হয়ে হরিশ্চন্দ্র যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও ক্লেশস্বীকার করিয়া সত্যের অনুসরণ করিয়াছিলেন,—পাপী রত্নাকর রামনাম সাধন করিয়া যেরূপে নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন ও শেষে বাল্মীকি নামে জগতে পরিচিত হন, তাহাই যদি কোমলমতি শিশুর সরলমনে অঙ্কিত করিয়া না দিই, তবে ছেলে কি করিয়া সত্যের জন্য প্রাণ দিতে,—ভগবানের জন্য সকল সুখ বিসর্জ্জন দিতে শিখিবে? শিশুর নিকট গল্প যদি করি, তবে রত্নাকরের মুক্তি,—হরিশ্চন্দ্রের স্বার্থত্যাগ, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা,—ভীষ্মের শরশয্যাতে শয়ন এবং অর্জ্জুনের রণকৌশল ও বাহুবল অতি সরল ভাষায় শিশুদিগের নিকট গল্প করিব। গল্প যদি করি, তবে শিশুদিগকে নিকটে বসাইয়া রামচন্দ্রের

পিতৃভক্তি, ভ্রাতৃবৎসলতা ও লোকরঞ্জনের জন্য স্বার্থত্যাগ লক্ষ্মণের অগ্রজানুরাগ ও বীরত্ব গল্পচ্ছলে শিশুদিগকে সুন্দর-রূপে বুঝাইয়া দিব। রাজকুমারী সতী পিত্রালয়ে সন্ন্যাসী শিবের নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়া-ছিলেন। রাজদুহিতা ও রাজবধূ হইয়া সীতা রামচন্দ্রের সহিত বনগমনে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অরণ্যবাসের সকল প্রকার দুঃখ কষ্ট তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াও, কেহ তাঁহাকে সেই দুরূহ সঙ্কল্প হইতে বিরত করিতে পারে নাই। রাম-সহবাসে জানকী চিরদিন দুঃখ কষ্ট পাইলেও কখন রামের নিন্দা করিতেন না। পরজন্মে রামকেই পাইবার জন্য কামনা করিতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার সত্যবানের আসন্ন মৃত্যু জানিয়াও সাবিত্রী তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং সংসারের সমক্ষে প্রেমের এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাই বলিতেছি, এই সকল জাতীয় চরিত্রের অক্ষয় দৃষ্টান্ত সকল সরলভাষায় কচি ছেলে মেয়ের অফুটন্ত মনে মুদ্রিত করিয়া দিতে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। লোকে সন্তান লাভ মহা পুণ্যের কার্য্য বলিয়া মনে করে ; যে দেশের লোক বংশরক্ষা না হইলে, সর্ব্বনাশ হইল বলিয়া মনে করে, যাহারা সন্তানলাভের জন্য একাধিক পত্নী গ্রহণও করিয়া থাকে, তাহাদিগকে সন্তানগণকে মানুষ করিতে উদাসীন দেখিলে প্রাণে বড়ই দুঃখ হয়, অথচ সর্ব্বদাই এরূপ ঘটিতেছে।

সু। মা, কেন এমন হইল ? লোকে কি এ সকল ভাবে না, ভাল করিয়া এ সকল বুঝিতে পারে না বলিয়াই কি আমাদের এমন দুর্দ্দশা ঘটিতেছে ?

মা। বাবা, আজ কাল্‌কার লোক অধিক পরিমাণে সংসার-বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কাজ করে, ধর্ম্মবুদ্ধি ও ধর্ম্মভাব জনসমাজ হইতে দূরে পড়িয়াছে, তাই আমাদের এমন দশা ঘটিয়াছে। বনে না গেলে ধর্ম্ম হয় না, ব্যবসায় করিতে গেলে, প্রতারণার প্রয়োজন, চাকুরী করিতে গেলে, প্রবঞ্চনা করা ও ঘুস নেওয়া অন্যায় নহে , এইরূপ জঘন্য ভাব সকল যে আমাদের দেশের লোকের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, এই আমাদের সর্ব্বনাশের কারণ, এমন অবস্থায়, মা বাপ নিজেরা মানুষ হইতে পারিবে না, নিজেরা মানুষ না হইলে সন্তানগণকে মানুষ করিবার জ্ঞানই জন্মিবে না।

অন্ধের দর্শন, বধিরের শ্রবণ, মূকের কথা কওয়া, পঙ্গুর পর্ব্বতে উঠা, বামনের চাঁদ ধরা আমার কাছে সঙ্গত বোধ হইতে পারে, কিন্তু নিজেরা মানুষ না হয়ে, মানুষের মত সন্তান লাভ করিতে ইচ্ছা করা, সত্যবাদী ও ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী লোক না হইয়া সন্তানদের ধর্ম্মময় জীবন দেখিতে ইচ্ছা করা, নিজেরা ব্যভিচারী ও সুরাপায়ী হইয়া সুসন্তানের পিতা হইতে চাওয়া অপেক্ষা অসঙ্গত কার্য্য আর কিছু আছে বলিয়া আমার বোধ হয় না। আবার, যে মা ভূতভয়ে ভীতা, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিকে ভূতের ক্রীড়াকাল স্থির করিয়া রাখিয়াছে, সুস্থতাকে পীড়া—পীড়াকে পৈশাচিক আক্রমণ বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণে শিশু উন্নতমনা লোক হইবে, কি করিয়া আশা করা যাইবে?

সু। আমাদের দেশের পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া মা তুমি কিছু প্রভেদ দেখিতে পাওনা?

মা। একটা ঘোরতর পরিবর্ত্তন এই ঘটিয়াছে যে, আগে লোক ধর্ম্মের দিকে তাকাইয়া,—কর্ত্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সকল কার্য্যই সম্পন্ন করিত। এমন পরিবার এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে বৃদ্ধা গৃহিণীরা সকলকে আহার করাইয়া নিজে আহার করিতে বসিবেন—এমন সময়ে একজন অতিথি আসিয়াছে শুনিয়া, "বাড়াভাতে" অতিথির সেবা করিলেন এবং নিজে হয়ত অনাহারে সমস্ত দিন কাটাইলেন, অথবা পুনরায় রন্ধনাদি করিয়া আহার করিলেন। শিশুরা গৃহে আপনার মা, কিংবা ঠাকুরমাকে এইরূপে ত্যাগস্বীকার করিতে দেখিত। পূর্ব্বকালের হিন্দু পরিবারে অপরিচিত পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা, বিপন্নকে আশ্রয় দান, অতিথিকে অন্ন দানের অভাব ছিল না। গ্রামের অতি ইতর লোকের সহিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের অল্প বয়স্ক বালকদিগের এক একটি সম্বন্ধ থাকিত, কেহ কাহাকেও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাবে দেখিত না। এই সকল কারণে শিশুরা সহজেই দয়াশীল, হৃদয়বান ও মিষ্টভাষী হইতে শিখিত। বড়ই দুঃখের কথা যে, সে সুখের দিন চলিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ছেলেরা গৃহের সকল প্রকার কার্য্য দেখিয়া সুশিক্ষা পাইত, এখন তাহার ঠিক্ বিপরীত অবস্থা দেখিতেছি।

সু। মা, তোমার কথাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগিতেছে, আহা, সেই আমাদের নাপিতকে কাকা, ধোপাকে জেঠা বলিয়া ডাকিতাম, কখন সুধু নাম ধরিলে, অম্নি বাবা আমাকে তিরস্কার করিতেন, আমার সেই সকল ছেলেবেলার কথা মনে পড়িতেছে।

মা। পূর্ব্বে, বার মাসে তের পার্ব্বণে ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান ছিল,

এখন ক্রমে ক্রমে সে সকল উঠিয়া যাইতেছে, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে লোকে নূতন কিছু গ্রহণ করিতেছে না, ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্থানসকল ক্রমশঃ শূন্য হইয়া পড়িতেছে; শিশুরা যখন দেখে যে তাহাদের জনক জননীরা ভগবানের নাম বিস্মৃত হইয়া সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জিত হইয়া জীবন যাপন করিতেছেন, তখন আর তাহাদের উৎকৃষ্ট ধর্ম্মজীবন লাভের আশা কোথায়?

সু। পরের দোষানুসন্ধান ও পরচর্চ্চায় আমরা যেরূপ ব্যস্ত, যে অপরাধ নিজের হইলে তিল প্রমাণ হয়, তাহাই অন্যেতে পর্ব্বত প্রমাণ করিয়া, তাহারই সমালোচনায় যেরূপে সময় কাটাইয়া থাকি, আত্মদোষ লঘু করিয়া পরের দোষাধিক্যে আনন্দ করিতে যেরূপ ব্যস্ত, তাহা দেখিয়া শিশুরা অতি শৈশবকাল হইতে সেইরূপ করিতে শিক্ষা করিয়া থাকে; এইরূপ অবস্থাতে আত্মদৃষ্টি-বিহীন পিতা মাতার তত্ত্বাবধানে শিশুরা কুশিক্ষা পাইয়া, উত্তরকালে সংসারের অশেষ অকল্যাণ সাধন করে, এই জন্য পিতা মাতার বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা উচিত, যে তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য, তাঁহাদের বালক বালিকার প্রতি মুহূর্ত্তের শিক্ষণীয় বিষয়।

মা। বালক বালিকারা যদি জানিতে পারে যে, তাহাদের পিতা মাতা এই চরাচর বিশ্বের অধিপতি পরমেশ্বরের সত্ত্বাতে আস্থাবান্ নহেন, শিশুরা যদি জানিতে পারে যে, তাহাদের পিতা মাতা নিজ নিজ অপরাধের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন না, অনেক সময় নিজ নিজ মমতাময় জীবনের উপর অন্যায়-রূপে সদয় ব্যবহার করিয়া সুবিচারবর্জ্জিত জীবন যাপন

করেন, তখন যে বালকেরা আশৈশব দায়িত্ববর্জ্জিত জীবন গঠন করিয়া উত্তরকালে স্বার্থপরতার বিকট বেশে লোকসমাজে বিচরণ করিতে শিখিবে, ইহা আর বিচিত্র কি ?

স্থ। একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম জ্ঞান, রাজার রাজ্যশাসনের জ্ঞান, সমাজ-তত্ত্ববিদের সমাজ-শৃঙ্খলা-বিষয়ক জ্ঞান এবং লোকের প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিগত অভাব জ্ঞান না থাকিলে প্রকৃতপ্রস্তাবে উপযুক্ত গৃহস্বামী ও পাকা গৃহিণী হওয়া যায় না। এককালীন এই সকল গুণের সমবিকাশ ভিন্ন নরনারী সংসারধর্ম্মের মর্ম্ম বুঝিয়া কার্য্য করিতে সক্ষম হন না, আর তাহা না পারিলে, পারিবারিক মঙ্গলসাধনও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যিনি যে পরিমাণে এই সকল গুণ লাভ করেন, তিনি সেই পরিমাণে সংসারে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন।

## একাদশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর প্রায় এক বৎসরেরও অধিককাল চলিয়া গিয়াছে। নানা প্রকার রোগ ও অশান্তির ভিতর দিয়া এক বৎসরকাল কাটিয়াছে। সুবোধচন্দ্রের জননী, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্র, কন্যা, জামাতা ও দৌহিত্রী প্রভৃতি অনেকগুলি আত্মীয় স্বজনকে পশ্চাতে রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। জননীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদনের সময়ে সুবোধচন্দ্রের ভগিনী, স্বামী ও পুত্রসহ পিত্রালয়ে আসিয়াছিলেন। সুবোধচন্দ্রের জন্মভূমি ও বাসস্থান জেলা ২৪-পরগণার সীমান্ত প্রদেশের কোন সম্ভ্রান্ত পল্লীতে। তাঁহার পরিজনবর্গ সকলেই আপাততঃ কিছুদিনের জন্য গৃহেতেই আছেন, তিনি নিজে কলিকাতার বাসাবাটীতে থাকেন, সময়ে সময়ে বাটী গিয়া সকলকে দেখিয়া আসেন। কখন কখন পত্রাদি দ্বারা সংবাদ লইয়া থাকেন। তাঁহার জননীর পরলোক গমনে সংসারের সমস্ত কার্য্যের ভারই এক প্রকার সরলার উপর পড়িয়াছে। সরলা এই গুরুতর ভার একাকিনী বহন করিতে অসমর্থ হইয়া সুবোধচন্দ্রকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন। সুবোধচন্দ্র অদ্য আফিস হইতে আসিয়া একান্তে বসিয়াছেন,

এবং এক একবার পত্রখানি পড়িতেছেন, আবার অনন্যমনে কি ভাবিতেছেন। পত্রখানি এই ঃ—

পত্র লিখিতেছি, তুমি হয়ত পত্রখানি পড়িয়া বড়ই চিন্তিত হইবে, কিন্তু না লেখাও ভাল হয় না। মেজ কর্ত্তা (সুবোধের কাকা) পীড়িত, বাড়ীতে অধিকাংশ ছেলেদের অসুখ, আমাদের খোকার একটু একটু জ্বর হয়, আর খুব কাশী আছে। মেজ কর্ত্তার চিকিৎসা হইতেছে, কিন্তু রোগের উপশম হইতেছে না। যদি পার, একবার বাড়ী আসিতে চেষ্টা করিবে। তুমি বাড়ী আসিলে, ঠাকুরঝি শ্বশুর বাড়ী যাবার বন্দোবস্ত করিবেন, তিনিও যাবার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন। আমি একাকিনী সকল কাজ ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। ভাবি এক রকম করিব, হ'য়ে যায় আর এক রকম। ছেলেটির পা হয়েছে, সে দৌড়াদৌড়ি ঘাটে যায়, সর্ব্বদা তাহার উপর চক্ষু রাখিতে হয়, না রাখিলে মারা যাইবে। ঠাকুরঝির ছেলেতে ও আমাদের খোকাতে যে কোন একটা দ্রব্য লইয়া বড়ই ঝগড়া হয়, অধিকাংশ সময় এই সকল গোলযোগের ভিতরে আমি কর্ত্তব্যের পথ দেখিতে পাই না, কি করিলে ঠিক কাজটি করা হয় তাহাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। খাবার জিনিস নিয়ে কিংবা কোন্ খেল্‌না নিয়ে দুই ছেলেতে গোল বাধিলে, আমি আমার ছেলেকে বলি, তোমার অংশ উহাকে দাও, আমি তোমাকে আবার দিব, সে আমার কথা মত তাহার দ্রব্য ঠাকুরঝির ছেলেকে দিয়ে দেয়, তারপর ঠাকুরঝি আবার তাঁহার ছেলেকে অনেক করিয়া বুঝাইয়া, খোকার দ্রব্য খোকাকে দিয়া দেন। অনেক সময়ে আমাকে বড়ই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হয়, সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ছেলেদের ঝগড়া লইয়া আমাদের নন্দে ভেজে কোন মনান্তর হয় না। ঠাকুরঝি

বেশ বিবেচনা করিয়া চলেন, তাঁহার একটা দোষ এই যে, যার তার কাছে আমার বড় বেশী প্রশংসা করেন, এই জন্য আমি তাঁহার উপর একটু বিরক্ত।

আমি ছেলের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই বড় ভাবিয়া থাকি। সে এখন হাঁটিতে শিখিয়াছে, সে এখন কথা কহিতে শিখিয়াছে, কত কি বলে, তাহার মনে কত কচি কচি চিন্তার উদয় হয়, সে তাহা বলিতে যায়, বলিতে পারে না, কথায় প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে, কথা জুটে না, বলিতে না পেরে, অপ্রস্তুত হয়ে হেসে ফেলে, আমার নিকটে আসিয়া আধ আধ মিষ্ট কথায় কত কথাই জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহার সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না, যাহা বুঝিতে পারি তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দেই, এ সময়ে তুমি নিকটে থাকিলে বড়ই সুখের হইত। আর যাহা কিছু বলিবার সাক্ষাতে বলিব, আমি এক প্রকার ভাল আছি।

তোমারই—সরলা।

পত্রখানি পড়িয়া আছে, সুবোধচন্দ্র অনেকক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিলেন? তিনি কি ভাবিতেছেন যে আগামী শনিবার বাড়ী গিয়া তাঁহার সুখের আধার—শান্তির প্রস্রবণ—সরলাকে কলিকাতায় আনিবেন এবং নিজের নিকটে রাখিবেন? তিনি কি ভাবিতেছেন তাঁহার একমাত্র শিশু সন্তান জ্বর ও কাশীতে ক্লেশ পাইতেছে, তাহাকে সুচিকিৎসকের অধীনে রাখিয়া আরাম করিবার জন্য কলিকাতায় আনিবেন? এ সকল চিন্তা যে তাঁহার মনে উদয় হয় নাই, এমন নহে, কিন্তু আর এক গুরুতর চিন্তার গভীর অন্ধকারে তাঁহার স্ত্রীপুত্রের চিন্তা ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন, খুড়া মহাশয় পীড়িত। চিকিৎসা হইতেছে, পীড়া আরাম হইতেছে না, যদি

সহসা তাঁহার কিছু "ভাল মন্দ" হয়, তবে ত সকলেই বড় বিপদে পড়িব। তিনি অভিভাবকের ন্যায় সকল কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাঁহার অভাবে সংসারটা অন্ধকার হইয়া যাইবে, তাঁহার ৩।৪টি শিশু সন্তানকে মানুষ করা আমার মত সামান্য আয়ের লোকের কর্ম্ম নহে, অথচ না করিয়া থাকিতে পারিব না। আবার বিষয় সম্পত্তি যাহা আছে, তাহাতে চলিবে না। আমার পিতৃবিয়োগ হইলেও খুড়া মহাশয়ের সদ্ব্যবহারে পিতার অভাব অনুভবই করিতে পারি নাই, এইবার বোধ হয় আমি এই একজনের অভাবে দুইজনের অভাব বেশ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব। মা ছিলেন, যেন একটা অবলম্বন ছিল বলিয়া মনে হইত, কিন্তু তিনিও সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া পরোলোকের পথে অগ্রসর হইয়াছেন, আমি এ দুর্দ্দিনে কোন্ দিক্ রাখ্ব ? কর্ম্মকাজ করিতে গেলে, বিষয় রক্ষা হইবে না, বিষয় রক্ষা করিতে গেলে, সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ হওয়া ভার হইবে। নানা চিন্তার পর, শনিবারে গৃহে যাওয়া ও প্রয়োজন বোধ হইলে, খুড়া মহাশয়কে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করান স্থির করিলেন, এবং এই ভাবিতে ভাবিতে উঠিলেন যে, পরে ভগবানের ইচ্ছা যেরূপ হয় তাহাই হইবে, আমি আমার কর্ত্তব্য জ্ঞানে যাহা ভাল বুঝি তাহাই করি।

শনিবার রাত্রিতে সুবোধচন্দ্র বাড়ীতে আসিয়া দেখিলেন পাড়ার ২।৩ জন বন্ধু তাঁহার কাকার শয়নগৃহে বসিয়া আছেন, তিনিও চুপে চুপে তথায় গিয়া উপবেশন করিলেন। একজন রোগীর কাণে কাণে, ধীরে ধীরে বলিলেন, সুবোধ বাড়ী আসিয়াছে। রোগীর মুখ উৎসাহে পূর্ণ হইল, ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিয়া রোগী সুবোধের দিকে তাকাইলেন, তাঁহার স্নেহ-প্রবণ হৃদয় বিগলিত হইল, তিনি অশ্রুপূর্ণ

নয়নে ও ভগ্নস্বরে বলিলেন, "আমি চলিলাম, এই অপগণ্ড শিশু-গুলিকে দেখিও, তুমি ভিন্ন ইহাদের আর কেহ নাই।" সরল প্রাণ সুবোধচন্দ্র নীরবে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে লাগিলেন।

দুর্ভাবনায় রাত্রি কাটিল, গ্রাম হইতে দুই তিন ক্রোশ দূরে ভাল ডাক্তার আছেন, তাঁহাকেই আনিবার জন্য সুবোধচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, বেলা আট্‌টার সময়ে ডাক্তার আসিলেন, রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, পীড়া খুব কঠিন হইয়াছে সন্দেহ নাই, তবে আরাম হইবার আশাও যায় নাই, চিকিৎসার ভালরূপ বন্দোবস্ত হইলে, বাঁচিতে পারেন। আমিই আরাম করিতে পারি, কিন্তু প্রত্যহ এই দুই তিন ক্রোশ পথ আসা আমার পক্ষে সুবিধা নহে, কারণ সেখানে অনেক লোকের পক্ষে বড় অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

সু। রোগীর শরীরের অবস্থা কেমন? কলিকাতায় লইয়া যাইবার ক্লেশ কি এ শরীরে সহ্য হইবে মনে করেন?

ডা। খুব সাবধানে লইয়া যাইতে পারিলে হয়।

সু। রেলেতে লইয়া যাইব, কি সমস্ত পথ পাল্কীতে লইয়া যাইব?

ডা। রেলেতে লইবার অসুবিধা অনেক, ২।৩ বার উঠাইতে নাবা-ইতে হইবে, অত নাড়চাড়া সহ্য হইবে না, খুব শান্তভাবে বেশী লোক দিয়া পাল্কীতে লইয়া যাওয়াই আমার মতে বিবেচনাসিদ্ধ বলিয়া বোধ হয়।

সে দিনকার সেবনের জন্য ডাক্তার বাবু ঔষধ দিয়া গেলেন। অত্যল্প কাল মধ্যে পাল্কী ও বেহারা উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র দুই জন বন্ধুকে পাল্কীর সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন। আহারান্তে পরিবার পরিজনকে লইয়া সুবোধচন্দ্র গাড়ীতে খুড়া মহাশয়ের

পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কলিকাতার বাটীতে পৌঁছিলেন। ইহাদিগকে বাটীতে পৌঁছাইয়া দিয়া, সুবোধচন্দ্র একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া যে পথে তাঁহার খুড়া মহাশয়ের আসিবার সম্ভাবনা সেই পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সহরের বাহিরে কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতে দেখিলেন তাঁহাদেরই পাল্কী আসিতেছে, তখন তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে গাড়ীতে উঠাইয়া লইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন পথে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় নাই, এবং ঔষধাদিও যথারীতি খাওয়ান হইয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়, রৌদ্র ভূপৃষ্ঠ পরিত্যাগ করিয়া অট্টালিকারাজির অগ্রভাগ অবলম্বনে পৃথিবীর অন্ধকার যতটুকু পারে দূর করিতে চেষ্টা করিতেছে, দেখিলেই বোধ হয় যেন আলোক ও অন্ধকার পরস্পরকে পরাজয় করিবার প্রয়াস পাইতেছে, এমন সময়ে সুবোধচন্দ্র তাঁহার খুড়ামহাশয়কে কলিকাতার বাটীতে উপস্থিত করিলেন এবং তাঁহাকে বিশেষ সাবধানতার সহিত গৃহে উঠাইয়া শয়ন করাইলেন। অনতিবিলম্বে একখানি পত্রদ্বারা সহরের প্রসিদ্ধনামা তাঁহার পরিচিত কোন ডাক্তারকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া রোগীর অবস্থা শুনিয়া পরীক্ষা করিয়া ঔষধাদি ব্যবস্থা করিলেন। সে দিন কিছুই বলিলেন না, পরদিন প্রাতে চিকিৎসক আবার আসিলেন, আসিয়া বিশেষ ভাবে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন ভয়ের যথেষ্ট কারণ আছে বটে, কিন্তু নিরাশ হইবার কোন কারণ দেখি না। এইরূপে যথাবিধি চিকিৎসা ও শুশ্রূষা চলিতে লাগিল। প্রায় এক সপ্তাহ কাল হইতে যায়, ডাক্তার কিছুই বলেন না, সুবোধও চিন্তিত হইয়া উঠিতেছেন, ভাবিতেছেন অন্য কোন ডাক্তারকে ডাকিবেন কি না, এমন সময়ে ডাক্তার বলিলেন, ভয় নাই, রোগী বিপদের আশঙ্কা অতিক্রম করিয়াছেন, অদ্য হইতে

রোগী ক্রমশঃ ভাল হইতে আরম্ভ করিবেন। সত্য সত্যই সেই দিন হইতে সুবোধচন্দ্রের খুড়া মহাশয় আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন, যদিও তাঁহার সম্পূর্ণরূপে আরাম হইতে অনেক সময় লাগিল, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে আর কোন ভয়ের কারণ রহিল না।

ইনি আরোগ্য হইলেন সত্য, কিন্তু ইঁহার সেবা শুশ্রূষাতে সকলেই ব্যস্ত থাকায়, ভিতরে ভিতরে আর এক জনের রোগ সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, অফুটন্ত ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইবার উপক্রম করিয়াছে। পিতামাতার নয়নমনের আনন্দবর্দ্ধন শিশু—সরলার চক্ষের মণি, খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। শিশু সুকুমারের সেই জ্বর ও কাশী ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া এখন শিশুকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিয়াছে। একি হইল, কমলে কণ্টক—গোলাপে কাঁটা কেন ঘটিল? আমরা এতদিন যাহাকে মানুষ করিবার জন্য এত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এতদূর আসিয়াছি, আজি কি তাহাকে এই অসময়ে বিদায় দিয়া চলিয়া যাইব? সরলা, তোমার কথা ভাবিতেও যে প্রাণে শতসর্পদংশনের যাতনা অনুভব করি, আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সংসার সুখ বিস্মৃত হইয়া, যাহাকে মানুষ করিবার জন্য স্বামী ও শাশুড়ীর পার্শ্বে বসিয়া কত উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ, তাহাকে বিদায় দিতে তোমার প্রাণের মর্ম্মস্থান চিরদিনের তরে ভাঙ্গিয়া যাইবে সত্য, এবং তুমি তাহা বুঝিয়াছ ইহাও সত্য, তবে খুড়শ্বশুরের সেবা করার অবসান হইতে না হইতে, কি করিয়া গম্ভীরভাবে বালকের শয্যা পার্শ্বে বসিয়া আছ? মুখে কথা নাই, চক্ষে জল নাই, বুদ্ধির বিপর্য্যয় নাই, চিত্তের চঞ্চলতা নাই, শান্তভাবে বসিয়া শিশুর সেবা করিতেছ? তুমি বাস্তবিকই ধৈর্য্যশীলা! তোমার এ মূর্ত্তিও সুন্দর!

জলস্রোতের ন্যায় সুবোধচন্দ্রের অর্থ ব্যয় হইতেছে, আর চালাইতে পারেন না। বিপদে বিপদে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, অথচ তিনি সহাস্য বদনে কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিতে-ছেন, এক একটি দিন চলিয়া যাইতেছে, সরলার প্রাণের প্রদীপটিও একটু একটু করিয়া নিভিয়া আসিতেছে, সরলা ও সুবোধচন্দ্র নির্ব্বানোন্মুখ দীপের শেষ আলো দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন আর মনে মনে বলিতেছেন, হে পরমেশ্বর! যাহা তোমার ইচ্ছা, তাহাই হউক, তাহা আমাদের পক্ষে ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাই হউক। এইরূপে একটি একটি করিয়া অনেক দিন গত হইল, কিন্তু রোগ আর আরাম হইল না। অবশেষে এক দিন সন্ধ্যা-বেলা চিকিৎসক শিশুর জীবনের সেই রাত্রি শেষ রাত্রি বলিয়া স্থির করিলেন। সুবোধচন্দ্রের ২। ১ জন বন্ধু সেই সময়ে তাঁহাকে নানা প্রকারে সাহায্য করিতেছেন। তাঁহারা সে রাত্রি সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতেই রহিলেন। রাত্রি আর যায় না, শিশুর প্রাণও আর বাহির হয় না। কতবার কতগুলি চক্ষুর চঞ্চল দৃষ্টি শিশুর মুখের উপর পড়িতেছে এবং সকলে ভাবিতেছেন বুঝি বা শিশুর প্রাণবায়ু বাহির হয়, কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা হইল, সে রাত্রি কাটিল, প্রাতে ডাক্তার আসিয়া দেখিলেন, যে ঔষধ দিয়া গিয়াছিলেন তাহার ফল ফলিয়াছে, শিশু পূর্ব্ব দিনের অপেক্ষা ভাল আছে, ডাক্তার বলিলেন, আজ সমস্ত দিন রাত্রি যদি এই ভাবে কাটে, তাহা হইলে এ ছেলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে; এই বলিয়া ডাক্তার ঔষধ দিয়া চলিয়া গেলেন, পরদিন প্রাতে ডাক্তার আসিয়া রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, আর ভয় নাই, ইহাকে বাঁচাইব, সুবোধচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া ডাক্তার বলিলেন, এক কর্ম্ম করুন, এ বাড়ীর লোকসংখ্যা কমাইয়া দিন, অথবা

অন্য একটা ভাল বাড়ী ভাড়া করিয়া এই ছেলেকে সেই বাড়ীতে লইয়া যান। সুবোধচন্দ্র জননীর পীড়া ও মৃত্যুতে, খুড়ার পীড়াতে ও তাঁহার সুকুমারের পীড়াতে কেবল সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন এমন নহে, অনেক টাকা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং আর নূতন বাড়ী ভাড়া না করিয়া, ভগিনীকে তাঁহার শ্বশুরালয়ে এবং খুড়ামহাশয়কে সপরিবারে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন, কেবল সরলা পুত্রসহ কলিকাতায় রহিলেন। এই শত প্রকার বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া ভগবান সরলার সরল কামনা—স্বামী ও পুত্রের একত্র থাকার আশা পূর্ণ করিলেন। সরলার শিশু সন্তান মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইল, শিশু আবার নূতন করিয়া দিন দিন হৃষ্ট পুষ্ট হইতে লাগিল।

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সুকুমার এক্ষণে এবাড়ী ওবাড়ী যাইতে শিখিয়াছে, সে, যে কথাটি শোনে তাহাই শিখিয়া থাকে, তাহার শরীরের বিকাশ ও শক্তি সামর্থ্যের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহার হৃদয় মনের ভাবগুলিও ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহার সকল কার্য্যের ভিতরে জ্ঞান ও বুদ্ধির আভাস পাওয়া যাইতেছে। এই শিশুর জীবনে এমন সময় আসিয়াছে, যে এখন তাহার সমক্ষে মানবজীবনের বীরত্ব, মহত্ব, সাধুতা ও বিনয়ের জীবন্ত চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিলে, পুণ্য, পবিত্রতা, সদনুষ্ঠান, প্রেম ও দয়ার মনোমুগ্ধকর ছবি ধরিতে পারিলে, মলিন সংসারের দুর্গন্ধময় ও সংক্রামক বায়ু-প্রবাহ হইতে তাহাকে দূরে রক্ষা করিতে পারিলে, বিকট বেশধারী নানা প্রকার কুশিক্ষার আক্রমণ হইতে তাহাকে বাঁচাইতে পারিলে, এই শিশু উত্তর কালে মনুষ্য নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিতে পারে, ইহার জীবনা-ভিনয়ের মনোহর দৃশ্যে ইহার পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের নয়ন মনের পরিতৃপ্তি সাধিত হইতে পারে। এই শিশু উত্তরকালে

প্রকৃত মানুষের মত জীবন যাপন করিতে সক্ষম হইলে; ইহার স্বজনবর্গের ও স্বদেশের লোকের কত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, কে তাহা নির্ণয় করিবে ?

একদিন সন্ধ্যার পর সরলা সুবোধচন্দ্রের নিকট বসিয়া বলিতেছেন, এতদিন যে সকল বিষয় বলিয়াছ, তন্মধ্যে অনেকগুলি অল্পাধিক পরিমাণে আমাদের নিজেদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে, ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে, আমাদের কেমন লোক হওয়া উচিত, কিরূপ আয়োজন করা উচিত তাহাই বলিয়াছ। অবশ্য এমন অনেক কথা বলা হইয়াছে, যাহা সাক্ষাৎভাবে শিশুজীবনে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং আমার বিশ্বাস যে, তোমার পরামর্শে শিশুকে চালাইয়াছি বলিয়া সে দিন দিন মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হইতেছে, কিন্তু তাহার হৃদয়, মন, জ্ঞান ও বুদ্ধির উপযুক্তরূপ বিকাশের আয়োজন হইতেছে কি ? আমার বোধ হয় আশানুরূপ হইতেছে না।

সু। আমাদের ন্যায় গরিব লোকের ঘরে আশানুরূপ আয়োজন কিছু হইতে পারে না। তবে আমি নিজেই অনেক অভাব অনুভব করিয়া থাকি এবং তাহা যথাসাধ্য দূর করিতেও চেষ্টা করি। তুমি যে সকল ত্রুটি ও অভাব বুঝিতে পার, তাহা আমাকে বলিলে, এবং তাহা আমার দ্বারা নিবরিত হওয়া সম্ভবপর হইলে আমি তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিব, আর যে গুলিতে তোমার চিন্তা ও পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহাও বলিয়া দিব।

স। আমাদের ঘরে যে ফটোগ্রাফের অ্যাল্‌বাম আছে, তুমি ত দেখিয়াছ, সে তাহা দেখিবার জন্য কত ব্যস্ত। অ্যাল্‌বাম

খুলিয়া সে তাহার নিজের ছবিখানি খুঁজিয়া বাহির করে এবং আমাকে ডাকিয়া বলে "মা, দেখ দেখ, এই আমি", তোমার ছবি খানি বাহির করিয়া বলে "এই বাবা", আমার চবি খানি বাহির করিয়া বলে "মা, এই তুমি।" ইহার দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, ঐ দুই বৎসরের ছেলে আমাদের ও তাহার নিজের আকৃতি ও ঐ সকল ছবিতে যে সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা ধরিতে পারিয়াছে। যে সকল বড় লোকদের ছবি উহাতে আছে, যাঁহাদিগকে খোকা কখন দেখে নাই, তাঁহাদের নাম একবার কি দুইবার বলিয়া দিয়াছিলাম, তাঁহাদিগকে চিনিয়া রাখিয়াছে। ইহা দ্বারা বেশ বুঝা যায় যে, তাহার বুঝিবার এবং স্মরণ করিয়া রাখিবার সামর্থ্য জন্মিয়াছে, যদি এমন কোন উপায় করা যায়, যাহাতে তাহার শিখিবার ইচ্ছা ও কৌতূহল বৃদ্ধি হইবে বই কমিবে না, তাহা হইলে এখন হইতেই তাহাকে অনেক বিষয় শিখাইতে পারা যায়।

স্ব। বিলাতে ছেলেদের অক্ষর পরিচয়ের জন্য নানাপ্রকার সহজ উপায় আছে। মনে কর একটা খুব বড় A অক্ষর আর একটা গাধার ছবি একত্রে দিয়াছে, তাহার নীচে লেখা আছে 'Ass'। একটা B আর একটা মৌমাছির ছবি একত্রে দিয়াছে, তাহার নীচে লিখিয়া দিয়াছে, 'Bee'। শিশুরা স্বভাবতই ছবি দেখিতে বড় ভালবাসে, সুতরাং ছবি দেখার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষর পরিচয় হইয়া যায়।

যাহাতে ছেলেরা আগ্রহ সহকারে গণনা শিক্ষা করিতে পারে, এবং তাহাদের বর্ণপরিচয় হয় আমাদের দেশেও শিশু-

দিগকে শিখাইবার ঐরূপ একটা উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা শিশুদিগের পক্ষে সম্যক্ উপযোগী নহে।

স। তুমি কি ১ চন্দ্র, ২ পক্ষ, ৩ নেত্র, ৪ বেদ, ৫ বাণ, ৬ ঋতু, ৭ সমুদ্র, ৮ বসু, ৯ নবগ্রহ ও ১০ দিক্; তারপর আঁকুড়ে ক, বকমুখো খ, এই গুলির কথা বলিতেছ?

সু। হাঁ, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেরা ইহার অল্পই বুঝিতে পারে, সকল গুলির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে না। তবু কিছু না থাকার চেয়ে ভাল, ঐ এক হইতে দশ গণিতে শিখিবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ দশটা বিষয় জানিবার সূত্রপাত হয়। আর এইরূপ বর্ণপরিচয়ের ভাষা একটু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। উপায় করিতে হইলে এইরূপেই করা উচিত, কিন্তু শিশুদিগের উপযোগী হইবে এইটি স্মরণ রাখিয়া এই সকল রচনা করা কর্ত্তব্য।

স। আমাদেরও ত ঐ রকম করিয়া একটা খুব বড় 'আ' আর একটা আনারস, একটা 'ই' আর একটা ইঁদুর, এইরূপ করিয়া সকল বর্ণগুলির নামানুসারে এক একটি জন্তু কি কোন ফলের নাম দিয়া ছবি প্রস্তুত করাইলে ভাল হয়।

সু। আমি অল্পদিন হইল একখানি ছবিতে সকলগুলি বর্ণ ও সেই সেই বর্ণানুযায়ী এক একটি ছবি দেওয়া এক নূতন বর্ণমালা দেখিয়াছি, কিন্তু তার সর্ব্বপ্রথমেই 'অজাগর'। আরও স্থানে স্থানে কোন কোন বিষয়ে ত্রুটি আছে, একখানি আনিয়া তোমাকে দেখাইব। কিন্তু ঐটি একটু সংশোধন করিয়া ছাপাইলে বড় সুন্দর হয়। আমাদের দেশে এই

প্রথম চেষ্টা, আশা করি ক্রমে ইহার উন্নতি হইবে। আমি আজ প্রাতে ছেলেকে আর এক নূতন উপায়ে ক, খ, গ, ঘ, ঙ, এই পাঁচটি বর্ণ শিখাইয়াছি।

স। কি নূতন উপায়, বলনা?

সু। তুমি দেখ নাই গোপাল বাবু খোকাকে নিকটে বসাইয়া বেহালা বাজাইয়া থাকেন, আর বাজনার সুরের বোল সকল তাহাকে শিখান। আমি কাল আফিস হইতে আসিবার সময় পথে ভাবিতেছিলাম বাজনার সুরে ছেলেকে ক, খ, শিখান যায় কিঁ না, রাত্রিতে আসিয়া গোপাল বাবুকে বলিলাম, তিনি বলিলেন, আচ্ছা কাল প্রাতে একবার চেষ্টা করা যাইবে, বোধ হয় শিখিতে পারিবে। আজ প্রাতে গোপাল বাবু খোকাকে লইয়া বসিলেন এবং বাজনার সুরেতে খোকাকে ক, খ, ইত্যাদি বলাইতে লাগিলেন ৩। ৪ বার ঐরূপ বলাইয়া পরে নিজে সুর ধরিয়া তাহাকে বলিতে বলিলেন, সে বলিল ক, খ, গ, ঘ, ঙ। আবার কাল সকালে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ শিখাইবেন। কোন বিষয়ে শিশুর আগ্রহ জন্মাইয়া দেওয়াই কঠিন কার্য্য। যে কার্য্য শিশুর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক মনে করি, তাহাতে তাহার আগ্রহ জন্মাইয়া দিতে পারিলেই সে কার্য্য সহজেই সম্পন্ন হইবে।

স। তুমি ঠিক বলিয়াছ, যাহা ভাল লাগিবে, তাহাতে নিবিষ্টচিত্ত হইতে শিশু যেমন পটু, এমন আর কেহই না।

সু। এই স্থলে একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক, যেটি যত সুন্দর করিয়া শিশুর সম্মুখে ধরিবে এবং যে পরিমাণে

তাহাতে শিশুর মনাকর্ষণ করিতে পারিবে, সেটি সেই পরিমাণে শিশুর স্মরণ থাকিবে। এইরূপে অনেক বিষয় শিশুর স্মরণ রাখিবার উপযুক্ত করিয়া ধরিলে, সে তাহা মনে রাখিবে এবং তাহার স্মৃতি শক্তি সেই পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, কিন্তু একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক, এই স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে গিয়া তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তিকে খর্ব্ব করা না হয়। অতি-রিক্ত মাত্রায় স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করিতে গেলে, মনের অন্যান্য বৃত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, যদি মনের সকল বিভাগকে অতিরিক্ত মাত্রায় বর্দ্ধিত করিতে চাও, বৃদ্ধি পাইবে, কিন্তু শরীরের শক্তি সামর্থ্যের সর্ব্বনাশ করিয়া সে কার্য্য সাধন করিতে হয়। শরীরমনের সামঞ্জস্য থাকিবে না, এটি কোন মতেই প্রার্থনীয় নহে। *

স। শিশুর সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বড়ই কঠিন কথা। স্মরণশক্তির বিকাশই শিশুর মনের প্রথম কার্য্য বলিয়া বোধ হয়, তৎপরে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার শক্তি প্রভৃতি ক্রমে ফুটিতে থাকে, কেমন না?

সু। সহজ ভাবে দেখিতে গেলে তাই বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। শিশুর হৃদয় ও মন এই উভয়বিধ বিভা-গের সকল ভাবগুলিই এক সময়ে ফুটিবার উপক্রম করে, তন্মধ্যে যেগুলি বাহিরের সাহায্য পায়, সেইগুলি অন্য-গুলির পূর্ব্বেই লোক-চক্ষু আকৃষ্ট করিতে থাকে, যে সময়ে

* *Bain's Education as a Science, page 121.*

তাহার স্মৃতি-শক্তি কার্য্য করিতেছে ও তাহার উন্নতির পরিচয় দিতেছে, ঠিক সেই সময়েই তুমি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পাইবে যে যাহারা শিশুকে ভালবাসে শিশু সেই সমস্ত লোকের প্রতি অধিক আকৃষ্ট। তোমার দুই বৎসরের ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর, "কে তোমাকে বেশী ভালবাসে," সে তৎক্ষণাৎ নাম করিয়া দিবে। ইহার দ্বারা বুঝা যায় যে শিশুর বিচার-শক্তি ও নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা জন্মিয়াছে। তবেই দেখ, স্মরণ-শক্তিই যে সর্ব্বাগ্রে দেখা দেয়, তাহা নহে। বাহিরের সাহায্যে যেগুলি শীঘ্র ফুটিবার সুবিধা পায়, সেইগুলিই আগে ফুটিয়া উঠে। বিশেষ ভাবে জ্ঞানের পরিচয়ই সর্ব্বাগ্রে পাওয়া যায়।

স। ছেলের স্মরণ-শক্তি ফুটাইবার ও বৃদ্ধি করিবার উপায় ও সহজে প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিখাইবার পন্থা বলিলে, এখন জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি প্রভৃতিকে সমভাবে ফুটাইবার উপায় বল?

শ্বু। শিশুর জ্ঞানের সূচনা কি করিয়া হয়, তাহা অনেক পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এক্ষণে তোমাকে দেখাব যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে জ্ঞান-বৃদ্ধির পক্ষে আনুকূল্য হইবে, জ্ঞান সহজেই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। মনে কর আমাদের খোকা, হাত, পা, চোক, মুখ, নাক, কাণ প্রভৃতি সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম জানিয়াছে, তাহাকে তাহার চুল দেখাইতে বলিলে, মাথায় হাত দিয়া চুল দেখায়, সেইরূপ আবার মা, বাপ, ভাই বোন প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে জানিয়াছে, মাকে বাবা বলিয়া ডাকিলে, নিজেই অপ্রস্তুত

হয়, ইহা ত দেখিয়াছ। এ সকল জ্ঞানের কাজ। এই জ্ঞানকে গৃহের সামান্য সামান্য বিষয়ে আবদ্ধ রাখা কোন মতেই বিবেচনার কার্য্য নহে।

স। এই জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার এবং শিশুর এই গৃহে আবদ্ধ সহজ জ্ঞানে বাহিরের জ্ঞান মিশাইয়া দিবার উপায় কি বল না?

স্থ। কাল ছুটি আছে, চল তোমাকে ও খোকাকে আলিপুরের পশুশালাতে লইয়া যাই, দেখিবে আজ ছেলের জ্ঞানের পরিমাণ যতটুকু, কাল সন্ধ্যাবেলা ইহা অপেক্ষা কত অধিক হইবে তাহা নির্ণয় করিতে পারিবে না।
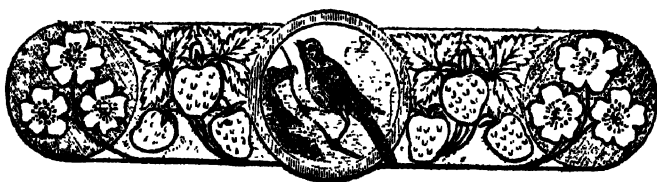
## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন আহারান্তে সুবোধচন্দ্র, সরলা ও সুকুমারকে লইয়া আলিপুর "জু'তে" গেলেন। যাইবার সময় কিছু খাবার কিনিয়া লইয়া গেলেন। বাগানে প্রবেশ করিবামাত্র সুকুমারের চক্ষু কতকগুলি বানরের উপর পড়িল। সুকুমার পিতা মাতাকে পশ্চাতে রাখিয়া স্বয়ং অগ্রসর হইলেন এবং উৎসাহপূর্ণ বাক্যে মা বাপকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন দেখ, দেখ, কত বাঁদর! সুকুমার একবার মাকে, আরবার বাপকে ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। শিশু ভাবিতেছে সে যেমন এতগুলি বানরকে একত্র খেলা করিতে কখন দেখে নাই, তাহার বাপ মাও কখন দেখেন নাই, ইহাই তাহার ধারণা, শিশুর বিশ্বাস, তাহার পক্ষে যাহা নূতন, সকলের পক্ষেই তাহা নূতন। একটা বানর-বাচ্ছা তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, আর ধাড়ী বানরটা বেশ দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, বাচ্ছাটা পড়ে না দেখিয়া সুকুমার তাহার মাকে বলিতেছে, মা—ওমা, দেখ বাঁদর ছানা কোলে উঠেছে!!

এইরূপে সুবোধচন্দ্র পত্নী ও পুত্রসহ বাগানের নানা স্থানে

ভ্রমণ করিয়া সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার ও বনমানুষ প্রভৃতি অনেক জন্তু সরলা ও সুকুমারকে দেখাইলেন। সরলা পূর্ব্বে একবার এ সকল দেখিয়াছিলেন সুতরাং সকলগুলি তাঁহার নিকট নূতন বোধ হইল না। যাহা তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই, তাহাই দেখিয়া তাঁহার বিশেষ আনন্দ হইল সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের স্বামী স্ত্রীর প্রধান আনন্দ এই যে, সুকুমার প্রত্যেক জন্তুটির নাম, সে কি করে, কি খায় প্রভৃতি অনেক সংবাদ আপনা হইতে সংগ্রহ করিতে লাগিল। এক একটি নূতন জন্তু দেখিবা-মাত্র তাহার আনন্দ ধরে না, সে ব্যস্ত হইয়া "বাবা এটা কি, মা ওটা কি" এইরূপ প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া পিতা মাতাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। এইরূপে সমস্ত বাগান ভ্রমণ করিয়া সুবোধচন্দ্র, সরলা ও সুকুমারকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন এবং কিছু ক্ষুধা বোধ হওয়ায় সকলেই কিছু জলযোগ করিলেন। পথে আসিতে আসিতে সুকুমার ঘুমাইয়া পড়িল। সরলা সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, এবার কয়টা নূতন জানোয়ার আসিয়াছে। আগে যখন একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম তখন গণ্ডারটা ছিল না। আমি গণ্ডার কখনও দেখি নাই, এইবার দেখা হইল, আর নূতন দুই তিন রকম বানর আসিয়াছে। বনমানুষ কেমন সুন্দর হাসিল! মানুষ ভিন্ন অন্য কোন প্রাণীকে কখন হাসিতে দেখি নাই। কি সুন্দর! আদরে হাসিয়া গলিয়া গেল।

সু। মধ্যে মধ্যে এইরূপ আলিপুরে, চৌরিঙ্গীর যাদুঘরে ও অন্যান্য স্থানে গিয়া বেড়াইয়া আসিলে, অনেক নূতন জিনিস দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক জ্ঞানের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

স। তাত ঠিক্, এইরূপে বেড়াইতে পারিলে ভাল বই লোকসান কিছুই নাই, তবে এত পয়সা খরচ করা ত সহজ নয়। আমাদের মত লোকের সর্ব্বদা এইরূপ করা কখনও সম্ভব নহে। আমি তাই ভাবিতেছিলাম যে যাহারা গরীব লোক তাহারা কি করিবে?

সু। আমাদের জন্য, বিশেষতঃ যাহারা আমাদের অপেক্ষাও হীন অবস্থার লোক, তাহাদের জন্য অল্প মূল্যে ঐ সকল জীবজন্তুর ছবি ও সংক্ষেপে তাহাদের স্বভাব প্রকৃতি বর্ণন করিয়া মুদ্রিত করা উচিত। গরিব লোক ঘরে বসিয়া অল্প ব্যয়ে ও অল্প আয়াসে সেই সকল আপনারা পড়িবে ও শিশুদিগকে বুঝাইয়া দিবে। এ স্থলে আর একটি কথা বলিয়া রাখা আবশ্যক। বিলাতে শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য কেবল যে ছবি প্রস্তুত করে, তাহা নহে; খেলা ও খাওয়ার ভিতর দিয়াও বর্ণমালা ও গণনা শিক্ষা দেওয়া হয়।

স। সে কিরূপ, বল না?

সু। ইংরাজী অক্ষর পরিচয়ের জন্য খেলা করিবার তাস আছে। ছেলেকে ডাকিয়া তাহার সম্মুখে কতকগুলি তাস ছড়াইয়া দিয়া শিশুকে বলা হইল, D. N. P ও X বাহির কর। শিশু খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির করে, এবং বাহির করিয়া তাহার বড়ই আনন্দ হয়। কেহ যদি শিশুকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি খাইয়াছ? শিশু হয় ত বলে আমি দুইটা "ছয়" দুইটা 'A', দুইটা 'B' একটা 'M' ও একটা 'N' খাইয়াছি।

স। এ'ত বেশ! শিশুকে শিখাইবার এ'ত ভারি সুন্দর উপায় বলিয়া বোধ হইতেছে!

এইরূপ আলোচনা করিতে করিতে সুবোধচন্দ্র সপরিবারে বাসায় আসিয়া পৌঁছিলেন, শিশুরও নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিশু নিদ্রোত্থিত হইয়া দেখে যে গৃহে আসিয়াছে। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। গোপাল বাবু প্রভৃতি সুবোধচন্দ্রের কয়েকটি বন্ধু সন্ধ্যার সময়ে সুবোধচন্দ্রের বাড়ীতে আসিলেন। ইঁহারা আসিবামাত্র সুকুমার তাহার নূতন জ্ঞানভাণ্ডারের দ্বার খুলিয়া দিল। গোপাল বাবুকে দেখিয়া সুকুমার নাচিতে নাচিতে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল—"আমি আজ অনেক বাঁদর দেখেছি,—একটা বাঁদরছানা তার মার কোলে উঠেছে, সে আর তার মার কোল থেকে নামে না, আমিও মার কোল থেকে নাব্‌বো না। একটা বাঘ, দুটা বাঘ, তিনটা বাঘ, তারা কাম্‌ড়ায়, আমি কাছে যাইনি, আবার সিং-ই আছে, সেও কাম্‌ড়ায়, সে মানুষ খায়।"

গো। ওরে, তুই আর কি দেখ্‌লি?

খো। আর কি? আর সাপ দেখিছি, ও বাবা—সে ফোঁস ফোঁস কচ্ছিল! তার কাছে যেতে নাই, আমাকে কামড়াতে এসেছিল, আমি ভয় পাইনি।

গো। ওরে তুই আর কি দেখ্‌লি? সুকুমার হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, আমি অনেক দেখিয়াছি, কত পাখী সে বাগানে খেলা কচ্ছে, কত বড় বড় পাখী আছে—আবার একটা পাখী—তার গা রং করা, সে দেখ্‌তে কেমন বেশ। আর একটা কি দেখেছি, সে এম্‌নি ক'রে মুখ উঁচু করে বেড়াচ্চে, সে আবার মুখ উঁচু করে খায়, সে মাথা নীচু কত্তে পারে না। রাম বাবু নামে সুবোধচন্দ্রের আর একটি বন্ধু সেইখানে ছিলেন—সুকুমার তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিল

এবং ভালবাসাভরে বার বার তাঁহাকে ডাকিয়া বলিল, দেখুন দেখুন, একটা ঘরের ভিতর কতগুলা বাঁদর রেখেছে, তারা আবার বিছানা পেতে শোয়, আমি খাবার দিলুম তারা খেলে, তাদের আমি বড় ভালবাসি।

রা। তুমি তাদের ভালবাস, তবে তাদের একটাকে বাড়ী আন্‌লে না কেন? তাদের নাম কি, জান?

খো। তার নাম বাঁদর।

রা। নারে, না, তাকে বানর বলে না।

খো। তবে তাকে কি বলে?

রা। তাকে বনমানুষ বলে।

খো। তাকে বনমানুষ বলে? বনমানুষ কি করে?

রা। বনমানুষ বনে থাকে। গাছের ফল খায়, আর বেড়িয়ে বেড়ায়।

খো। বনমানুষ বনে থাকে? না, বাগানে ঘরে আছে। আপনি জানেন না, সে বাগানে ঘরে আছে, আমি দেখেছি।

রা। ধ'রে এনে বাগানের ঘরে রেখেছে।

খো। ধরে এনেছে। আমি ধর্‌বো। আমি ধরে এনে তার সঙ্গে বসে খেলা কর্‌বো, আর তাকে খাওয়াব, তাকে ভালবাস্‌বো।

রা। তুমি তাকে ধর্‌তে গেলে, সে তোমাকে কাম্‌ড়াবে। তুমি তাকে ধর্‌তে পার্‌বে না—তার জোরে পার্‌বে?

খো। হ্যাঁ, আমি তাকে জড়িয়ে ধর্‌বো, আর বাড়ী নিয়ে আস্‌বো।

এইরূপে সুকুমার অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের নূতন অর্জ্জিত জ্ঞানের পরিচয় দিল। সরলা ঘরের ভিতর হইতে নিজ তনয়ের আধ আধ মিষ্ট কথায় জ্ঞান ও বুদ্ধির পরীক্ষা-দান শুনিতেছিলেন। সে যে সকল জীবজন্তু দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার মনে আছে

এবং সে তাহার সংবাদ অন্য লোককে দিতেছে, দেখিয়া তাঁহার স্নেহপ্রবণ প্রাণ আনন্দে পূর্ণ হইল, এবং মনে ভাবিলেন, শিশু আজ কত নূতন শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

আহারান্তে সরলা সুবোধচন্দ্রকে বলিলেন, তুমি কাল ঠিক্ বলিয়াছিলে, সুকুমার আজ অনেক শিখিয়াছে।

সু। শিশুকে এইরূপে শিক্ষা দেওয়াই সহজ। বল দেখি, সে আজ কি কি নূতন শিক্ষা করিল ?

স। সে আজ এমন সকল জন্তু দেখিয়াছে, যাহাদের বিষয়ে পূর্ব্বে তাহার কোন জ্ঞান ছিল না।

সু। সেই সঙ্গে আরও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। মনে কর, সে ইহার পূর্ব্বে যতগুলি কথা শিখিয়াছিল, যতগুলি জন্তুর নাম জানিত, তাহা অপেক্ষা কত অধিক কথা শিখিয়াছে ও জন্তুদের নাম জানিয়াছে। কোন্ জন্তুটা কি খায়, কে কি করে, কে বনে থাকে, কে গাছে থাকে, কে গর্ত্তে থাকে, এসকল বিষয়ও কতক কতক শিখিয়াছে।

স। আচ্ছা, জ্ঞান বৃদ্ধির এইরূপে আরও উপায় করা যাইতে পারে, এমন আর দুই একটি পন্থা বল না ?

সু। অনেক দিন হইল মা বলিয়াছিলেন ধর্ম্ম, নীতি, সাধুতা, স্নেহমমতা, ভালবাসা ও ঐতিহাসিক ঘটনা সকল "রূপকথার" মত করিয়া শিশুদিগকে শিখান যায়। শিশুদিগকে সঙ্গে লইয়া নানাস্থানে বেড়াইলে, পাতা লতা, ফল ফুল, জীবজন্তুদের জ্ঞান প্রচুর পরিমাণে লাভ করিয়া থাকে। এ সকল বিষয়ে শিশুরা সহজে জ্ঞান লাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা কঠিনতর বিষয় সকল আর একটু বড় না হ'লে বুঝিতে পারে না।

স। আচ্ছা, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি করিবার সহজ উপায় ত এখন কিছু বল নাই।

সু। বুদ্ধি ও বিচারশক্তি দুইটাকে পৃথকভাবে আলোচনা করা বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ শিশুদের সম্বন্ধে আরও কঠিন। বুদ্ধির ভিতর বিচারশক্তি ও বিচারশক্তির ভিতর বুদ্ধির প্রকাশ স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধিমান্ লোক সুবিচারক, আবার বিচারনিপুণ ব্যক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন, ইহা স্বতঃসিদ্ধ।

# চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সুবোধচন্দ্র সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তুমি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছ যে, শিশুর ভালবাসা ও সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার সামর্থ্য অতি শৈশবেই ফুটিয়া থাকে, কে তাহাকে ভাল বাসে, কে ভাল বাসে না, কোন্ দ্রব্যটি সুন্দর, কোন্‌টি সুন্দর নয়, ইহা শিশু বেশ বুঝিতে পারে। যে ভালবাসে, দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া তাহার কোলে যাইবার জন্য ব্যস্ত, যে ভাল বাসে না, অথবা শিশু যাহার ভালবাসার কোন পরিচয় পায় নাই, তাহার কোলে যাইতে চায় না; যদি যায়, তবে তেমন আগ্রহের সহিত যায় না। একটা সাদা আর একটা লাল রঙ্গের ফুল, একটা চক্‌চকে মোহর আর একটা ময়লা টাকা, একটা ময়না আর একটা ছাতারে পাখী, একটা রঙ্গিন ও জাঁকাল পোষাক আর একখানা সাদা কাপড়, এই সকলের ভিতর যাহা দেখিতে সুন্দর, শিশু তাহাই গ্রহণ করিবে; এই যে নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা, ইহারই ভিতর শিশুর বুদ্ধিমত্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। একটি দ্রব্যের সহিত অপর একটির তুলনাতেই বিচারশক্তি ও বুদ্ধি প্রকাশ পায়। এই সময়

হইতেই শিশুর বুদ্ধি-বৃত্তির উন্নতি সাধনের উপায়গুলি নির্দ্ধারণ করা পিতা মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য; কোন্ কোন্ অবস্থা শিশুর বুদ্ধি ও বিচারশক্তির বৃদ্ধির অনুকূল, আর কোন্‌গুলি অননুকূল, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির তাহা চিন্তা করা উচিত। *

স। এমন কিছু উপায় উল্লেখ কর, যাহা অবলম্বন করিলে আমাদের ছেলের বুদ্ধি ও বিচারশক্তির বৃদ্ধি হইবে।

সু। কাল সকালে খোকাকে লইয়া সেই যে গান শুনিতেছিলাম, গান শেষ হইলে, খোকা সেই লোকটিকে গান করিতে বলিল না, কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া বলিল "আবার বাজাও না, আবার বাজাও না।" আমাকে বলিল "বাবা আমি বাজনা শুন্‌বো," ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে গানের চেয়ে বাজনাটা তার ভাল লাগিয়াছিল। পরশ্বদিন খাবারওয়ালা আসিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুই কি খাবি'? সে খাবারওয়ালার কাছে গিয়া যাহা তাহার মনের মত খাবার তাহাই চাহিল, আমি পয়সা দিলাম সে খাবার খাইতে লাগিল। আজ ৩। ৪ দিন হইল আমাদের খাবার জন্য ছয়টা আঁব বাহির করিলাম, খোকা তাহার ভিতর হইতে ভাল দুইটা বাছিয়া লইল। তাহাকে বলিলাম "ওদুটা রাখিয়া এই দুটা নে," সে বলিল "বাবা, এদুটা আঁব ভাল, আমি খাব" আমি আর কিছু বলিলাম না। যাঁহারা চিন্তাশীল লোক তাঁহারা এই সকল সামান্য সামান্য ঘটনার ভিতর দিয়া শিশুকে জ্ঞান ও বুদ্ধির পথে অগ্রসর করিয়া দেন। কাল তোমাকে দেখাইব কি করিয়া শিশুর বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায়।

* *Bain's Education as a Science p. 17.*

পরদিন প্রাতে সুবোধচন্দ্র সুকুমারকে ডাকিয়া বলিলেন "খোকা ঐ ছোট চৌকিখানা এখানে আন ত", সুকুমার অবলীলাক্রমে সেই চৌকিখানা আনিয়া বাপের নিকট রাখিল। সুবোধচন্দ্র সরলাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'মজা দেখ্‌বে' ? এই বলিয়া সুবোধচন্দ্র খোকাকে বলিলেন "বাবা ঐ বড় চৌকিখানা এখানে আন ত," বালক উৎসাহ সহকারে অগ্রসর হইল বটে ; কিন্তু চৌকিখানিকে ধরিয়া উঠাইতে পারিল না, উঠাইতে না পারিয়া বলিল, "বাবা এটা বড় ভারি।" সুবোধ বলিলেন "বাবা দেখ, আন্‌তে পারিলে তোমাকে একটা ভাল আঁব আর একটা সন্দেশ দিব।" শিশু আবার নূতন উৎসাহের সহিত চৌকিখানি টানিতে গেল, উঠাইতে না পারিয়া শেষে টানিয়া আনিতে লাগিল, যখন দরজাতে আট্‌কাইল, তখন বালক বিপদ গণনা করিয়া, আবার পিতার নিকট গেল এবং বলিল, "বাবা চৌকি দো'রে আট্‌কে গেছে, আসে না।" বাবা বলিলেন "তোমাকে একটা আঁব ও একটা সন্দেশ দিব বলিয়াছি, আর খেলা করিবার জন্য একটা নূতন বল দিব," সুকুমার আবার নূতন উৎসাহের সহিত চৌকিখানি টানাটানি করিতে লাগিল। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া—অনেক কল কৌশল খাটাইয়া অবশেষে চৌকির একপাশ ধরিয়া টানিবামাত্র চৌকি বাহিরে আসিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে বালক চৌকিখানিকে টানিয়া পিতার নিকট উপস্থিত করিল। ছেলে ঘামিয়া গিয়াছে দেখিয়া সরলা তাহাকে নিজ অঞ্চলে মুছাইতে লাগিলেন। পিতা যাহা দিবেন বলিয়াছেন স্নেহচুম্বন সহকারে তাহা দিবামাত্র, পুরস্কৃত বালক আনন্দে নাচিতে লাগিল। সুবোধচন্দ্র সরলাকে বলিলেন, বহুপরিশ্রম সহকারে হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে উঠিলে, অথবা তুফানে নৌকা ডুবিলে সাঁতার দিয়া

নদীতটে উঠিলে, আমার যে আনন্দ হয়, তুমি একা রন্ধন করিয়া পঞ্চাশজন লোককে যথাসময়ে খাওয়াইতে পারিলে, অথবা গৃহে অগ্নি লাগিলে তোমার শিশুসন্তানকে সেই অগ্নির করাল গ্রাস হইতে নিরাপদে বাহির করিতে পারিলে, তোমার প্রাণে, কৃতকার্য্যতা নিবন্ধন, যে গভীর আনন্দের সঞ্চার হয়,আজ ঐ শিশুর ঠিক্ সেইরূপ হইয়াছে, ঐ দুরূহ কার্য্যটি সম্পন্ন করিয়া বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় উৎসাহে পা ফেলিতেছে। দেখিলে না, প্রথম চৌকিখানা সহজে আনিয়া শেষে বড় চৌকিখানা তুলিতে না পারিয়া বলিয়াছিল "বাবা এটা বড় ভারি।" ইহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, ছেলে কোন্ জিনিসটা কোন্‌টার চেয়ে বেশী ভারি, তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। আর শিশুকে যতই পুরস্কারের আশা দিতে লাগিলাম, শিশু ততই উৎসাহিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন কার্য্য সম্পন্ন করিতে বার বার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং শেষে আপনা আপনি উপায় করিয়া চৌকিখানি বাহির করিল। দেখ, পুরস্কার পাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে! এইরূপে ন্যায় অন্যায়, ভাল মন্দ, হাসি কান্না, সুখ দুঃখ, আলো অন্ধকার, দিন রাত্রি, শৈত্য উত্তাপ, চন্দ্র সূর্য্য, রৌদ্র বৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ বস্তু ও ঘটনার ভিতর দিয়া শিশু দিন দিন জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তির উন্নতি করিয়া থাকে। পিতা মাতা জ্ঞানবান্ ও বুদ্ধিমান্ হইলে, এই সকলের ভিতর দিয়া শিশুকে উন্নতির পথে লইয়া যাইতে পারেন। *

* *Bain's Education, page 18 & 19.*

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার পর আহারান্তে সরলা শয়ন গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সুবোধচন্দ্র একখানি ইংরাজি বই পড়িতেছেন। সরলা স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি এখন লেখা পড়া করিবেন, কি তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন? সুবোধচন্দ্র একটু অন্যমনে কি ভাবিয়া পরক্ষণেই বলিলেন, আলোচনা করিবার অথবা তোমাকে বুঝাইয়া দিবার কিছু থাকিলে, সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতে পারি। তদুত্তরে সরলা বলিলেন, "শিশুর মনুষ্যত্ব লাভের পক্ষে সাক্ষাৎ ভাবে ও পরোক্ষভাবে সাহায্য হইতে পারে, এমন অনেক বিষয়ের আলোচনা হইয়াছে, আমিও অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছি; কিন্তু যাহাতে তাহার হৃদয়ের গুণগুলি উপযুক্তরূপে বিকশিত হয়, তাহার অনুরূপ কোন কথাই আমাকে বল নাই, আজ সেই সম্বন্ধে কিছু বল।"

সু তুমি বোধ হয় দেখিয়াছ, একটি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ভিখারী মধ্যে মধ্যে আমাদের বাড়ীতে ভিক্ষা করিতে আসিয়া থাকে। খোকা তাহাকে দেখিলেই, দৌড়িয়া আমার নিকটে আসে এবং "বাবা পয়সা দাও, বাবা পয়সা দাও"

বলিয়া টানাটানি করে; যতক্ষণ আমি পয়সা না দিই, তত-ক্ষণ আর তাহার বিশ্রাম নাই। কেমন করিয়া সে এই পীড়িত ভিখারীটির প্রতি দয়া করিতে শিখিল, বোধ হয় তুমি তাহা জান না। একদিন এই ব্যক্তিকে দেখিয়া আমার প্রাণে বড়ই ক্লেশ হইল, আমি কোন রকমে চক্ষের জল সম্বরণ করিলাম এবং লোকটিকে দুইটি পয়সা দিয়া চলিয়া আসি-লাম; সেই দিন খোকা আমার সঙ্গে ছিল। এই একদিনের একটিমাত্র সদনুষ্ঠানে তাহাকে এই ব্যক্তির প্রতি সদয় ব্যব-হার ও সাহায্য করিতে উৎসাহিত করিয়াছে!

স। তাই বুঝি ছেলেটা ভিখারী আসিলেই "মা ভিক্ষা দাও, মা ভিক্ষা দাও" বলিয়া ক্রমাগত পীড়াপীড়ি করে?

সু। কোন বন্ধু আসিলেই, আমরা কিছু খাওয়া দাওয়ার আয়ো-জন করি, ইহা দ্বারা খোকা নিজের আহারীয় অন্যকে দিতে শিখিয়াছে। সেদিন খোকাকে সঙ্গে লইয়া হরিবাবুকে দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি খোকাকে দেখিবামাত্র দুই হাতে দুইটা ভাল আঁব, আর দুইটা সন্দেশ দিলেন। এমন সময়ে খোকার দাদা মহাশয় (পাতান সম্বন্ধ) সেই-খানে আসিলেন। খোকার হাতে আঁব সন্দেশ দেখিয়া চাহিলেন, চাহিবামাত্র খোকা একটা আঁব আর একটা সন্দেশ তাঁহাকে দিল, তিনি আরও চাহিলেন, কিন্তু আর দিল না, নিকটে আর একজন অপরিচিত ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি চাহিবামাত্র অবশিষ্ট আঁব আর সন্দেশটি তাঁহাকে দিল। শিশুর প্রাণের ভাব পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য তাহাকে বলিলাম "বাবা চল বাড়ী যাই," সে অম্লান বদনে

আমার হাত ধরিয়া আসিতে লাগিল, তখন তাঁহারা খোকাকে ডাকিয়া খাবারগুলি তাহাকে দিলেন। সে আনন্দে নাচিতে নাচিতে খাইতে লাগিল।

স। খোকাকে কোন খাবার খাইতে দিলে নিজে খায় আর আমাকে, কিংবা আর কেহ নিকটে থাকিলে তাহাকে, নিজে খাওয়াইয়া বেড়ায়, খাবার খেতে খেতে একটু নিয়ে হয় ত আমার গালে দিল। তুমি সেদিন বলিতেছিলে যে, কোন বন্ধু কি আত্মীয় বাড়ীতে আসিলে, আর তাঁহাকে যাইতে দেয় না; তিনি বাড়ী যাইতে চাহিলে বাধা দেয়, বাধা দিয়া নিবারণ করিতে না পারিলে, তাঁহার সঙ্গে তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে চায়; পরিচিত অপরিচিত বিচার নাই, সকলকেই আপনার লোক বলিয়া মনে করে, এ বেশ।

সু। আজ আর একটি ঘটনা ঘটিয়াছে, সেটি তোমাকে বলিলে, তুমি হয়ত বেশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিবে যে, তোমার সুকুমারের হৃদয়ের সদ্ভাবগুলি ধীরে ধীরে ফুটিতেছে। সরলা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করায়, সুবোধচন্দ্র বলিলেন, একজন লোক আজ আমাদের বাড়ীর নিকটে রাস্তার উপর একটা গাছ ধরিয়া একা একা কাঁদিতেছিল। সুকুমার আমার সঙ্গে রাস্তার উপর বেড়াইতে গিয়া তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়াছে, আমি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় সে ব্যক্তিকে কাঁদিতে দেখি নাই, সুকুমার তাহার নিকটে গিয়া কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিয়াছে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তাহার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া দৌড়িয়া আমার নিকট আসিল, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত

হইয়া বলিল "বাবা বেদানা—সেই বেদানা—কাঁদ্‌ছে, বাবা এস না।" আমি নিকটে গিয়া দেখি, যে ব্যক্তি আমাদের পাড়ায় রোজ বেদানা বিক্রয় করিতে আসে, সেই ব্যক্তিই দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে। সুকুমার তাহার কাপড় ধরিয়া তাহাকে চুপ করিতে বলিল। আমি দুই তিন বার জিজ্ঞাসা করার পরে সে ব্যক্তি চক্ষের জল মুছিয়া আমাকে বলিল, "বাবু-সাহেব, আমার বাপের মৃত্যু হইয়াছে, আমি একবার দেখ্‌তে পেলুম না, আমি এত বড় ছেলে, কাছে থেকে বাবার সেবা কর্‌তে পেলুম না, এই জন্যে মনে বড় দুঃখ হয়েছে তাই কাঁদ্‌ছি।" আমি তাকে অনেক মিষ্ট কথায় শান্ত করিলাম, ছেলেও আধ আধ মিষ্ট কথায় তাহাকে শান্ত হইতে বলিতে লাগিল; খোকার ভালবাসা দেখিয়া সে ব্যক্তি চক্ষের জলে ভাসিতে ভাসিতেও একবার খোকাকে আদর করিল। বালহৃদয়ের এই কোমল-মধুর ভালবাসার ভাব রক্ষা করা কি সহজ ব্যাপার? তোমার আমার কত শত প্রকার স্বার্থপরতাওত্রুটি দুর্ব্বলতার চাপে শিশুহৃদয়ের এই স্বর্গীয় সদ্ভাব বিনষ্ট হইতেছে!

স। মেজকর্ত্তার অসুখের সময়ে আমরা বাড়ীতে ছিলাম। আমাদের পাড়ার ঘোষেদের বাড়ীতে একটা ময়না পাখী আছে, সে বেশ "খোকা" বলিয়া ডাকিতে পারে। আমি খোকাকে কোলে ক'রে তাঁহাদের বাড়ীতে বেড়াইতে গেলে, পাখীটা খুব ভারি গলায় "খোকা—ওখোকা" বলিয়া ডাকিত, আর খোকা ব্যস্ত হয়ে তাহার কাছে যেতো—খোকা তাহার গায়ে হাত দিতে—তাহাকে আহার দিতে বড়ই ভালবাসিত।

আর পাখা পুষিবার জন্য আমাকে বড়ই বিরক্ত করিত। বাড়ীতে কুকুর, বিড়াল, গরু, পায়রা, এই সকল থাকিলে, এবং ইহাদিগকে বেশ যত্নের সহিত প্রতিপালন করিলে; বোধ হয় শিশুদের ভালবাসা ও স্নেহ মমতার ভাব, কেবল মানুষে আবদ্ধ না থাকিয়া জীব জন্তুদের মধ্যেও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কেমন না ?

সু। তুমি ঠিক্ বলিয়াছ, তোমার কথায় "সখার" সেই বাছুর ও ছেলে মেয়ের ছবি "সন্তোশ ও তাহার কুকুর," "ওরে আমার পায়রামণি" প্রভৃতি ছবিগুলির কথা মনে পড়িল। কেমন সুন্দর ভাবটুকু সেই ছবিকয়খানির ভিতর আছে! আজ আর না, রাত্রি অনেক হইয়াছে। এই হৃদয়ের বিস্তৃতি সম্বন্ধে আর কিছু পরে বলিব।

ইহার পর আরও কয়েকদিন চলিয়া গিয়াছে। কথা নাই, বার্ত্তা নাই, সরলা ও সুবোধচন্দ্র শান্তভাবে সংসারের কাজগুলি সম্পন্ন করিতেছেন এবং এমন অবস্থার ভিতর দিয়া আপনাদিগকে চালাইতেছেন যে, শিশু সাধুতার সুবাতাসে বর্দ্ধিত হইতে পারে, পবিত্রতার ভাব অতি সুন্দররূপে তাহার প্রাণে প্রতিবিম্বিত হইতে পারে, তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গে সুপথে পরিচালিত হইতে পারে। ইঁহারা শিশুর স্মৃতিশক্তি, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারশক্তি বৃদ্ধি করিবার উপযুক্ত পন্থা সকল অবলম্বন করিতেছেন, ঠিক্ আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার হৃদয়ের ভাবগুলিকেও ফুটাইবার চেষ্টা করিতে ক্রুটি করিতেছেন না। এমন সুন্দরভাবে ইহাকে চালাইতেছেন যে, একদিন প্রাতে উঠিয়া শিশু দেখিল যে, গৃহ-প্রাঙ্গণে একটি পক্ষীশাবক পড়িয়া গিয়াছে, মরে নাই, বড় আঘাত

লাগিয়াছে, আর তাহার মা একবার বাসায় যাইতেছে আবার ছানার কাছে আসিয়া ডাকিয়া শোক ও বিপদের পরিচয় দিতেছে। সুকুমার নিদ্রোত্থিত হইয়া বাহিরে আসিল, বাহিরে আসিবামাত্র এই ব্যাপার দর্শন করতঃ একবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সুকুমার অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি প'ড়ে গেছ, মার কাছে যাবে ?" পক্ষীশাবক চিঁচিঁ করিয়া ডাকিতেছে, সুকুমার তাহা হইতে ভাষা-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের ন্যায় নিঃসন্দিগ্ধ মনে স্থির করিলেন যে, পাখীর ছানা তাঁহার কথায় উত্তর দিয়াছে। সুকুমার তাহার মায়ের নিকট পৌঁছিয়া দিবার অনেক উপায় চিন্তা করিলেন, কিন্তু এই ছানার মা তাঁহাদের বাড়ীর কোন্ স্থানে বাসা করিয়াছে, বাবুজির তাহা জানা নাই। শিশু সুকুমার ভাবিল, ওর মা যেখানে বসে আছে, ঐখানে দিলেই ঠিক্ হইবে। এই ভাবিয়া শিশু বাচ্ছাটিকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠাইয়া যেই রকের উপর, যেখানে তাহার মা বসিয়া আছে, সেইখানে বসাইয়া দিবে, অম্‌নি সে ধাড়ীটা উড়িয়া ছাতের উপর গেল। সুকুমার বড় বিপদ গণনা করিয়া এইবার জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিজের ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত মিশ্রিত নূতন ভাষায় তাঁহার মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া উপস্থিত ঘটনা বিবৃত করিলেন। সরলা পুত্র-সহ বাহিরে আসিতে না আসিতে, একটি বিড়াল আসিয়া সেই পক্ষী শাবকটিকে মুখে করিয়া পলাইতেছে, দেখিয়া সরলা তাহার মুখ হইতে বাচ্ছাটি কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু বিড়াল অবিলম্বে পাকশালার চালের উপর উঠিল, এমন সময়ে দুইটা ধাড়ী পক্ষী বিড়ালটাকে ঠোক্‌রাইতে লাগিল। সুকুমার

এই নিদারুণ ব্যাপারে মর্ম্মাহত হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সমস্ত দিন তাহার মনে এই একই চিন্তা উদয় হইয়া তাহার প্রাণকে অস্থির করিয়াছে, এবং সে বালক অপ্রসন্নচিত্তে সমস্ত দিন কাটাইয়াছে; যাহাকে দেখিয়াছে তাহাকেই বলিয়াছে, বিড়াল পাখী-ছানা খাইয়াছে, বিড়াল বড় দুষ্ট। জনক জননী ও অপরাপর আত্মীয় স্বজনের দ্বারাই শিশু-জীবনে সাধুভাব সকল প্রস্ফুটিত হইতে পারে ইহাতে তাহারই আভাস পাওয়া যায়।

এই ভাবে আরও কিছুদিন চলিয়া যায়, এমন সময়ে সরলা সুবোধচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিন চারি বৎসরের ছেলের সম্বন্ধে ভাবিবার এমন আর কি আছে, যাহা বলা হয় নাই ?

সু। ভাবিবার এবং বলিবার এখনও কিছুই হয় নাই, সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে। শিশুকে পরিবার পরিজনের প্রতি আকৃষ্ট করিবার আর একটি বড় সুন্দর উপায় আছে, সেটিও এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

স। আবার কি কিছু নূতন উপায় জানিতে পারিয়াছ ?

সু। ছোট ছোট কথায় ভালবাসা, ভক্তি, স্নেহমমতা-বিষয়ক গান রচনা করিয়া শিশুদিগকে শিখান ভাল।

স। কি রকম, একটা বল না।

সু। যেমন—

* কে আছে এমন, মায়েরই মতন, করিতে যতন এ সংসারে।
প্রসন্ন বদন, হইলে স্মরণ, ঝরে দুনয়ন প্রেমের ভারে ॥
কিবা সুকোমল মধুর বচন, মরি কি সুখের স্নেহ-আলিঙ্গন,
সকল সন্তাপ হয় নিবারণ, মা ব'লে একবার ডাকিলে যাঁরে,

* রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

স্নেহের প্রতিমা যেন ধরাতলে, সুকুমার শিশু করিয়া কোলে,
কত সাবধানে স্তন-দুগ্ধ-দানে, পালন করেন তারে।
এত ভালবাসা ক্ষমা সহিষ্ণুতা, এ জগতে আর নাহি দেখি কোথা,
প্রাণ দিয়ে এত আদর মমতা, চিরদিন বল কে করিতে পারে।

স। গানটিত ভারি সুন্দর, বড় ভাল লাগিল।

সু এইরূপ আরও দুই একটি গান সংগ্রহ করিয়াছি। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই গানগুলি খোকাকে শিখাও। এই যে গানটি উপরে বলিলাম, ঐটি খোকাকে শিখাইলে, আর দুই একটি তোমাকে বলিয়া দিব।
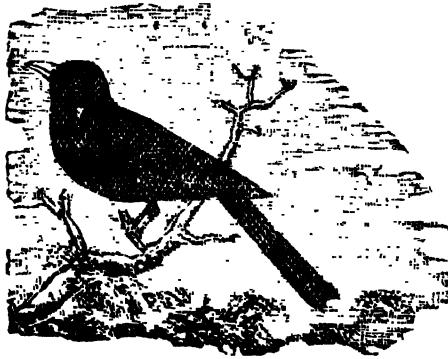
## ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

পরদিন সন্ধ্যার সময় সুবোধচন্দ্র সরলাকে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং বলিতে লাগিলেন, সন্তানের প্রতি পিতা মাতার কর্ত্তব্য যে কত, সংক্ষেপে তাহার বর্ণনা হইতে পারে না। সন্তান বড় হইলেও, পিতা মাতার জীবদ্দশায় তাহাদের প্রতি, তাঁহাদের কর্ত্তব্যের শেষ হয় না। শিশু-জীবনের কল্যাণের জন্য যে সকল আয়োজনের প্রয়োজন, সংক্ষেপে তাহাই দেখাইলাম। আর কয়েকটি সদুপায় এখানে উল্লেখ করিব। ইহার অধিকাংশই অনেকের দ্বারা পরীক্ষিত। শরীরের সহিত মনের এমনই নিকট সম্বন্ধ যে, একটির পীড়াতে অপরটি পীড়িত হইয়া পড়ে। শরীর সুস্থ থাকিলে, অনেক সময় মনও প্রসন্নতা লাভ করে, আবার মনের অবিচলিত শান্তি ও স্ফূর্ত্তির উপর শরীরের বল ও বিক্রম নির্ভর করে, এ কারণ যাহাতে বালক বালিকার শরীর নীরোগ হয়, ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি যাহাতে দিন দিন হৃষ্টপুষ্ট হয়, আকাশের পক্ষী ও উদ্যানের পুষ্প যেমন স্বভাবতঃই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ বালক বালিকারা যাহাতে গৃহ-উদ্যানে বিকশিত বিমল পুষ্পের শোভা

ধারণ করিতে পারে, এবং মিষ্টভাষী ও ক্রীড়া-প্রিয় বিহঙ্গের ন্যায় ইতস্ততঃ নৃত্য করিতে পারে, তাহার সদুপায় করা আবশ্যক।

বালক বালিকারা যদি সাহস ও বিক্রম সহকারে গৃহ-রঙ্গভূমিতে বিচরণ করিতে পায়, দৌড়াদৌড়িতে তিরস্কার ও আঘাতে প্রহারের ভয় যদি না থাকে, তাহা হইলে শিশুরা অসঙ্কোচে ভ্রমণ করিয়া শরীরের বিকাশ ও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করে।

সময়ে সময়ে পিতা মাতারাও যদি তাহাদের ক্রীড়াতে যোগ দিয়া তাহাদের স্বাধীন ভাব ও উৎসাহ অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান সুপথে পরিচালিত করিতে যত্ন করেন, তাহা হইলে তাহাদের বিশেষ উপকার হয়। এই ক্রীড়াক্ষেত্রে শিশু হইয়া শিশুদিগের সহিত মিলিত হইলে, তাহারা আমাদের জীবনগত গুণগুলি অতি সহজে লাভ করিতে পারে। শিক্ষালোলুপ বালক বালিকার সমক্ষে তাহার মনের অনুরূপ করিয়া যে ছবিটি ধরা যাইবে, তাহারা তাহাই গ্রহণ করিবে। এইরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে বলিয়াই বাল্যকালে যে যেমন শিক্ষা পায়, সংসারক্ষেত্রে তাহার সেইরূপ জীবন-দৃশ্য আমরা দেখিয়া থাকি।

নবতি বৎসর বয়ঃক্রমের কোন বৃদ্ধকে তাঁহার বাল্যে পঠিত মুগ্ধবোধের অংশ সকল স্মরণ রাখিতে, অথবা তাঁহার যৌবনারম্ভে পঠিত সংস্কৃত শ্লোক সকলের অর্থ করিতে দেখিলে, কাহার মনে না আনন্দ হয়? অথচ এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। কোন বালক তাহার পাঠাভ্যাসে অসমর্থ বা অমনোযোগী হইলে, তাহাকে প্রহার না করিয়া নিজ নিজ বাল্যকালের নবোদ্যম-লব্ধ পাঠের পুনরাবৃত্তি দ্বারা তাহাকে আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিলে কি অধিকতর ফল দর্শে না? তিরস্কার ও

প্রহার প্রভৃতি নিষ্ঠুর শাসনে বালক বালিকার মনে যে ভীতি ও কঠোরতার সঞ্চার হয়, ইহা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সুতরাং পাঠে অমনোযোগ কিংবা উদাসীনতার জন্য তিরস্কার ও প্রহারাদি না করিয়া অভিভাবকগণ বাল্যে পঠিত বিদ্যার পরীক্ষা প্রদান করতঃ তাহার মন উত্তেজিত করিতে পারিলে সে বিবিধ প্রকারে লাভবান হয়। যদি বল, ছেলে বেলার পড়া বৃদ্ধ বয়সেও স্মরণ করিয়া রাখিতে দেখিয়া ছেলের পড়া শুনাতে রুচি জন্মান ও তাহার উৎসাহ বর্দ্ধিত হওয়া ভিন্ন, আর কোন লাভ ত দেখি না, তবে আমি এই বলিব যে, অন্য কাহাকেও বহুকাল ধরিয়া পঠিত বিষয় সকল স্মরণ রাখিতে দেখিলে শিশুর সেইরূপ স্মরণ করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, এবং তাহার স্মৃতিশক্তি সেই দৃষ্টান্ত দৃষ্টে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

অনেক বালক বালিকা প্রহারের ভয়ে সত্য কথা গোপন করে; কিন্তু যদি তাহারা জানিতে পারে যে, তাহাদের কৃত কোন অসদনুষ্ঠান প্রকাশিত হইলে, তাহাদিগকে এমন সকল কথা শুনিতে হইবে যে লজ্জায় মাথা তুলিতে পারিবে না, বিনা প্রহারে চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইতে হইবে, তখন কি তাহারা তাহা গোপন করিতে প্রবৃত্ত হয়?

সন্তানদের যদি বিশ্বাস থাকে যে, সংসারের অনেক প্রিয় পদার্থ অপেক্ষা তাহাদের সর্ব্ববিধ সুখসাধনই পিতা মাতার লক্ষ্য এবং তাহাদিগকে সুখী দেখিয়াই জনক জননী চিরকৃতার্থ হন, তাহাদের কোনরূপ ক্লেশে কিংবা কোন প্রকার কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জনক জননীর বক্ষঃ অশ্রুজলে প্লাবিত হইবে, তবে কি সন্তানেরা স্বেচ্ছাক্রমে সেরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত থাকে না? নিশ্চয়ই থাকে। যে সকল পিতা মাতা তাঁহাদের শিশু সন্তানদের নিজস্ব ধন হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল একথার সাক্ষ্য প্রদানে সক্ষম। দেখ

না, তোমার খোকা সকল কাজই নিজে নিজে করিয়া থাকে, কিন্তু যে কাজগুলি তাহার নিকট নূতন; কেবল সেইগুলির কথা তোমাকে কিংবা আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, সে তোমাকে ও আমাকে তাহার ক্ষুদ্র জীবনের পরম বন্ধু বলিয়া অনুভব করিয়াছে। আমাদের কখন এরূপ ভাবা উচিত নহে যে, আমরা আমাদের সুখের জন্য, আমাদের নয়ন মনের পরিতৃপ্তির জন্য, স্বার্থের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তাহাকে মানুষ করিতেছি, এ ভাব যেন আমাদের কাহারও মনে কোন প্রকারে উদিত না হয়; তাহার কল্যাণের জন্য আত্মবিস্মৃত হইয়া খাটিতেছি, ইহাই যেন সে বুঝিতে পারে।

গৃহ প্রাঙ্গণই যদি শিশুদিগের সুশিক্ষা লাভের প্রথম ও প্রধান ক্ষেত্র বলিয়া প্রমাণিত হইল, আর পিতা মাতাই যদি সেই শিক্ষা-ক্ষেত্রের প্রধানতম শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী হইলেন, তবে কুচরিত্র দাস দাসী যে সে শিক্ষা-পথে ভয়ানক শত্রু, আর সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক ভৃত্য যে শিশুদিগের গৃহ-শিক্ষার প্রধানতম সহায়, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অনেক সময় সচ্চরিত্র ও ধার্ম্মিক পিতা মাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াও কোমলমতি বালক বালিকারা যে উত্তরকালে উন্নত জীবন লাভ করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে, পাপাচারের মূর্ত্তিমান্ দৃশ্য ভৃত্যবর্গের সহবাসে কিংবা সংসারের পঙ্কিল স্রোতে ভাসমানা দাসীর অপবিত্র ক্রোড়ে রক্ষিত ও লালিত হইয়াই শিশুরা অনেক সময়ে জনক জননীর চিরদুঃখের কারণ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি ধনী হউন বা দরিদ্র হউন, উন্নতবংশ-সম্ভূত হউন আর হীন বংশোৎপন্ন হউন, যদি সন্তানকে চরিত্রে উন্নত, জীবনে আদর্শ, বিদ্যাতে বিশারদ, জ্ঞানেতে সুপ্রতিষ্ঠিত, স্বাধীনতাতে

অপ্রতিহত এবং ধর্ম্মেতে সুরক্ষিত দেখিতে চান, তবে সচ্চরিত্র ও সদাচারী ভৃত্য পাইতে চেষ্টা করুন। দাস দাসীর সহিত বর্ত্তমানে আমাদের যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহা অতি নিকৃষ্ট-সম্বন্ধ। পারিবারিক শান্তি ও মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে, বিশেষতঃ বালক বালিকা-দিগের ভাবী উন্নতির দিকে দৃষ্টি থাকিলে, দাস দাসীর হীন ও অনুন্নত জীবনের প্রতি নিশ্চেষ্ট ভাব প্রকাশ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

স। ঠিক্ বলিয়াছ, ভাল চাকর চাক্‌রাণী না হ'লে, পরিবারে শান্তি থাকে না, ছেলেরাও মানুষ হয় না। এ বড় সত্য কথা। ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে কত দিকে যে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, তাহা ভাবিয়া উঠা যায় না। আমাদের পরিবার-মধ্যে একটু কোথাও ত্রুটি হইলে, অমনি তাহা শিশুর জীবনে প্রবিষ্ট হইয়া পড়ে ও তাহার উন্নতি পথে একটি অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

সু। তিন চারি বৎসরের শিশুকে আশৈশব সুপথে চালাইতে হইলে, যে সকল উপায় অবলম্বন করা উচিত, আমার অল্প জ্ঞান ও বুদ্ধিতে সামান্য শিক্ষা ও অনুসন্ধানে যাহা উচিত ও সঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, তোমাকে তাহা বলিলাম; আর যদি কিছু বলিবার প্রয়োজন বোধ হয় পরে বলিব। আমার বিশ্বাস, তুমি চিন্তা ও শ্রম সহকারে আমাদের আদরের ছেলেটিকে যে পথে চালাইতেছ, এই পথে চলিয়াই সে জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে,—মানুষ হইয়া মনুষ্য নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইবে। ঈশ্বর করুন আমাদের অন্তরের বাসনা যেন পূর্ণ হয়।

স। আমিও তোমার সঙ্গে সমস্বরে বলি, আমরা দিবানিশি খাটি,

ঈশ্বর দয়া করিয়া আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। কই আর যে দুই একটি গান সংগ্রহ করিয়াছ, আমাকে বলিবে বলিলে, বল না।

সু। কাল সন্ধ্যাবেলা আফিস হইতে আসিয়া দেখি, খোকা একা একা বসিয়া সুর ক'রে গাহিতেছে, "কে আছে এমন, মায়ের মতন করিতে যতন এ সংসারে।" আমি চুপি চুপি এক পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। আধ আধ মিষ্ট কথায় গান করিতেছিল, আমার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

স। কাল বিকালে বসিয়া খোকাকে ঐ গানটির ঐটুকু শিখাইয়াছি।

সু। আর একটা গান শুন—

* ভাই বোন্ দুটি মোরা, দুয়ে ভালবাসা কত,—
একটি বোঁটায় ফোটা দুটি কুসুমের মত!
প্রাণে প্রাণে বাঁধা আছে, থাকি সদা কাছে কাছে,
ভয় হয় হারাই পাছে, হ'লে অন্তরালে গত।
একই মাতৃকোলে শুয়ে, একই স্তন-দুগ্ধ পিয়ে
উঠিয়াছি বড় হয়ে,—এ প্রেম জনম মত।
এক সাথে তরু দুটি, যেমন বাড়িয়া উঠি
পাশাপাশি বাঁধি কটি, সহে ঝড় সাধ্যমত;
তেমতি দুজনে মিলে, যৌবনে সতেজ হ'লে
এক সাথে সাধু কাজে নিয়ত রহিব রত।

---

* রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

# উপসংহার।

সুবোধচন্দ্র সরলাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—লোক জনক জননী হইবার পূর্ব্বে, কিরূপভাবে জীবন গঠন করিলে, সুসন্তানের পিতা মাতা হইতে পারেন,—শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে সম্ভাবিতপুত্রা বধূ এবং কন্যাগণকে কিরূপ সাবধানে ও যত্নে রক্ষা করা উচিত,—শিশু জন্মগ্রহণ করিলে, তাহার জীবনের উন্নতি ও সুশিক্ষার জন্য কিরূপ আয়োজন ও উপায় অবলম্বন করা উচিত, তাহা যথাশক্তি আলোচনা করা গেল। ইহার অধিকাংশই সত্য বলিয়া জানা আছে, অথচ পদে পদে উপেক্ষিত হয়। এই সকল সহজ সত্য কথা উপেক্ষিত হয় বলিয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা। সরলা, দেখিও যেন এই সকল সামান্য সত্যকে উপেক্ষা করিয়া সুকুমারের সর্ব্বনাশ করিও না। সংসারের এই সকল ঘটনার ভিতর ভগবানের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। কেমন সুন্দর ভাবে তিনি পিতা মাতার দ্বারা অসহায় শিশুর সকল অভাব মোচন করাইয়া লন! শিশু-জীবনে তাঁহার করুণা ও মঙ্গলভাবের পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, এমন আর কোথাও নহে। এই অসহায় শিশু, জননীর ক্রোড়ে শয়ন করিয়া,

যখন স্তনদুগ্ধ পান করে এবং এক একবার প্রফুল্লভাবে চারিদিকে তাকায়, তাহারই ভিতর ভগবানের করুণা ও মহিমার আভাস পাইয়া বিশ্বাসী ব্যক্তি আশ্বস্ত হন। শিশু কেমন করিয়া হাসিতে কাঁদিতে শিখিয়া থাকে, কেমন করিয়া সে পিতা মাতাকে ডাকিতে শিখে, কেমন করিয়া সে দিন দিন জ্ঞানের পথে অগ্রসর হয়, কেমন করিয়া তাহার হৃদয় মনের সদ্ভাবগুলি ফুটিয়া উঠে, যাঁহারা তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভরে সেই মঙ্গলস্বরূপ ঈশ্বরের চরণে প্রণাম করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ বোধ করেন। শিশুকে মানুষ করা একটি মহাব্রত, এইটি স্মরণ রাখিয়া লোক সংসার-ধর্ম্মে রত হয়, ইহাই ভগবানের ইচ্ছা, যাঁহারা ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পালন করেন, তাঁহারা ধন্য—তাঁহাদেরই মানবজন্ম লাভ করা সার্থক!